ভারতে তথ্য ও প্রযুক্তির যুগে গোপনীয়তা রক্ষার অধিকার ঃ একটি বিশ্লেষণ

SUBMITTED BY

SOMA ROY

UNIVERSITY ROLL NO. : 001700703011

REG. NO. : 119132 OF 2012-13

EXAM ROLL NO. : MPIN194011

UNDER THE SUPERVISION OF
DR. PARTHA PRATIM BASU
PROFESSOR

DEPARTMENT OF INTERNATIONAL RELATIONS
JADAVPUR UNIVERSITY

Dissertation submitted in Practical Fulfillment of the Requirements for the Award of The Degree of Master of Philosophy (ARTS) in International Relations, under Jadavpur University, Kolkata, India 2017-2019

Jadavpur University
Kolkata - 700032

ACKNOWLEDGEMENT

I am greatly indebted to Dr. Partha Pratim Basu, Professor, Department of International Relations, Jadavpur University, for his sincere guidance and careful supervision to this work.

I express my gratefulness and sincere thanks to Dr. Omprakash Mishra,Head of the Department of International Relations of this university for his encouragement and fruitful suggestions.

I am thankful to R.A.C member Dr.Anindyo jyoti Majumdar, professor,Department of Jadavpur University whose ideas had a profound impact on the work.
Special mention must be made for all the staffs of the Department of Jadavpur University, Central library of this university but for whose active help the work might not at all been presentable.

I am also thankful to my parents for their tangible but unspoken support for this thesis. My sincere thanks go to my husband Sourya chowdhury and unsparing critic my brother Soutab Roy for her tough comments, accompanied with her gentle support. I am thankful to my brother in law Mr. Mriganka Mistry, a legal practitioner who selflessly enriched me and furnished the minute details in this topic. Special thanks to my friend Subhra Pratim Roy for his unfailing support.

সূচীপত্র

	অধ্যায়	পৃষ্ঠা
1.	ACKNOWLEDGEMENT……	1
2.	ভূমিকা……	3-22
3.	গোপনীয়তার অর্থ, উদ্ভব ও মাত্রাসমূহ……	23-67
4.	ভারতে গোপনীয়তা রক্ষার অধিকার: তথ্য ও প্রযুক্তির যুগ……	68–102
5.	ভারতে গোপনীয়তার অধিকার ও গণমাধ্যমের ভূমিকা……	103-110
6.	BIBLIOGRAPHY……	111-115

প্রথম অধ্যায়

সূচনা

এই অধ্যায়ে গবেষণার বিষয়, তাৎপর্য, উদ্দেশ্য, সাহিত্য পর্যালোচনা, গবেষণার প্রশ্ন, গবেষণার পদ্ধতি, তথ্য সংগ্রহ এবং অধ্যায় বিভক্তিকরণ আলোচনা হয়েছে।

গবেষণার বিষয়ঃ

"ভারতে তথ্য ও প্রযুক্তির যুগে গোপনীয়তা রক্ষার অধিকারঃ একটি বিশ্লেষণ"

গবেষণার তাৎপর্যঃ

গোপনীয়তার ধারনা, যা প্রাণী সমাজে উত্থাপিত হয়েছিল, প্রাচীন মানব সমাজে গৃহীত হয়েছে, সেখানে এটির প্রথম চিহ্ন পাওয়া যায়। প্রাচীন সমাজের বিবর্তন এবং তারপর আধুনিক সমাজের সাথে পরিচয়ে গোপনীয়তার ধারণাটি বর্তমান আকারের জন্য উন্নত করা হয়েছে। গোপনীয়তা ও সুরক্ষা মূলত মানব সমাজের ইতিহাসে আবদ্ধ, যা আধুনিক সমাজে আদিম সমাজের রুপান্তর দ্বারা বিশেষভাবে চিহ্নিত করা হয়। গোপনীয়তার প্রকৃতির পরিবর্তন এবং আদিম সমাজ থেকে আধুনিক সমাজ গুলির গোপনীয়তা লঙ্ঘনের পরিবর্তিত চরিত্রের জন্য সামাজিক রুপান্তর দায়ী।

ভারতে গোপনীয়তার ধারণা কখনোই সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল না বরং এটি ভারতের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের সাথে গভীর মুলধারায় আবদ্ধ ছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গোপনীয়তা রক্ষার বিকাশ Warren-Brandeis এর আর্টিকেল এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের চতুর্থ সংশোধনীর অধীনে অনুসন্ধান এর উপর ভিত্তি করে তৈরি হয়েছে। যার চূড়ান্ত ফলাফল হলো গোপনীয়তা আইন, 1974

ব্রিটেনে গোপনীয়তার আইন ছিল না পরিবর্তে আত্মবিশ্বাস লঙ্ঘনের আইন ছিল। 1972 সালে younger কমিটির রিপোর্টের ভিত্তিতে চূড়ান্ত ফলাফল হলো তথ্য সুরক্ষা আইন 1998। যদিও আধুনিক যুগে গোপনীয়তা রক্ষার জন্য ভারত, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ব্রিটেন এর থেকে পিছিয়ে থাকলেও ভারত বিভিন্ন আইন ও বিচার বিভাগীয় উন্নয়ন গুলির সাথে সমৃদ্ধ যা শেষ পর্যন্ত প্রিভেসি বিল এবং 2011প্রিভেসি বিল লাইফ টু রাইট বর্তমানে 2014' এবং পার্সোনাল লিবার্টি-এর অংশ রুপে ভারতের সংবিধানে মৌলিক অধিকার 21 নম্বর ধারায় Right to Privacy স্বীকৃত হয়েছে।

মানবাধিকার লঙ্ঘনের অবিচ্ছেদ্য অংশ যা সমসাময়িক সামাজিক দৃষ্টিতে সবার জন্য উদ্বেগের বিষয়। গোপনীয়তা শুধুমাত্র একটি বিচ্ছিন্ন জীবনের নেতৃত্ব মানে না কিন্তু বিশেষ করে এটি একটি ব্যক্তিগত জীবনের অননুমোদিত এবং অযাচিত হস্তক্ষেপ থেকে স্বাধীনতা বোঝায়।

গোপনীয়তার স্বতন্ত্র অধিকারের ওপর হস্তক্ষেপ এর অর্থ হলো ব্যক্তিগত, পরিবার, গৃহের জীবন, খ্যাতির ওপর হস্তক্ষেপ, ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কিত অপ্রাসঙ্গিক তথ্য প্রকাশ, নাম ব্যবহার, গুপ্তচরবৃত্তি, পর্যবেক্ষক এবং যোগাযোগের অপব্যবহার অর্থাৎ গোপনীয়তার অধিকার লঙ্ঘনের মধ্যে পরিবার , বিবাহ , মাতৃভাষা , শিক্ষা, তথ্য, খ্যাতি, ব্যক্তিগত স্বাধীনতা আরো অনেক কিছু মৌলিক মানবাধিকার লঙ্ঘনের অন্তর্ভুক্ত রয়েছে , যা সমসাময়িক সামাজিক দৃশ্যকল্প।

গোপনীয়তার অধিকার লঙ্ঘনের মধ্যে sting operation, biometric card, national Aadhaar card প্রভৃতি। ব্যক্তিগত গোপনীয়তার অধিকার লংঘন করে গণমাধ্যম অনুমতি ছাড়া ফটোগ্রাফ গ্রহণ করা, পাবলিক ফিগারের ব্যক্তিগত জীবনে অননুমোদিত হস্তক্ষেপ করে।

এই ক্ষেত্রে গবেষণার কেন্দ্রবিন্দুতে সমস্যার এলাকাটি গোপনীয়তার অধিকার কে বিভিন্ন দেশের আইন পরিষদের দ্বারা পর্যাপ্ত ভাবে মোকাবিলা করা হয়নি। কাজেই প্রিভেসি রাইট লঙ্ঘন রোধে প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থা ও পরামর্শ দানের সাথে জনগণকে গোপনীয়তার অধিকার সম্পর্কে সচেতন করা, সাইবারস্পেসে গোপনীয়তা ধারণা মূল্যায়ন জরুরী।

গবেষণার উদ্দেশ্যঃ

বর্তমান গবেষণাটির উদ্দেশ্যটি হল গোপনীয়তার অধিকার এর বিভিন্ন উদীয়মান মাত্রা গুলি বোঝা এবং ভারতের আর্থসামাজিক চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করার জন্য গোপনীয়তার সুরক্ষা সুনিশ্চিত করা। উদ্দেশ্য গুলি হল-

1. গোপনীয়তার অধিকার এর ঐতিহাসিক পটভূমি চিহ্নিত করা।
2. বিশ্বব্যাপী গোপনীয়তার অধিকারের ওপর আন্তর্জাতিক, আঞ্চলিক ও জাতীয় আইন পরীক্ষা করা।
3. গোপনীয়তার অধিকারের নির্দিষ্ট ঘটনা, প্রবণতা ও বর্তমান অবস্থার মূল্যায়ন এবং গোপনীয়তার অধিকার ও তথ্য প্রযুক্তির মধ্যে দ্বন্দ্বের অবসান ঘটানো।
4. গণমাধ্যম ও গোপনীয়তার অধিকার লংঘন কতটা সম্পর্কযুক্ত তা বিশ্লেষণ করা।

গবেষণার মাধ্যমে গোপনীয়তার অধিকার লঙ্ঘনে কিছু প্রতিকারমূলক পদক্ষেপে ও পরামর্শ প্রদানের লক্ষ্য রাখে।

সমসাময়িক সামাজিক দৃষ্টিতে প্রত্যেকের মানবাধিকার সারা বিশ্বে উদ্বেগের বিষয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সহ ভারতের মধ্যে বিদ্যমান বিভিন্ন আইনি ব্যবস্থা নীতিগুলি ব্যক্তিগত গোপনীয়তা রক্ষার অধিকার রক্ষার জন্য এবং সুরক্ষিত করার জন্য বর্তমান প্রেক্ষাপটে অপর্যাপ্ত। সে ক্ষেত্রে আইন সংশোধন বা নতুন আইন প্রণয়ন জরুরী।

গবেষণার প্রশ্নঃ

রাষ্ট্রের সমস্ত জাতীয় এলাকার মধ্যে ব্যক্তির গোপনীয়তার অধিকার সুরক্ষিত করা প্রয়োজন। বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ইন্সট্রুমেন্ট থাকা সত্বেও গোপনীয়তার অধিকার এখনো পর্যন্ত সুরক্ষিত নয়। এই অধিকারের সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন সমস্যা আছে যার সমাধান করা প্রয়োজন। কাজেই বর্তমান অধ্যয়ন বিভিন্ন মৌলিক প্রশ্নের সাথে জড়িত –

a. গোপনীয়তার অধিকার লংঘন কি এবং এর বর্তমান প্রবণতা কি?
b. ভারতে গোপনীয়তার অধিকার রক্ষার জন্য বিদ্যমান বাস্তবায়নকারী যন্ত্রগুলি কতদূর সফল হয়েছে?
c. গোপনীয়তার অধিকার লঙ্ঘনের শিকার যারা তাদের কিভাবে প্রতিকার দেওয়া হবে?
d. জাতীয় স্বার্থে টেলিফোন টাইপিং, ইমেইল স্ক্যানিং ও অন্যান্য নিরাপত্তাব্যবস্থা গোপনীয়তার অধিকার লংঘন করে কিনা? অপরাধীদের পলিগ্রাফ পরীক্ষা, নারকো বিশ্লেষ্, ব্রেন মাপিং রাইট টু প্রাইভেসি লংঘন করে কি না?
e. জনগণের ব্যক্তিগত গোপনীয়তা লঙ্ঘন ও এই লংঘন প্রতিরোধে গণমাধ্যমের ভূমিকা কি? গবেষণার সঙ্গে যুক্ত কিছু প্রাসঙ্গিক প্রশ্নের উত্তর খোঁজার চেষ্টা করা হয়েছে।

গবেষণা পদ্ধতি :-

এই গবেষণামূলক কাজ বিশ্লেষণাত্মক পদ্ধতি যা প্রযুক্তিবিদ্যার বিশ্লেষণ আইনী নিয়ম, নীতি বা মতবাদ গুলির সমালোচনামূলক মূল্যায়ন বোঝায়। এবং এর মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ, তাদের আন্তঃসম্পর্ক এবং বিষয়গুলির রেকর্ডিং এবং গুণগত পরিমাপ বোঝানো হয়েছে ।এই উদ্দেশ্যকে লক্ষ্য রেখে প্রিন্ট এবং ইলেকট্রনিক মিডিয়া, বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের

নিবন্ধ, প্রতিবেদন, গ্রন্থাগারের বই, ইন্টারনেট, ওয়েবসাইটগুলি ব্যবহার করা হয়েছে। এই গবেষণাটি প্রকৃতিতে আইনত, বিশ্লেষণাত্মক, ও ঐতিহাসিক। কারণ পরীক্ষামূলক পদ্ধতিতে পুরো গবেষণা সম্ভব নয়। সংগৃহীত উপাদান ও তথ্য থেকে গবেষণার বিষয় বিশ্লেষণের মাধ্যমে মুখ্য উদ্দেশ্যে পৌঁছানো যেতে পারে।

সাহিত্য পর্যালোচনা:-

সাহিত্য পর্যালোচনা হলো লেখক, গবেষক ও বিশেষজ্ঞদের দ্বারা একটি বিশ্লেষণ।এটি সাহিত্যের বৃদ্ধি ও বিকাশের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে সময়নানুক্রমিক উপস্থাপনা করে। গবেষণার ক্ষেত্রে এই সাহিত্য পর্যালোচনা গবেষণার বিষয়ের ক্ষেত্র বুঝতে সাহায্য করে। গোপনীয়তার ক্ষেত্রটি বিভিন্ন লেখকের বক্তব্যের মাধ্যমে পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে যার মধ্যমে বইয়ের মধ্যে তাদের মতামতের বিশ্লেষণাত্মক প্রকৃতি জানা যায়, যা ধারণার ন্যায়সঙ্গত, যুক্তিযুক্ত ও নৈতিক বিবেচনার ক্ষেত্র তৈরি করে।

1) “The Right to Privacy In India, Concept and Evolution , by Gaurav Goyal and Ravinder Kumar, PARTRIDGE Company,2016

   ভারতের দুই আইনী স্কলার, ভারতের গোপনীয়তার ক্ষেত্রটি পরীক্ষা করে দেখেন যে, কিভাবে এটি পশ্চিমী ধারণা থেকে আলাদা,এবং কেন এটিকে সুরক্ষা করা দরকার।

গৌরভ গয়াল ও রবীন্দ্রকুমার যুক্তি দিয়েছেন যে, ভারতের গোপনীয়তা আইন দুর্বল কারণ রাজনীতিবিদরা আইন পাশ করার মাধ্যমে তা সুরক্ষিত করতে ব্যর্থ। এমনকি পশ্চিমেও কিভাবে গোপনীয়তার শর্ত সুরক্ষিত থাকবে সেটাও সবসময় স্পষ্ট নয়। তারা আরো যুক্তি দেন যে, একজনের ব্যক্তিগত ক্ষেত্রটি হলো বিষয় ভিত্তিক বা subjective এবং তা সংস্কৃতি, পরিবেশ ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার উপর নির্ভর করবে। সেই কারণে প্রচারমাধ্যম বিখ্যাত মানুষদের গোপনীয়তার অধিকার লংঘন করে কিন্তু যারা সেভাবে প্রচারের আলো পায় না তাদের নিয়ে আগ্রহী নয়। ভারতে গোপনীয়তা ক্ষেত্রটি পরীক্ষা করে লেখকগণ বলেছেন, কেন কিছু শ্রেণীর মানুষ অন্যদের তুলনায় বেশি গোপনীয়তা ভোগ করে? কিভাবে প্রযুক্তি গোপনীয়তা সাপেক্ষে পরিবর্তন হচ্ছে? কেন কেউ অন্যের ব্যক্তিগত পরিসরে হস্তক্ষেপ করে ?যখন গোপনীয়তা একটি সহজ ধারণা হিসেবে দেখা যায়,কাজেই ইহার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট, আইনগুলি কিভাবে গোপনীয়তাকে পরিচালিত করে এবং কিভাবে এটি পরিবর্তনশীল ও ক্রমবর্ধমানভাবে চলতে থাকে তা ভারতে সুরক্ষার কোনো সুযোগ থাকলে তবেই বোঝা সম্ভব।

2) “Right To Privacy in India With Reference To Information Technology Era, Rakesh Chandra, YS Books International,2017

শুরুতেই লেখক Rakesh Chandra বলেছেন যে, গোপনীয়তা একটি ধারণা যা প্রত্যেকের হৃদয়ের খুব কাছাকাছি। প্রাচীনকাল থেকেই এই ধারণা মনুষ্যসমাজের দ্বারা প্রতিপালিত হয়ে আসছে। এটা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, বিশ্বের যে কোন অংশে প্রাচীনকাল থেকেই মানুষ গোপনীয়তা রক্ষা করে এসেছে এবং আধুনিককালেও যা স্বতন্ত্রভাবে বিদ্যমান।

আগে private law এর অধিকার হিসেবে গোপনীয়তা প্রতিষ্ঠিত ছিল। এটি সাধারণত privacy tort লংঘনের ক্ষেত্রে গঠিত হয়েছিল। আগে সুপ্রিম কোর্ট বিভিন্ন মামলায় যেমন - রাজাগোপাল বনাম স্টেট অফ তামিলনাড়ু মামলায়(1995) বলেছিল , private law এর অধিকার হিসেবে গোপনীয়তা লঙ্ঘণ হলো অন্যায়।

পরিবর্তনশীল ধারণায় লেখক দেখেছেন ,বিগত দুই দশক ধরে তথ্য প্রযুক্তির যুগে কম্পিউটার ও ইন্টারনেট ব্যবহারের ফলে সামাজিক জীবনে একটি আমূল পরিবর্তন এসেছে। ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা দিনে দিনে বাড়ছে যার ফলে ব্যক্তির ব্যক্তিগত তথ্য public domain এ প্রবেশ করেছে। হোয়াটসঅ্যাপ, ফেসবুক ব্যবহারের ফলে প্রচুর পরিমান তথ্য মজুত রাখার দরুন গোপনীয়তা রক্ষার অধিকারের ক্ষেত্রে উদ্বেগের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিপরীত দিকে, বিশ্বের যেকোন অংশে আইনপ্রণয়নের ক্ষেত্র অনেক পিছিয়ে রয়েছে। সরকারি ও বেসরকারি স্তরে নজরদারি কার্যক্রমের সমস্যা সাধারণ মানুষের জীবন বিপর্যয়ের দিকে নিয়ে যাচ্ছে।

পরিশেষে লেখক আলোচ্য বইটিতে, ভারতে তথ্যপ্রযুক্তির যুগে বিভিন্ন বিভিন্ন গোপনীয়তার ইস্যু গুলি চিহ্নিত করেছেন এবং তারসাথে বিভিন্ন আইনি সুরক্ষার দিকগুলি সনাক্ত করা হয়েছে। এবং ভবিষ্যতে গোপনীয়তা লঙ্ঘনের দিকগুলি কিভাবে মোকাবেলা করা যেতে পারে তার একটি আভাস দেয়ার চেষ্টা করা হয়েছে।

3) "Right to privacy under indian law", Kiran Deshta, Deep publication, 1st January,2012

লেখক আলোচ্য বইটি বিশ্লেষণের মাধ্যমে দেখিয়েছেন যে, ভারতে গোপনীয়তার অধিকার আইনি, প্রথাগত ও সাধারণ সনাতনী আইনের সংমিশ্রনের উপর দাঁড়িয়ে আছে। এটি কোনো স্ট্যাটিক ধারণা নয় বরং এটি একটি গতিশীল ধারণা যা সময়ের সাপেক্ষে ও সংস্কৃতির সাথে সভ্য সমাজের জন্য অপরিহার্য হয়ে উঠেছে। ভারতের সংবিধানে ইহা নিরাপদ স্থান পেয়েছে এবং ব্যক্তিগত স্বাধীনতার জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

যদিও গোপনীয়তার অধিকার এর জন্য বেশ কয়েকটি প্রথাগত ও সংবিধানবদ্ধ বিধান রয়েছে কিন্তু এই অধিকার সম্পূর্ণভাবে সুরক্ষিত করা যাচ্ছে না। যেহেতু গোপনীয়তা রক্ষার ধারণা সুরক্ষার ধারণার সাথে অঙ্গাঙ্গিকভাবে জড়িত এক্ষেত্রে তিনি বেশ কয়েকটি পরামর্শ দানের কথা উল্লেখ করেছেন।

ভারতের একটি ব্যাপক বা সর্বাত্মক জাতীয় নীতি প্রণয়ন প্রয়োজন যা তাদের ব্যক্তিগত তথ্য সংগ্রহ ও বন্টনের ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণ রাখবে। এই তত্ব ব্যক্তিদের তথ্য স্থানান্তর, ব্যক্তির ব্যক্তিগত তথ্যের ব্যবহার ও তার সংশোধন ও নিজস্ব ব্যক্তিগত তথ্য নিরাপদে সংরক্ষিত থাকবে। এবং এ ক্ষেত্রে তথ্য জানানোর ও স্থানান্তরের অধিকার থাকবে। ব্যক্তিগত ইনফরমেশন এর ক্ষেত্রে ও ব্যক্তিগত তথ্যের ব্যবহারের ক্ষেত্রে আইন প্রণেতারা সীমাবদ্ধতা আনবে।

ব্যক্তিগত তথ্যের ব্যবহারকারীদের অবগত হওয়া প্রয়োজন যে কিভাবে ব্যক্তিগত তথ্য সংগৃহীত হচ্ছে এবং কিভাবে এর ব্যবহার করা যেতে পারে। আইন প্রণয়ন এই কারণেই প্রয়োজন যা ব্যক্তির ব্যক্তিগত তথ্যের মাত্রা অতিরিক্ত ব্যবহারের ক্ষেত্রে প্রচারকে প্রতিরোধ করবে। এক্ষেত্রে অনলাইন পাবলিকেশন এর উপর ন্যায় সঙ্গত বিধিনিষেধ থাকবে যা ব্যক্তিগত তথ্য সংগ্রহ করতে গোপনীয়তার স্বার্থ সংরক্ষণ করবে। স্বার্থ ও তথ্য সুরক্ষা সাথে সমন্বয় আইনি প্রক্রিয়া দ্বারা সুরক্ষিত থাকা প্রয়োজন যা ব্যক্তিগত কনফিডেন্সসুরক্ষিত থাকা প্রয়োজন যা সাইবার স্পেসে ব্যক্তিগত কনফিডেনসিয়াল তথ্যের বিনিময় ও তথ্যের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করবে।

অনলাইন প্রিভেসি ও গোপনীয়তার সুরক্ষিত করতে ইন্টারনেটে বাকস্বাধীনতা ও মতামত প্রকাশের ক্ষেত্রটি সঠিকভাবে পালন করা উচিত এবং উন্নত অত্যাধুনিক প্রযুক্তিবিদ্যা ও আইন সংশোধনের মাধ্যমে চযা প্রস্তুত করা প্রয়োজন।ইন্টারনেট ও যোগাযোগ ব্যবস্থার জন্য বিধিসঙ্গত নিষেধাজ্ঞা থাকা উচিত ।জাতীয় সার্বভৌমত্ব সংরক্ষণ ও দেশের নিরাপত্তার স্বার্থে যৌক্তিকতার নীতির ক্ষেত্রে ইন্টারনেটের সেন্সরশিপ প্রয়োজন।
একটি বিস্তৃত আইন প্রণয়নের প্রয়োজন যা কার্যকরী ব্যবস্থা বা এনফর্সমেন্ট মেকানিজম হিসেবে কাজ করবে। যার ফলে লঙ্ঘনকারীদের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা প্রতিষ্ঠা করা যাবে ও ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের সমাধান প্রদান করা যাবে।সরকারি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের প্রয়োগকারী ক্ষমতার পাশাপাশি আইন প্রণয়ন দরকার যা ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিকে private right of action প্রদান করবে।

তথ্য সংগ্রহ

বিভিন্ন প্রাথমিক ও আনুষঙ্গিক উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। যেমন প্রাথমিক উৎস supreme court এর judgement সমূহ, সাংবাদিকের সাক্ষাৎকার এবং আনুষঙ্গিক উৎস- বিভিন্ন journal অর্থাৎ indian law institute, All india reporter(AIR), Supreme court cases(SCC), , বিভিন্ন বই, article, ইন্টারনেট,সংবাদপত্র, জুরিস্টদের বক্তব্য প্রভৃতি ব্যবহার করা হয়েছে।

অধ্যায় বিভক্তিকরণঃ

প্রথম অধ্যায়ে গবেষণার বিষয়, তাৎপর্য, উদ্দেশ্য, সাহিত্য পর্যালোচনা, গবেষণার প্রশ্ন, গবেষণার পদ্ধতি, তথ্য সংগ্রহ এবং অধ্যায় বিভক্তিকরণ আলোচনা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে গোপনীয়তার অর্থ, উদ্ভব, ঐতিহাসিক পটভূমি ও গোপনীয়তার বিভিন্ন মাত্রার পর্যালোচনা।

তৃতীয় অধ্যায়ের প্রথমাংশে তথ্যের গোপনীয়তার ধারনা ও সমসাময়িক তথ্য সুরক্ষার গুরুত্ব, সংরক্ষণ ও বিপদগুলি দেখানো হয়েছে। দ্বিতীয়াংশে, তথ্য সুরক্ষার জন্য জাতিসঙ্ঘের প্রস্তাবিত নির্দেশিকা বিশ্লেষণ ও গোপনীয়তা রক্ষার সমসাময়িক বিতর্কের তুলনামূলক আলোচনা। তৃতীয়াংশে, ভারতীয় দৃশ্যকল্পে গোপনীয়তার কেন্দ্রভূমিতে Biometric আধার কার্ড ও বিভিন্ন মামলার বিশ্লেষণ দেখানো হয়েছে।
চতুর্থ অধ্যায়ে গণমাধ্যম ও সংবাদমাধ্যমের অর্থ, গণমাধ্যমের স্বাধীনতা, গোপনীয়তা ও সাধারণ আইন নিয়ে বিশ্লেষণ, মিডিয়া ট্রায়াল ও ব্যক্তি স্বাধীনতা, মিডিয়া ট্রায়াল ও বিচার ব্যবস্থা এবং প্রতিক্রিয়া, sting operation কিভাবে গোপনীয়তার অধিকার লঙ্ঘন করছে, press council এর কার্যাবলী, এবং সাংবাদিকতার নিয়ামাবলি চিহ্নিত হয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায়ে আলোচ্য প্রত্যেকটি অধ্যায়ের সারমর্মের সাথে কিছু পরামর্শ প্রদান করা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

গোপনীয়তার অর্থ, উদ্ভব ও মাত্রাসমূহ

দ্বিতীয় অধ্যায়ে গোপনীয়তার অর্থ, উদ্ভব, ঐতিহাসিক পটভূমি ও গোপনীয়তার প্রকৃতি ও ভিত্তির সাথে বিভিন্ন মাত্রার পর্যালোচনা।

[ ] গোপনীয়তার সংজ্ঞা

গোপনীয়তার সঠিক সংজ্ঞা দেওয়া কঠিন। সর্বাধিক সাধারন পর্যায়ে, গোপনীয়তার ধারণাটি হলো একা থাকার ইচ্ছা এবং নিজেদেরকে বাহ্যিক হস্তক্ষেপ এবং অন্যদের দ্বারা চালিত হওয়া থেকে মুক্ত করা। ঘৃণ্য ও অনভিপ্রেত প্রচার এর থেকে ব্যক্তি পরিসরের ভিতর হস্তক্ষেপ, এ সমস্ত পেরিয়ে আমাদের নিজস্ব ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা থাকা চাই, যেগুলিতে রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ থাকে না। সুতরাং, গোপনীয়তা প্রায়ই ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে সীমিত একটি এলাকাকে বর্ণনা করে।(1)

[ ] গোপনীয়তার ইতিহাস

গোপনীয়তা উদ্ভব জানতে হলে প্রাচীনত্বে ফিরে যেতে হবে। গ্রিক জীবনে গোপনীয়তার অর্থ নিজের সঙ্গে জীবন যাপন করা। একইভাবে, রোমানরা সংরক্ষণের জীবন থেকে কেবল একটি অস্থায়ী আশ্রয় হিসেবে গোপনীয়তা অনুভব করেছিল।শুধুমাত্র রোমান সাম্রাজ্যে অন্তরঙ্গতার একটি অঞ্চল হিসেবে গোপনীয়তার স্বীকৃতি প্রাথমিক পর্যায়ে ছিল ।প্রাচীন এবং আদিম সমাজ গোপনীয়তার বৈচিত্র্যপূর্ণ প্রকৃতি চিহ্নিত করে ব্যারিংটন মুর ,তাঁর প্রাথমিক গবেষণায় গোপনীয়তার অধিকার : নৈতিক ও আইনগত ভিত্তি গুলি বেশ কয়েকটি প্রাথমিক সম্প্রদায়ের মধ্যে গোপনীয়তার বিষয়টি পরীক্ষা করেছিলেন। এথেন্স ও ইহুদি সম্প্রদায় এবং প্রাচীন চিন সহ সম্প্রদায়গুলির মধ্যে।চীনের ক্ষেত্রে ,তিনি ব্যাখ্যা করেছেন যে কিভাবে রাষ্ট্র

(জনসাধারণ) এবং পরিবার (ব্যক্তিগত) এর পৃথক অঞ্চলগুলির সাথে সাথে প্রেম নিবেদন,পরিবার এবং বন্ধুত্বের প্রাথমিক গ্রন্থ গুলির মধ্যে দুর্বল গোপনীয়তার অধিকার সৃষ্ট হয়েছে।খ্রিস্টপূর্বাব্দ চতুর্থ শতাব্দীতে এথেন্সে, গোপনীয়তার অধিকারে শক্তিশালী সুরক্ষা দেওয়া হয়। তিনি উপসংহারে বলেছেন যে, যোগাযোগের গোপনীয়তা শুধুমাত্র শক্তিশালী উদার ঐতিহ্যবাহী জটিল সমাজে সম্ভব।
বিগত একশো বছরের ইতিহাস এর দিকে তাকালে গোপনীয়তায় যে সিদ্ধান্তের উপসংহার করা সম্ভব, তার মাধ্যমে সংজ্ঞা গুলিকে চারটি প্রধান ভাগে ভাগ করা যায়। (2)

প্রথমত, 1915 সালে রসকো পাউন্ড এর সাথে এবং 1975 সালে পল ফ্রুয়েন্ডের সাথে সমন্বয় করে অনেক পণ্ডিত ব্যক্তি গোপনীয়তাকে 'ব্যক্তিত্বের ব্যক্তিত্ব' বা 'ব্যক্তিত্বের অভিব্যক্তি' হিসেবে দেখেছেন,যে ব্যক্তিটির নিজের সারাংশ কে মানুষের রূপে সংজ্ঞায়িত করার অধিকার কে বিবেচনা করে।

দ্বিতীয়ত, ব্যক্তিত্ব সমষ্টির সমতুল্য, লুই হেনকিন এর মতই সেই পণ্ডিতরা স্বায়ত্তশাসনের সীমানার মধ্যে স্বতন্ত্র স্বার্থপরতা, নিজের চিন্তা ভাবনা ,সিদ্ধান্ত এবং সিদ্ধান্ত নিয়োজিত ব্যক্তিদের নৈতিক স্বাধীনতার মধ্যে গোপনীয়তা চিহ্নিত করেছেন।

তৃতীয়ত, অ্যালান ওয়েস্টিন এবং চার্লস ফ্রাইড দ্বারা চিহ্নিত তৃতীয় সমষ্টি , অন্তত বৃহত্তর অংশে গোপনীয়তা দেখেছেন - নাগরিকদের নিজেদের সম্পর্কে তথ্য নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা অনুসারে এবং এই ভাবে তাদের সম্পর্কটা নিয়ন্ত্রণ করে অন্যান্য মানুষের সঙ্গে, যেমন ব্যক্তিদের "কখন, এবং কিভাবে তাদের সম্পর্কে তথ্য মারফত অন্যদের সাথে যোগাযোগ করা হয় তা নির্ধারণ করার অধিকার রয়েছে।"

চতুর্থত, অবশেষে, পণ্ডিতের এক চতুর্থ দল, কোনো একদিকে না গিয়ে সংমিশ্রিত দৃষ্টিভঙ্গি প্রেরণ করেছেন, এবং গোপনীয়তাকে দুটি বা তিনটি উপাদানে বিভক্ত করেছেন, যেমন তাত্ত্বিক রুথ গভিসণের "গোপনীয়তা ,নামহীনতা এবং একাকিত্ব"এবং "প্রতিক্রিয়া, বিশ্রাম ও ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত" বর্ণনা করেছেন ক্যালিফোর্নিয়ার আইনের তাত্ত্বিকরা। মন্তব্যকারীগণ গোপনীয়তার উপর হতাশ হয়ে পড়েছেন এবং একটি গ্রহণযোগ্য সংজ্ঞাতে সম্মত হতে ব্যর্থ হয়েছেন কারণ তারা সাধারণত দার্শনিক বা নৈতিক ধারণা হিসেবে গোপনীয়তার দিকে মনোযোগ দেন- কিন্তু গোপনীয়তাকে আইনি তথ্য হিসেবে স্বীকৃতি দেন না।(3)

লুই ব্র্যান্ডেজ এবং স্যামুয়েল ওয়ারেন, তাঁদের "দ্য রাইট টু প্রাইভেসি" নামক প্রবন্ধে,আধুনিক যুগে পরিসরের সুরক্ষাকে ব্যক্তির স্বাধীনতার ভিত হিসেবে সংজ্ঞায়িত করেছেন। আমেরিকার আইনের ইতিহাসে সবচেয়ে প্রভাবশালী প্রবন্ধ গুলির একজন সহ লেখক হওয়ার সাথে সাথে, ব্র্যান্ডেস গোপনীয়তা রক্ষার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিলেন, এভাবে 1916 থেকে 1939 পর্যন্ত সুপ্রিম কোর্টের একজন সদস্য হিসেবে তাঁর কার্যকালের মেয়াদে গোপনীয়তা রক্ষার অধিকার এর সমর্থক ছিলেন। ওলমস্টেড বনাম মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মামলায় ব্র্যান্ডেস একা থাকার অধিকার কে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অর্থাৎ সর্বাত্মক অধিকার হিসেবে গণ্য করেন, যা সভ্য নাগরিক দ্বারা সবচেয়ে মূল্যবান অধিকার হিসেবে গণ্য হয় ।ব্র্যান্ডেস হলেন প্রথম বিচারক যিনি চতুর্থ সংশোধনীতে গোপনীয়তার সাংবিধানিক অধিকার ব্যাখ্যা করেছেন এবং তিনি প্রথম বিচারক ছিলেন যিনি নাগরিকদের ওপর প্রযুক্তির আঘাত আসার সম্ভাবনা ব্যক্ত করেছিলেন এবং তিনি বলেছেন প্রযুক্তিগত প্রতিক্রিয়ার পরিবর্তনের জন্য আইনের বিকাশ করা দরকার।

গোপনীয়তার ভিত্তি ও প্রকৃতি

প্রতিটি ব্যক্তির নিজের বা তার জীবনের একটি ব্যক্তিগত অঞ্চল বা অভ্যন্তরীণ জায়গার প্রয়োজন হয় কারণ ওই ব্যক্তির অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রের মধ্যে বাইরের কোনো হস্তক্ষেপ সে চায় না। একটি নির্দিষ্ট অভ্যন্তরীণ অঞ্চল সভ্য সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তির কাছে একটি অপরিহার্য উপাদান। অতএব, প্রত্যেকটি সভ্য সমাজ একটি অভ্যন্তরীণ অঞ্চল দ্বারা প্রত্যেক নাগরিকের জন্য চিহ্নিত করা হয় ।কারণ মানব জীবনের কিছু দিক রয়েছে, যেখানে প্রত্যেকের গোপনীয়তার প্রয়োজন,যেমন, যৌন সম্পর্ক, শিশুর জন্ম , মাতৃত্ব, ধ্যান ,আধ্যাত্মিক ও বৌদ্ধিক বিকাশ ,মনস্তাত্ত্বিক ও সাহিত্যকর্ম ইত্যাদি। মানুষ কখনই তার ব্যক্তিগত এলাকায় বাইরের হস্তক্ষেপ চায় না। যদি জীবনের এই এলাকাগুলিতে ব্যক্তির গোপনীয়তা প্রদান করা না যায়, তাহলে নাগরিকের মৌলিক অধিকার ধ্বংস হবে। সভ্যতার বৃদ্ধি এবং সম্প্রসারণ এর সঙ্গে, ব্যক্তি জীবনের কিছু গোপন ক্ষেত্রে কিছু পরিমাণ গোপনীয়তা সাধারণ অংশ হয়ে গেছে। যদি উল্লেখিত ক্ষেত্রগুলিতে ন্যূনতম গোপনীয়তা বজায় না থাকে তাহলে সভ্যতার মূল স্বার্থ ধ্বংস হয়ে যাবে এবং একটি বর্বরতায় পরিণত হবে ।অতএব,

সভ্যতা এবং বর্বরতার মধ্যে পার্থক্য চিহ্নিত হয় গোপনীয়তার উপাদানের উপর ।সুতরাং সভ্যতার অস্তিত্বের জন্য গোপনীয়তার অধিকার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

গোপনীয়তার অধিকার সমাজে আধুনিক প্রযুক্তির দ্বারা সৃষ্টি হয়নি বরং এটি পুরনো এবং পিছিয়ে পড়া সমাজ থেকেই তৈরি হয়েছে। প্রাচীন সমাজ এবং স্বল্প সভ্য সমাজে গোপনীয়তার অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া গেছে কিন্তু আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তির অগ্রগতির সঙ্গে, গোপনীয়তার ওপর threat বেড়েছে। প্রকৃত অর্থে, প্রত্যেকটি সমাজের প্রত্যেকটি মানুষই জীবনের নির্দিষ্ট গোপন এলাকা সর্বদা ব্যক্তিগত রাখতে চায়। শুধু তাই নয়, সভ্য হোক বা স্বল্প সভ্য, আধুনিক হোক বা পুরনো, আদিম হোক বা প্রাচীন প্রত্যেকটি সমাজে গোপনীয়তার অর্থ প্রত্যেকটি ব্যক্তিগত এলাকার ক্ষেত্রে সমান হওয়া উচিত এবং কোন ভাবেই জীবনের ব্যক্তিগত এলাকায় কোনো পরিবর্তন হওয়া উচিত নয় সময় বা স্থানের ওপর নির্ভর করে বা সামাজিক পরিবর্তনের ঘটনাগুলির সাথে। অতএব, আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তির সাহায্য নিয়ে সামাজিক পরিবর্তন জীবনের ব্যক্তিগত অঞ্চলগুলি কেড়ে নিতে পারে না। কিছু বিষয় সর্বদা ব্যক্তিগত থাকা উচিত , তা না হলে সামাজিক কাঠামো ভেঙে পড়বে। একটি প্রাচীন সমাজে জনসাধারণের সামনে সন্তানের জন্ম দেওয়ার সঙ্গে একটি আধুনিক প্রযুক্তিগত সমাজে উন্নত ক্যামেরার লেন্সের মাধ্যমে শিশু জন্ম প্রদান দেখা, দুটো ক্ষেত্রেই গোপনীয়তা লঙ্ঘন করার উদাহরণ, যেখানে মানব মর্যাদা ক্ষুন্ন হয়। অতএব, আগেকার দিনে যা গোপনীয়তার হস্তক্ষেপ বলে মনে করা হতো আজও মনে করা হচ্ছে।

গোপনীয়তার অধিকার সব সমাজ এবং সব সময়ের জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য। সময়, স্থান এবং সমাজের নির্বিশেষে এটির একটি তাৎপর্য আছে। গোপনীয়তার এই তাৎপর্য স্বাধীনতার ধারণাটির সাথে যুক্ত, যা গোপনীয়তার মৌলিক প্রকৃতি। গোপনীয়তা কোনো হস্তক্ষেপ এর থেকে ব্যক্তি স্বাধীনতা ছাড়া আর কিছু নয়।

স্বাধীনতা একটি নিয়ন্ত্রিত পরিবেশের মধ্যে থাকা উচিত। যেখানে তথ্য প্রকাশ এবং তথ্য আটকে রাখার মধ্যে ভারসাম্য থাকবে, নিজের থেকে অন্যদের ক্ষেত্রেও। গণতান্ত্রিক সমাজের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান এর জন্য এই ভারসাম্যের গুরুত্ব অপরিসীম ।

প্রকাশ্যে আনা এবং আটকে রাখা বা প্রতিরোধ করার ভারসাম্য ব্যক্তিগত এবং সামাজিক অধিকারের ভারসাম্যে পরিবর্তিত হয়। যদি এই ভারসাম্য বজায় রাখা যায় তাহলে সমাজের ভারসাম্যহীনতা এবং অরাজকতা হ্রাস হবে।

তাই সামাজিক ভারসাম্য তৈরি করে গোপনীয়তার প্রকৃতি ব্যক্তিগত স্বাধীনতা অর্জন করে। আর তাই পৃথক এই শান্তিপূর্ণ সমাজে সবাই বাস করতে পারে। এটি গোপনীয়তার প্রকৃতির লক্ষ্য।

ব্যক্তির এবং সমাজের অধিকারের মধ্যে ভারসাম্য রাখাই হলো গোপনীয়তায় প্রকৃতি, যা সময়, স্থান, সামাজিক পরিবর্তন সব কিছুর ক্ষেত্রে সব সময় একই থাকবে। এই বিশেষ গোপনীয়তার প্রকৃতি সামাজিক পরিবর্তনের সাথে সাথে পাল্টাবে না। সুতরাং গোপনীয়তার প্রকৃতি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, যেটি ধীরে ধীরে গোপনীয়তার ভিত্তিকে আরও সুদৃঢ় করে। প্রকৃতি এবং গোপনীয়তার ভিত্তি উভয়ই ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত এবং একে অপরের পরিপূরক।

গোপনীয়তায় প্রকৃতি অসম্পূর্ণ থাকে যদি না গোপনীয়তার ভিত্তি নিয়ে আলোচনা করা হয়। গোপনীয়তার ভিত্তি "Inviolated Personality" ধারণাটির মধ্যে চূড়ান্ত পরিণতি পেয়েছে। অনেক আগে, দুই বিখ্যাত বিচারপতি Warren-Brandeis মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গোপনীয়তার ভিত্তিকে "Inviolated Personality " হিসেবে চিহ্নিত করেছেন ।এর পরে ,এই ধারণা পশ্চিমী দেশগুলি গ্রহণ করে এবং এখন এই মুহূর্তে সর্বজনীনভাবে গৃহীত হয়েছে।

নিজের ব্যক্তিগত জীবন ,শারীরিক বা আবেগের মধ্যে হস্তক্ষেপ এর ক্ষেত্রে যে কোন ধরনের ভুল হতে পারে। আসলে কি লঙ্ঘিত হচ্ছে? গোপনীয়তার অধিকার নাকি কোন ব্যক্তির মানব মর্যাদা? তা মানুষের "Inviolated personality" বলে অভিহিত করা হয়।
প্রত্যেক ব্যক্তির একটি গোপনীয়তার ক্ষেত্র থাকা উচিত যেখানে তার আধ্যাত্মিক বা মানসিক স্বাধীনতা থাকবে,শারীরিক স্বাধীনতা তো থাকবেই। গোপনীয়তার প্রকৃতি যা স্বাধীনতার ধারণা হিসাবে প্রতিটি ব্যক্তির কাছে চূড়ান্ত পরিণতি পাবে।

স্বাধীনতা প্রত্যেক ব্যক্তির কাছে সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ এবং এটি কোনোভাবেই কারো দ্বারা দূরে রাখা যাবে না। আর এটাই গোপনীয়তার ভিত্তিতে উপলব্ধ করা হয়। যদিও রাষ্ট্র দ্বারা জনস্বার্থের জন্য যুক্তিসঙ্গত নীতি বা বিধিবদ্ধ আইনি ব্যবস্থার মাধ্যমে এটি সীমিত করতে পারে ।যদি স্বাধীনতা অযৌক্তিকভাবে হ্রাস হয় তাহলে মানুষের চূড়ান্ত ব্যক্তিত্ব লংঘিত হয়।
আর এটাই হল গোপনীয়তার ভিত্তি। এক্ষেত্রে, ভয় শুধু "Inviolated Personality" হারিয়ে ফেলা নয় তার সাথে সাথে স্বায়ত্ত খর্ব হওয়া, যেটি আরো গুরুতর। স্বাধীনতা এবং স্বায়ত্ত একে অপরের সমার্থক। তাই যদি একটির ক্ষেত্রে হ্রাস হয় তাহলে অন্যটির ক্ষেত্রেও হ্রাস হবে । ডগলাস জে স্পষ্টভাবে প্রকাশ করেন–

“That a time may come when no one can be sure whether his words are being recorded for use at some future time. When everyone will be in fear that his most sacred thoughts are no longer his own but belong to the Government, when the most confidential conversations are open to eager, prying ears; when that time comes privacy and with it liberty is gone. If a man’s privacy is invaded at will, who can say that he is free? If his every word is taken down and evaluated or if he is afraid of every word he says, who can say he enjoys freedom of speech? If every association of man is known and recorded; if his conversation with his associates are purloined, who can say that he enjoys the freedom of association.” (4)

অর্থাৎ ব্যক্তির জন্য গোপনীয় অঞ্চল বা প্রাইভেট জোনের গুরুত্ব অনেক।যদি একজন ব্যক্তির প্রতিটি কার্যকলাপ নজরদারির অধীনে রাখা হয়, যদি একটি ব্যক্তির কাজগুলি প্রকাশ্যে চলে আসে তাহলে ব্যক্তিগত বলে আর কিছু থাকেনা ।এই ক্ষেত্রে ,ব্যক্তি স্বাধীনতা ধ্বংস হয় এবং সেইসাথে স্বায়ত্ব ধ্বংস হয়। তাই সভ্য সমাজের প্রাথমিক উপাদান স্বাধীনতা এবং স্বায়ত্ব একেবারে শেষে আসবে এবং স্বাধীনতার অনুপস্থিতিতে, সভ্য সমাজের আদর্শ ধ্বংস হবে। যদি গোপনীয়তা থাকে তাহলেই স্বাধীনতা বা স্বায়ত্ব থাকবে নয়তো নয়। এটাই গোপনীয়তার প্রাথমিক প্রকৃতি। কিন্তু সমাজের অগ্রগতি এবং তথ্য এবং যোগাযোগ প্রযুক্তির উন্নতির জন্য তথ্য এবং ইনফরমেশন চুরি হওয়ার মতো ঘটনা প্রত্যেকদিন হচ্ছে । আজকের দিনে ইলেক্ট্রনিক নজরদারির মধ্যেও সব সময় মানুষকে রাখা সম্ভব।তাই গোপনীয়তা এবং স্বাধীনতা লঙ্ঘনের মত ক্ষতির সম্ভাবনা গুলি দিনের পর দিন বেড়ে চলেছে।

আধুনিক সমাজে বিভিন্ন নতুন বিপদের সামনা সামনি পড়েছে গোপনীয়তা। সমাজের পরিবর্তনের জন্য নতুন টর্টসগুলি তৈরি হতে পারে এবং গোপনীয়তার ক্ষেত্রে নতুন নতুন বিপদের মুখে পড়তে পারে।

আজকের দিনে বিভিন্ন ধরনের ঘটনা গোপনীয়তা লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে পাওয়া গেছে।
যেমন শারীরিক ক্ষেত্রে গোপনীয়তা লঙ্ঘন ,নৈতিক গোপনীয়তা লঙ্ঘন ,সামাজিক গোপনীয়তা লঙ্ঘন, বুদ্ধিজীবী গোপনীয়তা লঙ্ঘন ,কর্মক্ষেত্র গোপনীয়তা, তথ্যের গোপনীয়তা, সাইবার স্পেস লঙ্ঘিত হচ্ছে।

এইসব ঘটনার ক্ষেত্রে, প্রতিকারী আইন ব্যবস্থা উপলব্ধ করা যেতে পারে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই সমস্ত ক্ষেত্রে একটি অধিকারই লংঘন করে যা হলো গোপনীয়তার অধিকার। বিভিন্ন ধরনের গোপনীয়তার অধিকার এর জন্য বিভিন্ন নতুন টর্ট তৈরি করার কোন প্রয়োজন নেই। যদি প্রতিকার গুলি একটি ছাতার মধ্যে আনা যায় তাহলেই যথেষ্ট।

লঙ্ঘনের প্রকৃতিগুলি সব ক্ষেত্রেই একই এবং যা হল মানুষের স্বাধীনতার লংঘন, যেটি গোপনীয়তার মৌলিক প্রকৃতি। এর সাথে এসব ঘটনায় ক্ষেত্রে প্রকৃত অর্থে যেটি লংঘিত হয় তা হল মানব মর্যাদা। মানব মর্যাদা সুরক্ষাই হল সভ্য সমাজের প্রকৃত চাহিদা।

গোপনীয়তার সুযোগ, সম্প্রসারণ এবং গুরুত্ব

ব্যক্তিগত পরিসরে ধারণা থেকে গোপনীয়তার অধিকার আরো বিকশিত হয়েছে ।এটা প্রত্যেক ব্যক্তির অধিকার যাতে সে তার ব্যক্তিগত পরিসরে একচেটিয়া অধিকার ভোগ করতে পারে। ব্যক্তিগত পরিসরের পরিমাণ প্রত্যেকের ভোগ করা উচিত বাইরের হস্তক্ষেপের সীমা টেনে। গোপনীয়তার অধিকার এর ক্ষেত্রে এই উপাদানগুলো সুযোগ ব্যবধান এবংব ব্যাপ্তি নির্ধারণ করবে। আবার অন্যদিকে গুরুত্ব বলতে সভ্য সমাজে গোপনীয়তার অধিকারকেই বোঝায়, সেটি

পাবলিক অধিকার হোক বা প্রাইভেট ।গোপনীয়তা এবং গোপনীয়তার অধিকার এর মধ্যে পার্থক্য কি, এগুলি প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন।

গোপনীয়তার লক্ষ্য এবং মাত্রা শুধুমাত্র একটি বিষয় যেমন শারীরিক অবস্থা তেই সীমাবদ্ধ করা উচিত নয়। আধ্যাত্মিক অবস্থার বিষয় হিসেবেও সামনে তুলে ধরতে হবে। যদি গোপনীয়তাকে শুধুমাত্র শারীরিক উপাদানের মধ্যে ভাবা হয় তাহলে গোপনীয়তা শুধুমাত্র শারীরের অঙ্গ এবং ব্যক্তি যেখানে নিরাপদ ঘর নির্মাণ করে সেখানেই সীমাবদ্ধ থাকতো।

এই অর্থে গোপনীয়তার ধারণা অসম্পূর্ণ হয়ে যাবে সুতরাং আধ্যাত্বিক দিকও গোপনীয়তার শব্দটির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে এবং বিভিন্ন বিচারকগণ একে মানসিক বা আধ্যাত্মিক অবস্থার বিষয় হিসেবে সংজ্ঞায়িত করবে। এইদিকগুলি একত্রীকরণ, ঘনিষ্ঠতা, নামহীনতা এবং Resarve (Alan F Westin এর গোপনীয়তা) বিশ্রাম ,শান্তি এবং আশ্রয়স্থল (Sostwick এর গোপনীয়তা) inviolated personality (warren-Brandeis এর গোপনীয়তা) গোপনীয়তার টর্ট (William posser এর গোপনীয়তা ইত্যাদি। গোপনীয়তার এইসব সংজ্ঞাগুলোই স্ব-পর্যাপ্ত হিসেবে বিবেচিত হয় লক্ষ্য এবং ব্যাপ্তি ব্যাখ্যা করার সময় ।

গোপনে বিভিন্ন পর্যবেক্ষণ রয়েছে যা নির্ভর করে গোপনীয়তা ধারণার চিন্তা প্রক্রিয়ার ওপর। এইসব পর্যবেক্ষণগুলো গোপনীয়তার লক্ষ্য এবং ব্যপ্তির আলোচনায় খুবই গুরুত্বপূর্ণ। একটি পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী, সম্পত্তির পরিমাণ বাড়লে গোপনীয়তা রক্ষার আকাঙ্ক্ষা ও বাড়ে।

[ ] ভারতীয় প্রেক্ষাপটে গোপনীয়তা

ভারতীয় প্রেক্ষাপটে, হিন্দু আইন ভারতীয় সমাজে শাসন করতো, যতক্ষণ না ইউরোপীয় উপনিবেশীকরন আমাদের আইনি ব্যবস্থায় 'গোপনীয়তা' শব্দটি নিয়ে আসে ।এটি ঔপনিবেশিক ও স্বাধীনতা পরবর্তী হিন্দু আইনের পার্থক্য সূচিত করে ,যেখানে গোপনীয়তার প্রত্যাশাকে নানাভাবে দেখা হয়। এটি বাড়ির এবং পরিবারের পবিত্রতার স্বীকৃতি দেয় এবং পরিবারের যারা এই নিয়ম লংঘন করে তাদের নির্ধারিত জরিমানা

শনাক্ত করে এবং সম্প্রদায়কে স্বায়ত্ব দেয়। তাই ইসলামী আইনটিও ইসলামী আইন শাস্ত্রের সকল 'fiqh'- কে কার্যকরী আইন হিসাবে গোপনীয়তার স্বীকৃতি দেয়। (5)

স্বাধীনতার পূর্বে,ভারতের স্বরাজ বিল 1895 সালে, স্বাধীনতার অধিকার ,গোপনীয়তা এবং সমতা অধিকার ,ভোটাধিকার অধিকার এবং নির্দিষ্ট অপরাধের জন্য শুধুমাত্র শাস্তি সম্পর্কে কথা বলেছিল। সংবিধান প্রণয়নের নির্মাতারা সংবিধানে বিলের অধিকার অন্তর্ভুক্ত করার আমেরিকার নীতিমালা Bill Of Rights বাছাই করে সংবিধানের তৃতীয় অংশে মৌলিক অধিকারের সাথে সম্পর্কিত বেশ কয়েকটি মানবাধিকার ও নাগরিক অধিকার অন্তর্ভুক্ত করে।

ভারতে গোপনীয়তার অধিকার একটি নির্দিষ্ট মৌলিক অধিকার এবং বর্তমানে তা সাংবিধানিক স্বীকৃতি অর্জন করেছে। ভারতের গোপনীয়তার অধিকার টি মূলত দুটি উৎস থেকে উত্থাপিত হয়েছে- টর্টস এর সাধারন আইন এবং সাংবিধানিক আইন সাধারণ আইনে গোপনীয়তার বেআইনি আক্রমণে ক্ষতির জন্য একটি ব্যক্তিগত মামলা করা সম্ভব। পত্রিকা এবং প্রকাশক এক্ষেত্রে দায়ী থাকবেন যদি তারা ব্যক্তির ব্যক্তিগত জীবনের কোন ব্যক্তির মতামত না নিয়েই প্রকাশ করেন। এই নিয়মটিতে দুটি ব্যতিক্রম রয়েছে।

প্রথমত, পাবলিক রেকর্ড যেটি ছাপা হচ্ছে সেটি প্রকাশ হয়ে গেলে গোপনীয়তা রক্ষার অধিকার এর অস্তিত্ব টিকে থাকে না।

দ্বিতীয়ত, যখন কোনো পাবলিকেশন একটি সরকারী চাকুরের ব্যাপারে হয় এবং তার কাজকর্মের ব্যাপারে হয় , তখন তার বিরুদ্ধে মামলা আনা যায়না যতক্ষণ না সেটি মিথ্যে অথবা ক্ষতিকারক প্রমাণিত হচ্ছে।
ভারতের সংবিধানের 21 নম্বর ধারায় নাগরিক এবং অনাগরিকদের গোপনীয়তার অধিকার প্রদান করে। বিচার বিভাগীয় ব্যাখ্যা অনুসারে সুপ্রিম কোর্ট ও এটিকে প্রকাশ করেছে। (6)

আধুনিক প্রেক্ষাপটে গোপনীয়তা বৃদ্ধি ঘটেছে গোপনীয়তার সুরক্ষার ধারণার মাধ্যমে। এক্ষেত্রে, গোপনীয়তার বিভিন্ন দিক আলোচনা করা যেতে পারে-

1. শারীরিক গোপনীয়তা-

শরীর সম্পর্কিত বিষয়ে গোপনীয়তাকে সবচেয়ে ভালো বোঝা যায়। প্রতিটি ব্যক্তির তাদের শরীরের বিশেষ করে ঘনিষ্ঠ এলাকার সম্পর্কিত বিষয় গোপনীয়তার অধিকার আছে। আইন যেখানে সামাজিক নীতি গুলি দাবি করে সেখানে মানুষের কার্যকলাপের কিছু অংশকে গোপনীয়তার প্রত্যাশা দিয়ে ঢেকে দিয়েছে । শারীরিক গোপনীয়তার সম্পর্কিত সাধারণ আইন,যা গোপনীয়তার উল্লেখ ছাড়াই এই কাজটি করে, যেমন মিথ্যে প্রতিশ্রুতি এবং ধর্ষণের অপরাধ, যা বিশেষ অপরাধ আইনের দ্বারা গোপনীয়তার প্রত্যাশায় প্রমাণিত। ইন্ডিয়ান পেনাল কোড বা ভারতীয় দন্ডবিধি আইন 1860, 354 /509 নম্বর ধারায় নারীর লজ্জার অসম্মান সংক্রান্ত অপরাধ এবং IPC 354(C)ও (D)এর ধারায় লুকিয়ে দেখা ও ধাওয়া করার নতুন অপরাধ চিহ্নিত করেছে। (7)

2. প্রাদেশিক গোপনীয়তা –

এই গোপনীয়তা সম্পত্তির সম্মানের ব্যাপকভাবে দাবি রাখে প্রাদেশিক গোপনীয়তার ধারণা শাস্ত্রীয় উদারনীতিবাদ থেকে এসেছে এবং একটি সনাতনী ভাবে ঘর এবং পারিবারিক জীবন সুরক্ষিত রাখে। castle এর মতবাদ,যা edward coke দ্বারা প্রচলিত করা হয়েছিল। যাতে বলা হয় একজন ইংরেজের ঘরই তার দুর্গ। (8) যা সাধারণ আইন কে বাড়ির অলঙ্ঘনীয়তার স্বীকৃতি এবং তার বাসিন্দাদের গোপনীয়তা হিসেবে দেখায়। প্রাদেশিক গোপনীয়তা ব্যক্তির সম্পত্তি দ্বারা গৃহীত হয়, যা অপেক্ষাকৃত ভারতে বিস্তৃতি অনধিকার প্রবেশ থেকে সুরক্ষিত। এই অপরাধমূলক অনধিকার প্রবেশ গৃহে অনধিকার প্রবেশ করে লুকিয়ে থাকার অপরাধ,যা IPC এর (441 - 443) নম্বর ধারা এবং ঘর ভেঙে ঢোকা IPC (445) নম্বর ধারার অন্তর্ভুক্ত।

3. যোগাযোগভিত্তিক গোপনীয়তা-

বিশ্বব্যাপী জীবনধারা এবং সংস্কৃতির ওপর যোগাযোগ হল প্রযুক্তি বৃদ্ধির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব গুলির মধ্যে একটি। এটি খুব স্পষ্ট যে যোগাযোগের গোপনীয়তা গুলি টেলি যোগাযোগের বাইরে গিয়েও অনলাইন যোগাযোগের ক্ষেত্রে বিস্তৃত হয়েছে। সাম্প্রতিক কালে যোগাযোগ প্রযুক্তির উপায় গুলি কাজে লাগিয়ে নাগরিকদের যোগাযোগ বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে । অতএব যোগাযোগের ক্ষেত্রে গোপনীয়তা সুরক্ষার জন্য একটি গোপনীয়তার পরিকাঠামো অত্যন্ত জরুরী। নজরদারি সীমা নিয়ে বর্তমান বিশ্বব্যাপী বিতর্ক যোগাযোগের

গোপনীয়তা সাথে সম্পর্কযুক্ত, যা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কিছু প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রে সম্পত্তির সুরক্ষা থেকে প্রভাবিত হয়। সব যোগাযোগ ব্যবস্থাই সুরক্ষিত নয়, যদিও পুরনো ইংরেজি অপরাধ(ওল্ড ইংলিশ অফেন্স)একটি সাধারণ অবস্থায়,যেখানে লুকিয়ে ব্যক্তিগত কথোপকথন শোনা অপরাধ হিসেবে গণ্য করে। বর্তমান ভারতীয় আইন কেবল টেলিফোনিক ইলেকট্রনিক ও ডাক যোগাযোগ থেকে রক্ষা করে অননুমোদিত হস্তক্ষেপ থেকে। ব্যক্তির অবস্থানের গোপনীয়তার ইস্যুতে আইপিসি 1860 সংশোধন করা হয়েছিল যাতে 354 (D)আর্টিকেল যেটি পিছু করার নতুন অপরাধ অন্তর্ভুক্ত করে। কিন্তু স্থানীয় গোপনীয়তা লঙ্ঘন করা হয় বিভিন্ন ভাবে যেমন, টেলিফোন ও ইন্টারনেট সার্ভিস প্রদানকারীর পাশাপাশি পুলিশি তদন্তের কৌশলগুলি হিসেবে সেল টাওয়ার এবং হ্যান্ডসেট ভিত্তিক জিপিএস এর মাধ্যমে।(9) আইনি কাঠামোর মধ্যে প্রযুক্তিবিদ্যার উন্নয়নের সাথে সাথে যোগাযোগের গোপনীয়তা এবং বেসরকারি ক্রিয়া-কলাপ এর দ্বারা বিপন্ন হচ্ছে। যোগাযোগ নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার লক্ষ্যে পদ্ধতিগত সুরক্ষার পাশাপাশি বিশ্বাসযোগ্য যোগাযোগের সুরক্ষা প্রতিষ্ঠা করা দরকার।

4. তথ্যের গোপনীয়তা - তথ্য সুরক্ষা হলো গোপনীয়তা নিয়ন্ত্রণ করার জন্য আইনের একটি ক্রমবর্ধমান ক্ষেত্র। তথ্য একটি দৈনন্দিন জীবনের গুরুত্বপূর্ণ অংশ। সর্বাধিক লেনদেন গুলি এই তথ্যগুলিকে বৃহৎ পরিমানে ব্যবহার করে যেগুলির ঠিকানা অর্থনৈতিক তথ্য এবং স্বাস্থ্যের উন্নতির ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় । কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিগত তথ্য কে শনাক্তকরণে সাহায্য করতে ইউরোপের তথ্য ধারণাটি সুরক্ষিত এবং তথ্যটি যেভাবে সংগৃহীত হয়, প্রক্রিয়াকৃত হয় এবং ব্যবহার বা প্রকাশ করা হয় তা অত্যন্ত নিয়ন্ত্রিত। বিপরীত দিকে ভারতীয় আইন বাণিজ্যিক তথ্য বা ব্যক্তিগত তথ্য গুলোর বিরুদ্ধে কম সুরক্ষা প্রদান করে। যদিও টেলিফোন বা ইমেইলে সরাসরি বিপণন দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে, ব্যক্তিগত তথ্য টি যেকোন উপায়ে মুদ্রায়িত হয়েছে বা অজান্তে ভাগ করা হয়েছে। বায়োমেট্রিক তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে গোপনীয়তার দাবি উত্থাপিত হয়েছিল যার কেন্দ্রবিন্দু ছিল Unique Identity Aadhaar Number. সরকার ধীরে ধীরে বৈদ্যুতিন শাসন মডেলের রূপান্তরিত হচ্ছে। কাজেই সমস্ত দেশের তথ্য সুরক্ষার ক্ষেত্র সুনিশ্চিত করতে গোপনীয়তার অধিকার সুনিশ্চিত করতে হবে। প্রযুক্তিগত পরিবর্তন এর প্রতিক্রিয়া হিসেবে আইনের কাঠামোর মধ্যে সংশোধন আনা জরুরি। লাঞ্ছনা ও অন্যান্য কার্যকলাপের বিরুদ্ধে প্রথাগত নিষেধাজ্ঞা পূর্ববর্তী যুগের মধ্যে যথেষ্ট সুরক্ষিত ছিল কিন্তু বর্তমানে এমন কোনো প্রতিষ্ঠিত নীতি নেই যা ফটোগ্রাফার, active press এবং আধুনিক যন্ত্রপাতি থেকে কোন ব্যক্তির অধিকার কে সুনিশ্চিত করতে পারবে। আধুনিক ব্যবসায়ীরা

ব্যবসায়ীক অনুশীলন এবং অধিকার লঙ্ঘন কারীদের আবির্ভাবের ফলে ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের অধিকার বজায় রাখা খুবই জরুরী। কাজেই, জনগণের নির্দিষ্ট সীমানার মধ্যে আইনী প্রতিরক্ষা গুলি উন্নত করতে হবে। (10)

গ্রন্থপঞ্জি:-

1) Raymond Wacks, “PRIVACY, A VERY Short Introduction”30, Oxford University Press, U.K. 2010
2) Professor Ken Gormley, ‘ONE HUNDRED YEARS OF PRIVACY” “WISCONSIN LAW REVIEW,1992(1335) available at Cyber law, Harvard.edu/privacy/Gormley-100% 20 years% 20 of % 20 privacy. Htm, accessed on 22.3.2016
3) Professor Ken Gormley, ‘ONE HUNDRED YEARS OF PRIVACY” “WISCONSIN LAW REVIEW,1992(1335) available at Cyber law, Harvard.edu/privacy/Gormley-100% 20 years% 20 of % 20 privacy. Htm, accessed on 22.3.2016
4) Mass Media and the Law, 187 at p.195, quoted by S. K. Sharma, Id at pp.78-79.
5) Bhairav Achariya, “ Privacy law in india: A muddled field-I”available at http:/www.thehoot.org/story-popup/privacy-law-in-india-a-muddled-field-i-8722. Accessed on 21.3.2016
6) F. S. Nariman, “THE RIGHT TO BE LET ALONE”,1977, VOL.17, The Indian Advocate,p.79
7) Bhairav Achariya, “ Privacy law in india: A muddled field-I”available at http:/www.thehoot.org/story-popup/privacy-law-in-india-a-muddled-field-i-8722. Accessed on 21.3.2016
8) Bhairav Achariya, “THE FOUR PARTS OF PRIVACY IN INDIA”. Economic & political weekly, vol.1 no. 22 may30,2015,p.32
9) Bhairav Achariya, “THE FOUR PARTS OF PRIVACY IN INDIA”. Economic & political weekly, vol.1 no. 22 may30,2015,p.32

10) S. Warren and L. Brandeis ," THE RIGHT TO PRIVACY", 4 Harvard L. Rev. 193(1890)

তৃতীয় অধ্যায়

ভারতে গোপনীয়তা রক্ষার অধিকারঃ তথ্য ও প্রযুক্তির যুগ

এই অধ্যায়ের প্রথমাংশে তথ্যের গোপনীয়তার ধারনা ও সমসাময়িক তথ্য সুরক্ষার গুরুত্ব, সংরক্ষণ ও বিপদগুলি দেখানো হয়েছে। দ্বিতীয়াংশে, তথ্য সুরক্ষার জন্য জাতিসঙ্ঘের প্রস্তাবিত নির্দেশিকা বিশ্লেষণ ও গোপনীয়তা রক্ষার সমসাময়িক বিতর্কের তুলনামূলক আলোচনা। তৃতীয়াংশে, ভারতীয় দৃশ্যকল্পে গোপনীয়তার কেন্দ্রভূমিতে Biometric সক্ষম জাতীয় আধার কার্ড ও বিভিন্ন মামলার বিশ্লেষণ দেখানো হয়েছে।

- **<u>তথ্যের গোপনীয়তা</u>**

তথ্য মানে অমিশ্র ঘটনা, আর এই অর্থপূর্ণ ঘটনার রূপান্তরকে বলা হয় ইনফরমেশন। ইনফরমেশন এর একটি ক্ষুদ্রতম একক হল ডেটা বা তথ্য। ডেটা এবং ইনফরমেশন উভয়ই একই বিষয়ের ভিন্ন দৃষ্টিকোন। এই অমিশ্র ঘটনাকেই বলা হয় তথ্য,যা প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং প্রদান এর মাধ্যমে একটি অর্থপূর্ণ আউটপুট দেয়, যা ইনফরমেশন হিসাবে বিবেচিত হয়। এই অর্থে, তথ্য এবং ইনফরমেশন একে অপরের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কযুক্ত, যেখানে একটির অস্তিত্ব না থাকলে,আরেকটির অস্তিত্ব থাকতে পারে না। যদি তথ্য ইনপুট হয় তবে ইনফরমেশন হল আউটপুট, ইনপুট ছাড়া আউটপুটের প্রক্রিয়াজাত ঘটনার ক্ষেত্রে কোন প্রশ্নই উঠবে না।

ডেটা এবং ইনফরমেশনের শিল্প (information industry) হল প্রাচীন।কিন্তু এই শিল্পে যুগান্তকারী পরিবর্তন এনেছে কম্পিউটার। কম্পিউটারের সৃষ্টি হয়েছে মানুষের মস্তিষ্ক দ্বারাই কিন্তু কম্পিউটারে হাজার হাজার এবং তারও বেশি তথ্য ধরে রাখার ক্ষমতা মানুষের মস্তিষ্কের চেয়েও অনেক বেশি। এই কারণে, ধীরে ধীরে প্রতিটি শিল্প পদ্ধতি ,ম্যানুয়াল পদ্ধতির পরিবর্তে, স্বয়ংক্রিয় তথ্য প্রক্রিয়াকরণের পদ্ধতি প্রতিস্থাপন করেছে।

তবে শুধুমাত্র শিল্প ক্ষেত্রে নয় কম্পিউটার ভিত্তিক তথ্য প্রক্রিয়করণ বৃদ্ধি পেয়েছে স্বাস্থ্য, সামাজিক কার্য, শিক্ষা এবং অন্যান্য সব সেক্টরে। আসলে কম্পিউটারের সুবিধা আসার পর থেকে শুধুমাত্র মানুষের ব্যক্তিগত জীবনই না,সমাজের প্রতিটা অংশই সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে। কিন্তু কোন প্রযুক্তিগত অগ্রগতির কিছু ভালো প্রভাবের সাথে সাথে মন্দ দিকও আছে এবং কম্পিউটারের প্রযুক্তিও তার ব্যতিক্রম নয়। একটি কম্পিউটারে বিপুল পরিমাণে সংরক্ষিত তথ্য শুধুমাত্র মাউস এর একটি ক্লিকে হারানোর ভয় থাকে কিন্তু কম্পিউটার এর সমস্ত ডেটা ফাইলের অপব্যবহারের পরিণতি যখন তাদের গোপনীয়তা রক্ষা করতে পারেনা তখন তা আরও গুরুতর রূপ নেয়।

গ্রাহকের সমস্ত ব্যক্তিগত ফাইলে ব্যক্তিগত তথ্য যেমন গোপনীয় ঘটনাগুলি প্রকাশ করা থাকে তাই ক্লায়েন্টের বা গ্রাহকের এই সমস্ত ব্যক্তিগত ফাইলে গোপনীয় ঘটনাগুলি সম্পর্কিত বিশাল ব্যক্তিগত তথ্য রয়েছে। অতএব, এই তথ্যের গোপনীয়তা সংরক্ষণ বা রক্ষণাবেক্ষণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যদি কোন তথ্য বা ইনফরমেশন কোন ভুল ব্যক্তি বা ভুল গোষ্ঠীর হাতে পড়ে তখন এর পরিণতি তথ্য চুরির সমান , যা অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হয়।

তবে এই তথ্য চুরির পরিণতি শুধুমাত্র অপরাধেই সীমাবদ্ধ থাকে না, এটি মানবাধিকারের গোপনীয়তা গুরুতরভাবে লঙ্ঘন করে । এই যুগে কম্পিউটারাইজড ব্যক্তিগত তথ্য সংরক্ষণ একটি নতুন গোপনীয়তা অধিকার,যাকে বলে তথ্য বা তথ্য গোপনীয়তার অধিকার। তথ্য ও ইনফরমেশন বর্তমান বিশ্বের গোপনীয়তার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। আজকের দিনে,তথ্য এবং ইনফরমেশন এর গোপনীয়তা সুরক্ষা ব্যতীত কোন একটি ব্যক্তির গোপনীয়তা সুরক্ষা সম্পূর্ণ হয় না, কারণ একটি ব্যক্তি অসম্পূর্ণ থাকে যদি না সে নিজের সম্পর্কে বিপুল পরিমাণ তথ্য সর্বত্র সংরক্ষণ না করে। আর এই অসম্পূর্ণতার মূল কারণ হল ,কোন ব্যক্তি তথ্য চুরির সম্ভাব্যতা বা পরিণতি থেকে বিরত থাকতে পারে না কারণ তাদের সমস্ত গোপনীয় এবং ব্যক্তিগত তথ্য এর সাথেই সম্পর্কযুক্ত। অতএব, তথ্য সুরক্ষা এবং তথ্য গোপনীয়তার প্রয়োজন সময়ের নিরিখে অত্যন্ত জরুরী।

ব্যক্তিগত গোপনীয়তা তথ্য দুই ধরনের হতে পারে, সরকারি রেকর্ড এবং ব্যক্তিগত রেকর্ড। উপরে উল্লিখিত রেকর্ডগুলি সবই ব্যক্তিগত রেকর্ড। এমনকি রেকর্ডগুলির তথ্য গোপনীয়তা লঙ্ঘন অপেক্ষকৃত

পরিণতির দিক থেকে কম গুরুতর , কিন্তু সরকারি রেকর্ডে তথ্য লঙ্ঘন ঝুঁকিপূর্ণ। যেমন -রাষ্ট্রের নিরাপত্তা ব্যবস্থা সম্পর্কিত তথ্য। এটি হলো অতি গুরুত্বপূর্ণ রেকর্ড এবং এই সরকারি রেকর্ডগুলির তথ্য গোপনীয়তা লঙ্ঘন অনেকাংশেই ব্যক্তিগত রেকর্ডের চেয়ে বেশি গুরুতর এবং সাংঘাতিক।

যদি কোন ভাবে নিরাপত্তা রেকর্ড গুলি (Security Records)শত্রু রাষ্ট্রের হাতে পৌঁছে যায় তাহলে সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ(Internal) এবং বহিরাগত (External) নিরাপত্তা গুরুতরভাবে হুমকির সম্মুখীন হবে। অতএব, তথ্য গোপনীয়তা লঙ্ঘন একটি বিপদজনক পরিণতি আনতে পারে, এই সমস্যাটির গুরুত্ব বিবেচনা করে আইনের দ্বারা এই তথ্য গোপনীয়তা লঙ্ঘন প্রতিরোধ করতে হবে।

[ ] সমসাময়িক সমাজের তথ্য সুরক্ষার গুরুত্ব:-

সমকালীন সমাজে তথ্য সুরক্ষা সবার জন্যই গভীর উদ্বেগ তৈরি করেছে। সেই সঙ্গে ব্যবসায়িক বিষয়গুলির একটি বিস্তৃত প্রণালী এটার সাথে সম্পর্কযুক্ত।সুতরাং বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তথ্য সুরক্ষার নিম্নলিখিত উদ্দেশ্য সংরক্ষণ করা প্রয়োজন -

1) ব্যাকআপ এবং পুনরুদ্ধার

2) ডিজাস্টার রিকভারি (Disaster Recovery)

3) ব্যবসায় ধারাবাহিকতা

4) উচ্চ প্রাপ্যতা

5) সম্মতি

6) সরকার

7) তথ্য গোপনীয়তা

8) তথ্য নিরাপত্তা

9) eDiscovery (1)

যদিও উপরে বর্ণিত তালিকাটি সম্পূর্ণ নয় তবে তথ্য সুরক্ষার উদ্দেশ্যের ক্ষেত্রে অন্তর্ভুক্ত।

তথ্য সুরক্ষার অন্যান্য উদ্দেশ্য থাকতে পারে কিন্তু সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, তথ্য গোপনীয়তা গুলির মধ্যে একটি হলো, তথ্য সুরক্ষা। এবং তথ্য সুরক্ষার মাধ্যমে তথ্য গোপনীয়তা রক্ষা করা উচিত।

তবে মনে রাখা উচিত যে তথ্য সুরক্ষার দৃষ্টিকোণ সঠিক হওয়া দরকার অন্যথায় নিম্নলিখিত সমস্যাগুলো দেখা দিতে পারে-

- ***পর্যাপ্ত পরিমাণে তথ্য সুরক্ষিত করতে ব্যর্থ হলে নানান ক্ষতি হতে পারে যেমন ক্রেতাদের অর্ডার হারিয়ে যাওয়ার ফলে আয় কমে যাওয়া।***
- ***পরিবর্তনের ক্ষেত্রে ভুল সিদ্ধান্ত নেওয়া যেমন যে ক্ষেত্রগুলিতে সুরক্ষার জন্য অত্যধিক খরচ প্রয়োজন নয়, সেখানে খরচ করা আবার বৃহত্তর প্রয়োজনের ক্ষেত্রে এলাকায় খুব সামান্য সুরক্ষা প্রদান করা।***
- ***তথ্য সংরক্ষণের জন্য নির্দিষ্ট প্রশাসনিক সংস্কারের ওপর আরো বেশি চাপ সৃষ্টি করা যার ফলে দরকার এর থেকে আরও খারাপ ফল মিলছে। (2)***

[ ] তথ্যের গোপনীয়তা সংরক্ষণ এই মুহূর্তে ভীষণভাবে জরুরি : তার কারণ-

বর্তমানে সমাজকে বলা হয় তথ্য প্রযুক্তির যুগ, কারণ প্রযুক্তির ক্ষেত্রে একটা বিশাল বিপ্লব ঘটেছে, যেখানে এক হাতে প্রযুক্তি, আর অন্য হাতে তথ্য।

প্রকৃতপক্ষে, গঠন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তির সাহায্যে বিপ্লব এনেছে আর এই উন্নত প্রযুক্তির প্রধান উদ্দেশ্য তথ্য প্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে তথ্য সংরক্ষণ এবং প্রক্রিয়াকরণের পাশাপাশি তথ্য উৎপন্ন করা।

তথ্যের গোপনীয়তার বিভিন্ন মাত্রা আছে। আজকের বিশ্বে তাই তথ্য গোপনীয়তা একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক, সেগুলি নীচে আলোচনা করা হলো –

- ***আজকে তথ্যের যুগে গোপনীয়তা গণতন্ত্রের স্বাধীনতা এবং সুরক্ষার ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ।***
- ***তথ্য সুরক্ষার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো সরকারি এবং বাণিজ্যিক সংস্থাগুলির ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত নেওয়ার ওপর নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা পোষণ করা।***
- ***গোপনীয়তার ক্ষেত্রে আরেকটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো সেইসব নিয়মাবলী যা ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত নেওয়াকে নিয়ন্ত্রন করে, বাণিজ্যিক এবং সরকারি সংস্থাগুলিকে ব্যক্তিগত তথ্য পাইয়ে দেবার স্বার্থে।***
- ***তথ্যের গোপনীয়তা এই মুহূর্তে সামগ্রিকভাবে একটি চিন্তার জায়গা, নানান দেশের এই বিষয়ক আইন খবরে উঠে আসছে এবং মামলার সম্মুখীন হচ্ছে।***

- ***তথ্য গোপনীয়তার সম্পর্কিত অনেক নতুন আইন এবং বৈধ ব্যবস্থার বিকাশ ঘটেছে।আইনের ক্ষেত্রে এই এলাকাটি আরো প্রসারিত হয়েছে কারণ গোপনীয়তাকে প্রাধান্য দিয়ে মামলা বৃদ্ধি, প্রবিধান, বিধি নিয়ম এবং জনগণের উদ্বেগ বিভিন্ন নতুন বিষয় তৈরি হয়েছে ব্যবসার ক্ষেত্রে।***
- ***তথ্য গোপনীয়তা আইন একটি আকর্ষণীয় বিষয় কারণ এর বিষয়গুলি বিতর্কিত, জটিল, প্রাসঙ্গিক এবং বর্তমানের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। তাছাড়া আইনের কিছু এলাকা আছে যেগুলো নতুন বিশ্বের প্রযুক্তিগত নতুনত্বের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কযুক্ত।***
- ***সবশেষে, তথ্যের গোপনীয়তা সংক্রান্ত উদ্বেগ 9/11 ঘটনার পরবর্তী সুরক্ষা বিষয়ক আলোচনায় প্রাধান্য পাচ্ছে। (3)***

অতএব, তথ্য গোপনীয়তা কিন্তু একমাত্র সমস্যা নয় ,এর অনেক মাত্রা আছে। যার ফলে বহুবিধ সমস্যার একটি ছাতা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

সমসাময়িক সামাজিক দৃশ্যে, এটাই প্রধান উদ্বেগ কারন তথ্য প্রক্রিয়াকরণ এবং তথ্য উৎপাদন ছাড়া আমাদের প্রযুক্তি ভিত্তিক আধুনিক সমাজ একেবারেই নিশ্চল। তাই তথ্যের গোপনীয়তা সংরক্ষণ এই মুহূর্তে ভীষণভাবে জরুরী।

[ ] ডেটা এবং ইনফরমেশন গোপনীয়তার ক্ষেত্রে উন্নত বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তির প্রভাব: নতুন বিপদ এবং নিরাপত্তার উদ্ভব-

বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তির অগ্রগতি এবং কম্পিউটারের ব্যবহার কম্পিউটারাইজড তথ্য ফাইল এর রক্ষণাবেক্ষণের জন্য বৃদ্ধি পেয়েছে। সরকার কম্পিউটারে বিভিন্ন বিভাগের তথ্য সংগ্রহ এবং তথ্যের বিশদিকরণ প্রকাশ করা শুরু করেছে। যেমন, জন্ম নিবন্ধন, বিবাহ, মৃত্যু ,পুলিশ রেকর্ড,বিভিন্ন ক্ষেত্রে কর্মচারীদের তথ্য এবং কর্মচারীদের রেকর্ড,স্টক রেকর্ড ,গ্রন্থাগারের বই ইত্যাদি। এক্ষেত্রে,একটি নতুন কাজকে আরও উন্নত করা হয়েছে ,সেটা হল কম্পিউটারে রেকর্ড রাখা ।এই রেকর্ড রাখলে প্রোগ্রামিং ,সিদ্ধান্ত গ্রহণ, নীতি প্রণয়ন, বিভিন্ন

বিভাগের প্রশাসন এবং ভবিষ্যতের পরিকল্পনা প্রস্তাবের ক্ষেত্রে সহায়ক হবে। সুতরাং অর্থনৈতিকভাবে এবং কার্যকরীভাবে জনগণের সেবার ক্ষেত্রে কম্পিউটারে রক্ষণাবেক্ষণের কাজ টি লাভজনক হয়ে উঠেছে। ***(4)***

তথ্য প্রক্রিয়াকরণ এর ভূমিকা এবং কম্পিউটারাইজড রেকর্ড রক্ষনাবেক্ষণ, সরকারি বিভাগে সমস্যার সৃষ্টি করছে ,তার ফলে ব্যক্তিগত জীবন প্রভাবিত হচ্ছে এবং ব্যক্তিগত গোপনীয়তার অধিকার লংঘন হচ্ছে। ব্যক্তিগত জীবনে এক ধরনের বিপদ হলো পেশাদারী ক্ষেত্রে গোপনীয়তা লঙ্ঘন। সর্বক্ষেত্রে যদি তথ্য লুক্কায়িত এবং অবৈধ পদ্ধতিতে মেশিনে রাখা হয়,তাহলে গোপনীয়তা লঙ্ঘন মারাত্মক রূপ নিতে পারে।

তথ্য প্রক্রিয়াকরনের আরো একটি বিপদ হলো, এটি টেকনোলজি অর্থাৎ প্রযুক্তি মানবজীবনে ঝুঁকি বাড়ায়।যখন একজন ব্যক্তি একটি মেশিনের উপর নির্ভর করে আয় ব্যয় ,উন্নয়ন ,সামরিক পরিকল্পনা ,শিক্ষা ব্যবস্থার জন্য, তখন সেই বাঁধাধরা পরিকাঠামোর ওপর নির্ভরশীলতা গণতন্ত্রকে প্রশ্নের মুখে ফেলে দিতে পারে। কিন্তু প্রযুক্তি,কম্পিউটার এর নেতৃত্বে এত শক্তিশালী হয়ে উঠতে পারে যে ব্যক্তিগত জীবন কম্পিউটার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতে শুরু করবে, যে মুহূর্তে তার কোন আর্থ সামাজিক মূল্য আসবে। ***(5)***

সুতরাং, কম্পিউটার বা প্রযুক্তির ওপর নির্ভরশীলতা হয়ত গোপনীয়তার অধিকার সে ভাবে লঙ্ঘন করে না, কিন্তু ব্যক্তির ব্যক্তিগত জীবনকে দুর্বিসহ করতে পারে এবং গোপনীয়তার অধিকার এর অস্তিত্ব হুমকির সম্মুখীন হতে পারে।এই প্রযুক্তি পদ্ধতির পরিচালনায় ভবিষ্যতে একটি সমাজ গড়ে উঠতে পারে , যা পুরোপুরিভাবে কম্পিউটার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।

ব্যক্তিরা যখন পরিকল্পনা, ব্যয় নির্মাণ, উন্নয়ন, সামরিক ক্ষমতা, শিক্ষা প্রভৃতির নীতি নির্ধারণ করার ক্ষেত্রে যান্ত্রিক কাঠামো দ্বারা বা যান্ত্রিক পছন্দ দ্বারা চালিত হয়, তখন গণতন্ত্রের অস্তিত্ব বিপন্ন হয়। সেই কারণে প্রযুক্তি বিদ্যার দৌলতে কম্পিউটার খুব শক্তিশালী এবং ব্যক্তিগত জীবন কম্পিউটার দ্বারা সতর্কমূলক হচ্ছে এবং অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রাসঙ্গিকতা অর্জন করেছে। এই কারণে, কম্পিউটার ও প্রযুক্তি প্রত্যক্ষভাবে গোপনীয়তা রক্ষার অধিকার লংঘন করছে এবং ব্যক্তির ব্যক্তিগত জীবনকে সংকীর্ণ করে তুলেছে। তাই গোপনীয়তার অধিকারের অস্তিত্ব হুমকির সম্মুখীন হয়েছে। বর্তমানে কম্পিউটার এর উপর ভিত্তি করে প্রযুক্তি ব্যবস্থা ভবিষ্যতের সমাজকে নির্দেশ দান করেছে ,যার ফলে সমাজের সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক ধারার অভাবে ব্যক্তির ব্যক্তিগত জীবন বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে।

উপরে উল্লেখিত বিপদগুলি মনুষ্য জাতির কাছে পরিচিত ,অন্তত ,মনুষ্যজাতির কাছে অনেক আগে থেকেই অনুভূত হয় বা পূর্বাভাস পাওয়া যায় ।কিন্তু গোপনীয়তা রক্ষার অধিকার এর অন্যান্য অনেক বিপদ রয়েছে যেগুলি মনুষ্যজাতি বুঝে উঠতে পারে না এবং অজ্ঞাত ভাবে সে জায়গায় গোপনীয়তা রক্ষার অধিকারের লঙ্ঘিত হয়েছে । এর একটি উদাহরণ সেইসব সমীক্ষার বৃদ্ধি করে যা জনসাধারণের বা কোন ব্যক্তি সমষ্টির রাজনৈতিক মতামত জানার প্রচেষ্টা করে । সমীক্ষার ক্ষেত্রে যখন প্রশ্ন করা হয় তখন প্রশ্নে ব্যক্তিগত অনেক তথ্য জড়িত থাকে এবং উত্তর দেওয়ার ক্ষেত্রে অনেক সময়ই গোপনীয়তার অধিকার কে লংঘন করে ।রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমীক্ষার প্রযুক্তিগত চাহিদার ক্ষেত্রে এমন কিছু প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হয়, যার উত্তর দেওয়ার ক্ষেত্রে গোপনীয়তা লংঘিত হয় । এর মাধ্যমে তথ্যের অনুপযুক্ত ব্যবহার গোপনীয়তা রক্ষায় বাধা হয়ে দাঁড়ায়। তাছাড়া অনেক সময় এমন কিছু প্রশ্নমালা সাজানো হয় উত্তরদাতার কাছে, যে বিষয়ের সঙ্গে কোন প্রাসঙ্গিকতা থাকেনা, যা সমীক্ষার পেশাদারিত্ব কে সংকীর্ণ করে তোলে। যেমন- ধর্ম, রাজনৈতিক মত প্রভৃতি বিষয়ে প্রশ্নগুলির কথা বলা যেতে পারে।

গোপনীয়তা রক্ষার অধিকার লংঘন রোধ করার জন্য তথ্য ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে বিভিন্ন সুরক্ষার কথা বলা হয়েছে । সেগুলি হল –

1) ***তথ্য তৈরীর ক্ষেত্রে যাতে গোপনীয়তা রক্ষার অধিকার সুরক্ষিত করা যায় তার জন্য উপযুক্ত আইন প্রণয়ন করতে হবে।***
2) ***এই আইন যেন নির্দিষ্ট করে দেয় যে, কোন কোন ব্যক্তিরা সেইসব কম্পিউটার ব্যবহার করতে পারবে যাতে তথ্যগুলি সঞ্চিত আছে এবং কারা সেন্ট্রাল কম্পিউটার ব্যবহার করতে পারবে ,সেটাও যেন নির্দিষ্ট করা হয়।***
3) ***জনগণের একটি বোর্ড বা 'Ombadsman' গঠন করা যেতে পারে ,যার দ্বারা তথ্যের গোপনীয়তা সুরক্ষিত করা যেতে পারে এবং যেসব ক্ষেত্রে তথ্য ব্যবহারের প্রয়োজন নেই সেই ক্ষেত্রগুলিতে তা যেন ব্যবহৃত না হয়, তার ব্যবস্থা করা যেতে পারে।***

4) *কোন ব্যক্তির ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে গোপনে যেন কোন তথ্য সংগ্রহ না করা যায়, সেরকম আইনি ব্যবস্থা নিতে হবে সেরকম ক্ষেত্রে, যাতে কি তথ্য সংগ্রহীত হয়েছে তা দেখার অধিকার সবাই পায়, তার আইনানুগ ব্যবস্থা করতে হবে।*
5) *এই আইন যেন পরিষ্কার করে জানায়, কারা আইনি উপায়ে তথ্য সংগ্রহ করতে পারে, কি ধরনের তথ্য সংগ্রহ করা যেতে পারে এবং কি কাজে ব্যবহৃত হতে পারে।*
6) *অতএব,জনস্বার্থে,তথ্যের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণের আইনী প্রয়োজনীয়তা আছে। (6)*

তথ্য চুরি এবং তথ্যের গোপনীয়তা লঙ্ঘন হল একটি সাধারণ ঘটনা। এমনকি ব্যক্তির অজান্তেই গোপনীয়তা লঙ্ঘিত হচ্ছে। আরো বিস্ময়কর কোন ব্যক্তির তথ্যের গোপনীয়তা লঙ্ঘিত হয়, যখন কোন সার্ভে বা সমীক্ষায় সে form fill up করে, তখন সে নিজেই সমস্ত ব্যক্তিগত তথ্য দিয়ে দেয় ,যেখানে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের বাইরে অপ্রাসঙ্গিক প্রশ্ন করা হয়। এ সমস্ত ব্যক্তিগণ ইচ্ছাকৃত ভাবেই তাদের ব্যক্তিগত তথ্য প্রকাশ্যে নিয়ে আসে । যার ফলে তাদের অজান্তেই এসব ক্ষেত্রে তথ্য গোপনীয়তা লঙ্ঘিত হয় ।তাই এই বিষয়ে অতি শীঘ্রই ব্যবস্থা নেওয়ার দরকার এবং তার সাথে সাথে এটি প্রতিরোধ করার উপযুক্ত আইন প্রণয়নও দরকার, যেন তথ্য গোপনীয়তা কোনভাবেই লঙ্ঘিত না হয়।

[ ] তথ্য ও প্রযুক্তিগত গোপনীয়তার ক্ষেত্রে বিপদ ও বিপন্নতা:নির্দিষ্ট ঘটনাসমূহ

সমসাময়িক সামাজিক পরিস্থিতিতে, কম্পিউটারাইজড ডেটা ফাইল বা তথ্যের ফাইল বিভিন্ন ক্ষেত্রে বা সেক্টরে রয়েছে বলেই তথ্য এবং তথ্যের গোপনীয়তার উপর বিভিন্ন হুমকি বা নিরাপত্তাহীনতার ঘটনা ঘটছে।
সেগুলি বিশেষভাবে আলোচনা করা হলো-

· **পুলিশ রেকর্ড:-** কোন ব্যক্তি যদি কখনও দোষী সাব্যস্ত হয়, তবে তার কম্পিউটারাইজড তথ্য ফাইল পুলিশ রেকর্ডে রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়। তথ্যের এই অপ্রত্যাশিত ব্যবহার গুরুতর পরিণতি আনতে পারে এবং ন্যায় বিচার উৎপাদনের ওপরও প্রভাব পড়তে পারে। নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে কোন তথ্যপ্রকাশ প্রমাণের মূল্যবোধের

গোপনীয়তাকে লংঘন করে, যা কোন ব্যক্তির রায়দানের পক্ষে বিঘ্ন ঘটাতে পারে। তথ্যের অনুপযুক্ত ব্যবহার বা পূর্ব প্রকাশ (prior publication) ব্যক্তির তথ্য প্রযুক্তিকে লংঘন করে। যদি এই তথ্য কোনভাবে ভুল কোন ব্যক্তির হাতে পড়ে তাহলে ভবিষ্যতে আর্থিক লাভের জন্য ব্যক্তিকে ব্লাকমেইল করতে পারে। কোন ব্যক্তি দণ্ডাদেশ থেকে মুক্ত হবার পরেও, ভবিষ্যতে মিডিয়া সেই ব্যক্তিটির বিভিন্ন গোপন তথ্য প্রকাশ্যে এনে কুৎসা রটায়। যার ফলে সেই ব্যক্তিটির ব্যক্তিগত জীবন দুর্বিষহ হয়ে ওঠে। এই বিষয়ের ওপর বেশ কিছুসংখ্যক মামলা দেখা গেছে। অতএব, পুলিশ রেকর্ডের গোপনীয়তার আচরণ বজায় রাখতে হবে এবং দণ্ডাদেশের পূর্বেই প্রচারের ওপর নিষেধাজ্ঞা প্রযোজ্য করা উচিত, তবেই সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির তথ্য বা তথ্য গোপনীয়তা লঙ্ঘন রোধ করা সম্ভব।

· **মেডিকেল রেকর্ড:-** পুলিশ রেকর্ড ছাড়াও মেডিকেল রেকর্ডও তথ্য ও তথ্য গোপনীয়তা সুরক্ষার ক্ষেত্রে বাঁধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রতিটি হাসপাতালে ও নার্সিং হোমে রোগীদের চিকিৎসার যাবতীয় তথ্য এবং রোগের ইতিহাস বিপুল পরিমানে কম্পিউটারাইজ্ড তথ্য বা ডেটা ফাইল হিসেবে মেডিকেল রেকর্ডের আকারে রয়েছে। ডাক্তারের কাছেও রোগীদের রোগ সংক্রান্ত তথ্য ভবিষ্যতের জন্য রেকর্ড করে রাখা থাকে। যদি সেই একই রোগীর ক্ষেত্রে কোন শারীরিক জটিলতা সৃষ্টি হয় অথবা অন্য রোগীর ক্ষেত্রেও যদি একই চিকিৎসার প্রয়োজন হয় ,সে ক্ষেত্রে এটি ভবিষ্যতের রেফারেন্স হিসেবে কাজে লাগবে। কিন্তু তার অপব্যবহার করা উচিত নয়। মিডিয়া হোক বা মেডিকেল রেকর্ড , বাইরে তথ্য প্রকাশ করাই গুরুতর অন্যায়। কারণ এই ধরনের অস্বীকৃত প্রকাশের দ্বারা উদ্বিষ্ট ব্যক্তির মর্যাদার সম্মান হানি এবং গোপনীয়তা লঙ্ঘন করতে পারে মেডিকেল রিপোর্টের অপব্যবহার ভুল ব্যক্তির হতে পরে, যেমন -টাকার জন্য রোগীর ভুল চিকিৎসা করা। মেডিকেল রেকর্ড দ্বারাই তো ডাক্তার এবং রোগীর মধ্যে সম্পর্ক গড়ে ওঠে কিন্তু মেডিকেল রেকর্ডে রোগীদের রোগ সম্পর্কিত গোপন তথ্য বাইরে প্রকাশ হলেই ডাক্তার এবং রোগীর মধ্যে সম্পর্ক ক্ষুন্ন হয়। পেশাগতভাবে ডাক্তাররা রোগীর গোপনীয় তথ্য সংরক্ষণ করতে বদ্ধপরিকর হয়। সে ক্ষেত্রে মেডিকেল রেকর্ডও সংরক্ষণ রাখা উচিত। তবে,গোপনীয়তা লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে অনেক গুরুতর ঘটনা এক্ষেত্রে ঘটেছে। যেমন ,এইচআইভি পজিটিভ রোগীদের বিবাহ বিচ্ছেদ বা গাইনোকলজিক্যাল রোগের কারণেও মহিলাদের বিবাহ বিচ্ছেদ ।এমনকি নিরাময়

হওয়া সত্তেও, একজন ব্যক্তির চাকরি চলে যায় যৌন রোগগ্রস্ত বা সংক্রামক রোগে আক্রান্ত হবার জন্য এবং একটি ব্যক্তির শান্তিপূর্ণ জীবন যাত্রার মধ্যে ঝামেলা সৃষ্টি করে।অতএব, তথ্য গোপনীয়তা সুরক্ষিত করার প্রয়োজন। অন্যথায়, সেখানে রোগীর গোপনীয়তা লঙ্ঘন একটি ভয়ঙ্কর রূপ নিতে পারে। ***(7)***

· **ঋণ সংগ্রহ:-** ঘটনাগুলির একটি শ্রেণী হিসেবে আমরা ঋণ সংগ্রহের কথা বলতে পারি, যা সব সময় দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কোন ব্যক্তি যখন ঋণদাতা হয়,তখন সেই ব্যক্তিটির সব সময় উদ্বেগের বিষয় যাকে সে ঋণ দিতে দায়বদ্ধ। কিন্তু তা কখনো কখনো অন্যদের নজরে পড়ে।কি ধরনের পরিস্থিতিতে বা কি ধরনের যোগাযোগের মাধ্যমে গোপনীয়তার অধিকার লঙ্ঘন হচ্ছে ? বেশ কয়েকটি মামলায় বিভিন্ন পরিস্থিতিতে গোপনীয়তার অধিকার লংঘিত হচ্ছে যেখানে ঋণ সংগ্রহের যোগাযোগের ক্ষেত্রে গৃহীতা তৃতীয় ব্যক্তির সাহায্য নিয়েছে। সাধারণভাবে ঋণ সংগ্রহের ক্ষেত্রে ঋণদাতা এবং গ্রহীতার মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন করা হয় কিন্তু এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি হলে,যেখানে ঋণ গ্রহণের ক্ষেত্রে তৃতীয় ব্যক্তির সাহায্য নিতে হয়, তখন গোপনীয়তার অধিকারের লংঘন হয়। ঋণ গ্রহণের পুরো প্রক্রিয়াটি যখন তৃতীয় ব্যক্তির সামনে ঘটতে থাকে তখন ঋণগ্রহণ প্রক্রিয়াটির প্রচুর তথ্য তৃতীয় ব্যক্তির কাছে চলে আসে। ফলে ,গোপনীয়তা লংঘিত হয় । সে ক্ষেত্রে ,আদালত মনে করে যে, ঋণ গ্রহণের প্রক্রিয়ায় তৃতীয় ব্যক্তির কোন ভূমিকা অনিবার্য হতে পারে না।

· **কম্পিউটার ,তথ্য ভান্ডার ও দলিলপত্র:-** সমসাময়িক সামাজিক দৃশ্যে, মানুষের ক্ষেত্রে তথ্য সংরক্ষণ রাখার মধ্যে সমস্যা দেখা গেছে এবং যার ফলে ,ব্যক্তিগত গোপনীয়তার প্রয়োগ সঠিকভাবে হচ্ছে না। কম্পিউটারে সংরক্ষিত তথ্য সমূহ ও তার বিস্তৃতি আধুনিক গণতান্ত্রিক সমাজের একটি দৃষ্টিভঙ্গির পরিচালক। রেকর্ড ফাইল থেকে একটি ব্যক্তির জন্ম মুহূর্ত' থেকে শুরু করে যাবতীয় সমস্ত রকমের তথ্য পাওয়া যায়, যেমন -স্কুল, কর্মসংস্থান, স্বাস্থ্য, আর্থিক তথ্য, সামরিক সেবা, গ্রেপ্তারের রেকর্ড ,ক্রেডিট রেটিং প্রভৃতি ।দলিল পত্রের মাধ্যমে জনসাধারণের কার্যকারিতার একটি আভাস পাওয়া যায়, যা পাবলিক এবং প্রাইভেট সেক্টরের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য । সরকার সামাজিক নিরাপত্তা, সামরিক সেবার রেকর্ড, এফবিআই এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভাগীয় ফাইল দেখভাল করার মাধ্যমে দলিলপত্র নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। তথ্য সংগ্রহের এই সম্প্রসারণটি সমান্তরালভাবে হয়েছে এবং সম্ভবত বেসরকারি ক্ষেত্রকেও অতিক্রম করেছে।

ব্যবসায়িক সংগঠন, ঋণদানকারী সংগঠন ব্যক্তিগত মত ছাড়া ব্যক্তিগত তথ্যের ব্যাপক ফাইল বজায় রাখে যার মাধ্যমে বিনিময় বা ক্রয় করা যায়। তদন্তমূলক সংস্থা ব্যক্তিজীবনকে বিভিন্ন ভাবে নিয়ন্ত্রণ করে তথ্য মজুত রাখার মাধ্যমে। যেমন পাসপোর্ট প্রাপ্ত করার অনুমতি প্রদানের মাধ্যমে, বন্ধকী গ্রহণ করার অনুমতির মাধ্যমে ।যেহেতু এই তথ্যের বিচারের ক্ষেত্র অনিশ্চিতভাবে নৈতিক সিদ্ধান্ত , তাই একজন ব্যক্তির চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য হিসেবে অসামাজিক কার্যকলাপ threat হিসেবে গণ্য হয়েছে।

· ক্রেডিট ব্যুরো ও ইনস্পেকশন এজেন্সি:

যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার এর বাইরে, বৃহত্তম তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি হলো ক্রেডিট ব্যুরো। পরিবর্তনশীল সমাজের একটি খুব গুরুত্বপূর্ণ কাজ করে এবং নিয়োগকারী, ব্যবসাদার ও বন্ধকদাতাদের তথ্যের উপর ভিত্তি করে সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করে এমন মানুষদের ব্যাপারে, যাদের ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে তারা কিছুই জানে না। ক্রেডিট ব্যুরো সৎ এবং প্রকৃত তথ্য প্রয়োগ করার জন্য সমস্যা সৃষ্টি হয়নি বরং এই নির্দিষ্ট তদন্তে বিভ্রান্তিকর এবং ভুল তথ্য ঘটনাগুলি বাইরে প্রকাশ পেয়েছে বলেই সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে। গোপনীয়তার অধিকার লংঘন করা সেই প্রশ্নের সঙ্গে জড়িত, যে একজন মানুষের ব্যাপারে কতটা তথ্য ছড়ানো যেতে পারে সেরকম লোকেদের মধ্যে, যাদের একটি ফাইলে কি কি তথ্য রয়েছে তা জানার কোন আগ্রহ থাকার কথা নয় ।অতএব, ক্রেডিট ব্যুরো ও ইনস্পেকশন এজেন্সি আধুনিক জীবনে একটি অপরিহার্য অংশ।

· ডাইরেক্ট মেইল ইন্ডাস্ট্রি:- কম্পিউটারাইজড ব্যক্তিগত তথ্যের ক্রেতা গুলির মধ্যে,তা যে কোন উৎস থেকেই হোক না কেন, সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হল ডাইরেক্ট মেইল কোম্পানি। এই প্রতিষ্ঠানগুলি নিজেদেরকে ব্যাপকভাবে কম্পিউটারাইজড করেছে এবং ব্যক্তি ও পরিবারের প্রচুর তথ্য ব্যবহার করে বিজ্ঞাপনদাতাদের কাছে বিক্রয়ের জন্য নির্বাচন করে, যাদের বিক্রি করার মত পণ্য ও পরিষেবা আছে এমন সংস্থাগুলিকে, যাদের কোনো উদ্দেশ্য বা মত প্রচার করার লক্ষ্য রয়েছে।

যদিও বেশিরভাগ মানুষ হয় অবাঞ্ছিত মেইল না খুলেই ডিলিট করে দেয় অথবা অন্যরা মেইল গুলি পড়ে তারপর ডিলিট করে। কিন্তু অনেকেই এই ধরনের ডিরেক্ট মেইল এর উত্তর দেন,যার ফলে দেশব্যাপী বিক্রয়ের

পরিমাণ মাপলে এটি একটি লাভজনক শিল্পে পরিণত হয়েছে। কিছু ব্যক্তি আছে যারা অবাঞ্ছিত মেইল গ্রহণ করে যার দরুন তাদের ব্যক্তিগত গোপনীয়তার উপর আক্রমণ তৈরি হয় ।সমস্যাটি বিরক্তির কারণ তৈরি করে, কারণ এক্ষেত্রে নিজের সম্পর্কে তথ্য এর বাইরে চলে যায়। নাগরিক একটি সরকারকে সন্তুষ্ট করার জন্য তথা চাহিদা পূরণের জন্য তথ্যগুলি সাজিয়ে রাখে কিন্তু বাণিজ্যিক স্বার্থে তা কখনও কখনও কোন প্রতিষ্ঠানে বিক্রিত হতে পারে।

অনেক সময় মানুষ, যে মেইলটি তাদের বাড়িতে পাঠানো হয়েছে সেটিকেই অপমানজনক মনে করে অভিযোগ করেন। অন্যরা কেবলমাত্র অবাঞ্ছিত মেইল আসলেই তাদের গোপনীয়তার হস্তক্ষেপ মনে করেন। অনেকে মনে করেন যে ,সরকারি তালিকা গুলিকে বাণিজ্যিক সংস্থার বিক্রয় করার ফলে সাধারণ মানুষের অনৈতিক সুযোগ নেওয়া হচ্ছে কিন্তু এই বিক্রয় কে আদালত চ্যালেঞ্জ জানিয়ে কোনো লাভ হয়নি। আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে কিছু পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে কিন্তু তেমনভাবে কার্যকরী হয়নি। ***(৪)***

অতএব ,ডিরেক্ট মেইল শিল্প আসলে উন্নত বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তি এবং কম্পিউটারের তথ্য ভান্ডারের মিলিত সৃষ্টি । আমরা ব্যক্তিদের তথ্য গোপনীয়তার লঙ্ঘনকে দুটো ভাবে দেখতে পারি, একটি হলো, স্বীকৃতি বিনা তথ্যগুলি বিভিন্ন সংস্থার তথ্য ব্যাংক বা ভান্ডার থেকে কেনা এবং অন্যটি হলো ব্যক্তিদের অবাঞ্ছিত মেইল পাঠানো। গোপনীয়তা লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে এটি সবচেয়ে অপ্রত্যাশিত এবং লজ্জাজনক ঘটনা, যার এখনো পর্যন্ত কোন আইনী প্রতিরোধ কার্যকর হয়নি।

· **কম্পিউটারাইজড ব্যাংকিং ফাইল:-** ব্যাংকিং অটমেশন পদ্ধতি, আর্থিক লেনদেনকে দ্রুত এবং সহজ করেছে। কিন্তু এক একটি গ্রাহকের কাছে তথ্য গোপনীয়তা অধিকারের উপর গুরুতর হুমকি প্রদান বা threat হয়ে দাঁড়াচ্ছে। শুধুমাত্র অর্থের জন্য ব্যাংক অফিসাররা তথ্য ব্যাংকে মজুত সব গোপনীয় তথ্য তৃতীয় ব্যক্তির কাছে ফাঁস করে দিচ্ছে। যখন গ্রাহকদের কম্পিউটারের ব্যাংকিং একাউন্ট এর উপর নিয়ন্ত্রণ আছে তখন এই সব তথ্যের অপব্যবহার হওয়ার সম্ভাবনা এবং সুযোগ দুটোই বেশি।

গ্রাহকদের কম্পিউটারাইজড ব্যাংকিং একাউন্ট থেকে তথ্য ফাঁস হলে শুধুমাত্র তাদের তথ্য বা গোপনীয়তার অধিকার লংঘন হয় তাই নয়, বরং আরো ভয়ানক প্রভাব বা পরিণতি হতে পারে। এই অন্যায় কাজ কর্ম গুলি ব্যাংকার এর ক্ষেত্রে অপরাধমূলক বিশ্বাস খেলাফের অন্তর্ভুক্ত হয় এবং তার সঙ্গে সঙ্গে অপরাধমূলক সম্পত্তির তালিকা করে তাদের ক্ষেত্রে, যারা অ্যাকাউন্টের তথ্যও পাচ্ছে।

তাছাড়া আরও একটি ব্যাংকিংয়ের অসুবিধা হচ্ছে সাইবার স্পেস এবং ইন্টারনেট ব্যাংকিং ।এসব ক্ষেত্রে গ্রাহকদের তথ্য যেমন ব্যবহারকারীর নাম, পাসওয়ার্ড প্রভৃতি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির যাবতীয় তথ্য কম্পিউটারে অজান্তেই রাখা হচ্ছে ।খুব সহজেই সেখান থেকে হ্যাকাররা সব তথ্য তুলে নিচ্ছে ।এসব ঘটনার ক্ষেত্রে গ্রাহকের গোপনীয়তাকে একেবারেই বিপন্ন করে তুলছে। এছাড়াও অপরাধ গুলি, যেমন -অস্বীকৃত তহবিল, ফান্ডের হস্তান্তর, একজন গ্রাহককে আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হতে বাধ্য করছে ।সুতরাং এ কথা বলতে দ্বিধা নেই যে কম্পিউটারের সিস্টেম একটি গুরুতর সমস্যা উৎপন্ন করেছে ।

তাছাড়া, কিছু দেশে ব্যাঙ্ক গোপনীয়তা আইন পাস করা হয়েছে ব্যাংকিং রেকর্ডের গোপনীয়তা বজায় রাখার জন্য এবং প্রয়োজন অনুযায়ী সরকার সেই সমস্ত রেকর্ড গুলি নিয়ন্ত্রণ করে থাকে ।এসব ঘটনায় ,ব্যাংকে দীর্ঘ সময় ধরে রেকর্ড গুলি বজায় রাখতে হয় তার ফলে তথ্যের গোপনীয়তা লংঘিত তো হবার সুযোগ দিনে দিনে বৃদ্ধি পায়।

· বিদেশে কাজ প্রদান করা অর্থাৎ আউটসোর্সিং:-

আউটসোর্সিং এখন কোম্পানী গুলির মধ্যে খুব জনপ্রিয় হয়েছে কারণ এভাবেই খরচ কমানো যায়। এর কারণ ,ভারত ও পাকিস্তানের ক্ষেত্রে কর্মীদের বেতন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একই স্তরের কর্মীদের বেতন এর তুলনায় অনেক কম। আউটসোর্সিং করার সময় cost benefit বিশ্লেষণ এবং কত টাকা বাঁচবে এগুলো নিয়ে চিন্তা করা হয়। কিন্তু বিদেশে কাজকর্ম চালানোর ক্ষেত্রে অনেক সময় জটিল সমস্যা সৃষ্টি হতে পারে। পয়সা বাঁচানোর ক্ষেত্রে যদিও আউটসোর্সিং সুবিধাজনক ।

তবে প্রযুক্তিগত সুবিধার দিক থেকে আউটসোর্সিং জটিলতার সম্মুখীন হতে পারে। তথ্য ও গোপনীয়তার ক্ষেত্রে ব্যাপারটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং বিশেষ মনোযোগ দেওয়ার প্রয়োজন রাখে ।অনেক সংস্থাই বিদেশ এমন কাজ পাঠাচ্ছে যাতে সংবেদনশীল তথ্য এর ব্যবহার হয় কিন্তু তারা এ বিষয়ে নীরব রয়েছে, যেমন, উদাহরণ স্বরূপ,

খুব কম সংস্থাই স্বীকার করবে যে, তারা ব্যক্তিগত তথ্যই বিদেশে পাঠায় কিন্তু এটা খুব স্বাভাবিক ব্যাপার, এর পিছনেও একটা বিরাট কারণ হলো খরচ কমানো,যেমন কর হিসেব করার কাজ অনেক সময় বিদেশী সংস্থা দিয়ে করানো হয় এবং মূল সংস্থা শুধু মূল্যায়ন করে।***(9)***

বেশিরভাগ সংস্থা এই তথ্যটি গোপন রাখে, ক্লায়েন্ট হারানোর ভয়ে এবং জানালেও খুব ছোট হরফে, ডিসক্লোজার স্টেটমেন্টে কোথাও লুকানো থাকে ,এর কারণ কোম্পানিগুলি জানে জনসাধারণের মধ্যে তথ্যের গোপনীয়তা নিয়ে সচেতনতা বাড়ছে এবং ব্যক্তিগত তথ্য বিদেশে পাঠানোর সিদ্ধান্ত রোষের কারণ হতে পারে ।সেইজন্য, অনেক সংস্থাই ব্যক্তিগত তথ্য বিদেশে পাঠাচ্ছে কিন্তু তার অপব্যবহার এর শাস্তির ব্যবস্থা রাখা হচ্ছে না কারণ সেই দায় মূল সংস্থার কাছে থেকে যাচ্ছে, কারণ মূলকোম্পানিই সমস্ত দায়িত্ব ভারের অধিকারী, তথ্যের রক্ষার্থী এবং কোনো তথ্যের অপব্যবহার হলে সেই হবে দায়ী।তাই তথ্যের সুরক্ষার ক্ষেত্রে যদি মামলা হয় তবে মূল সংস্থা তাতে অভিযুক্ত হবে কারণ বিদেশি সংস্থা শুধু তার এজেন্ট হিসেবে কাজ করছে।

এছাড়াও ,তথ্যের গোপনীয়তা লঙ্ঘনের প্রশ্নের সাথে জুড়ে রয়েছে। যেহেতু তথ্য অনেক দূরে পাঠানো হচ্ছে সেহেতু সময়ের ও প্রযুক্তির সামাজিক এবং রাজনৈতিক বিবেচনায় ফারাক হবার সম্ভাবনা থাকে এবং সুরক্ষা ও সচেতনতারও তফাৎ থাকতে পারে। তাই তথ্যের গোপনীয়তা লঙ্ঘনের সম্ভাবনা থেকে যায়। অনেক সময় যে ব্যক্তিরা তথ্য নিয়ে কাজ করছেন তাদের অজান্তেই তথ্যের গোপনীয়তা লঙ্ঘিত হয় ।এসব ক্ষেত্রে খুব গুরুতর ফলাফল হতে পারে। তাই আউটসোর্সিং এর ক্ষেত্রে তথ্যের গোপনীয়তা লঙ্ঘন একটি বড় সমস্যা এবং আইনি পদক্ষেপ নিয়ে তাকে আটকানোর চেষ্টা করা উচিত।

- **তথ্যের গোপনীয়তা:**

তথ্য সুরক্ষার ক্ষেত্রে গোপনীয়তাও একটি অপরিহার্য লক্ষ্য। সংবেদনশীল তথ্যের অস্বীকৃত ভাবে প্রকাশ এর প্রতিরোধ হল গোপনীয়তা। সুতরাং তথ্য সংরক্ষণ অনুমোদিত তথ্যের অন্তর্নিহিত মূল্যের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে আর গোপনীয়তা অননুমোদিত ব্যক্তিদের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে। গোপনীয়তার উদ্বেগকে দুটো ভাগে ভাগ করা যায়, ব্যক্তিগত উদ্বেগ এবং জনগনের উদ্বেগ।

ব্যক্তিগত উদ্বেগ ব্যবসার ক্ষেত্রকে প্রভাবিত করে, স্বতাধিকারী তথ্যের অননুমোদিত প্রকাশ।যেমন বাণিজ্যিক গোপনীয়তা বা অভোক্তা গ্রাহক তালিকা প্রকৃত অর্থে ব্যক্তিগত ব্যাপার কারণ এটি জনগণের নিয়ন্ত্রণ দ্বারা পরিচালিত নয়। যদি এই স্বতাধিকারী তথ্যের মালিক সেই সব তথ্যের গোপনীয়তা রক্ষা করতে ব্যর্থ হয় তাহলে তার ব্যবসাই মারাত্মক পরিণতি ভোগ করে। ***(10)***

অতএব, তথ্য গোপনীয়তার দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে গেলে ,গোপন তথ্য হারিয়ে যাওয়া একটি গুরুতর সমস্যা ।আসলে confidentiality এবং privacy আসলে একটি মুদ্রার দুটো দিক।তাই privacy মানেই হল confidentiality । তাই loss of confidentiality মানেই loss of privacy,এছাড়া আর কিছু নয়। এই কারণে, তথ্যের গোপনীয়তার ক্ষেত্রে গোপনীয়তা একটি বিশেষ জায়গা করে নিয়েছে। এই ক্ষেত্রে, উল্লেখ করা উচিত যে সরকারেরা নানান আইন প্রণয়ন করে চলেছে যার লক্ষ্য মানুষের ব্যক্তিগত তথ্য সংগ্রহকারী এবং সেই মানুষটির মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখা ।ব্যক্তিগত তথ্য সংগ্রহকারীদের এখন আইন এবং আইনি জটিলতার সম্মুখীন হতে হয়। এর ফল স্বরূপ, এ তথ্য প্রচারিত হচ্ছে যে,মানুষের ব্যক্তিগত তথ্যের গোপনীয়তা রক্ষা না হওয়ার জন্য অনেক সংস্থা লজ্জা জনক পরিস্থিতিতে পরছে এবং তার সঙ্গে বাজারের সেই ব্র্যান্ড মূল্য কমে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকছে। তাই, সংস্থাগুলি গোপনীয়তার নীতিতে এবং কাজকর্মে আরো বেশি জোর দিচ্ছে। তাই, আরো বৃহৎ আইন প্রণয়নের প্রয়োজন রয়েছে এক্ষেত্রে, যাতে তথ্যের গোপনীয়তা সুরক্ষিত হয়।

[ ] তথ্য গোপনীয়তার আইনি সুরক্ষা:-

উন্নত বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তির যুগে তথ্য এবং তথ্য গোপনীয়তা গুরুতর হুমকির মুখে এবং এইসব অধিকারের আইনি সুরক্ষা এই সময় অত্যন্ত জরুরী। বিভিন্ন আইনি ব্যবস্থা তৈরি হয়েছে আন্তর্জাতিক, আঞ্চলিক এবং পৌর সভার আইনী ক্ষেত্রে ,আর এই আইনি ব্যবস্থায আলোচনাই বর্তমান বিশ্ব সম্পর্কে একটি স্পষ্ট ধারণা তৈরি করবে।

[ ] তথ্যের গোপনীয়তা

আন্তর্জাতিক আইনের দৃষ্টিতে,জাতিসংঘ একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে,তথ্য এবং তথ্য গোপনীয়তার সুরক্ষার ক্ষেত্রে। এই ক্ষেত্রে, জাতিসংঘ কম্পিউটারাইজড ব্যক্তিগত তথ্য ফাইল সুরক্ষার জন্য একটি প্রস্তাবিত নির্দেশিকা প্রস্তুত করেছে, যার ভূমিকা নিচে আলোচনা করা হল-

[ ] তথ্য গোপনীয়তার সুরক্ষার জন্য জাতিসংঘের ভূমিকায় প্রস্তাবিত নির্দেশিকা:

তথ্য অধিকার এবং তথ্য গোপনীয়তার সুরক্ষার জন্য জাতিসংঘ একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে ।এক্ষেত্রে, বিভিন্ন আন্তর্জাতিক নির্দেশনার উপর ভিত্তি করে প্রস্তুত হয়েছে, যা প্রমাণ করে যে জাতিসংঘের সুযোগ শুধুমাত্র ব্যক্তিগত গোপনীয়তা রক্ষায় সীমাবদ্ধ নয়,বরং এটি তথ্য গোপনীয়তা অবধি প্রসারিত। জাতিসংঘের সুপারিশকৃত নির্দেশিকাগুলি গোপনীয়তার সুরক্ষা সম্পর্কিত নীতি গুলিকে ব্যাখ্যা করে ।আর এই নির্দেশিকাগুলিতে তথ্য সুরক্ষা আইনের বিভিন্ন নিয়ম পাওয়া যায়, তার মধ্যে কিছু নিচে উল্লেখ করা হয়েছে-

কম্পিউটারের ব্যক্তিগত তথ্য ফাইল নিয়ন্ত্রণের নির্দেশিকা,1990:-

জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ কম্পিউটারাইজড ব্যাক্তিগত তথ্য ফাইল নিয়ন্ত্রণের নির্দেশিকা প্রস্তুত করেছে, যার উদ্দেশ্য হলো বিভিন্ন মানবাধিকারকে সুরক্ষা প্রদান করা এবং তার সাথে বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত উন্নয়নের যুগে গোপনীয়তার অধিকার কে মজবুত করা। উন্নয়নের বিভিন্ন প্রভাবের ফলে বিভিন্ন ভাবে মানবাধিকার বিপন্ন হয়েছে, সেই জন্যই এই নির্দেশিকা গঠিত হয়েছে।

কম্পিউটারাইজড ব্যক্তিগত তথ্য ফাইলগুলির নিয়ন্ত্রণের জন্য নির্দেশিকার একটি খসড়া 1989 এ জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে জমা দেওয়া হয়েছে। 14 ই ডিসেম্বর 1990 সালের resolution 45/95 এ সাধারণ পরিষদ দ্বারা নির্দেশিকা গৃহীত হয়েছে এবং সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের নীতি হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে কম্পিউটারাইজড

ব্যক্তিগত তথ্য নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষেত্রে ।নির্দেশিকাগুলি ন্যূনতম নিরাপত্তা দেওয়ার ক্ষেত্রে বিবেচিত হয়েছে যা জাতীয় আইন প্রণয়নের মাধ্যমে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

এই নীতি গুলি এখানে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে-

1) বৈধতা এবং ন্যায্যতা

2) সঠিকতা

3) ফাইল এর উদ্দেশ্য নির্দিষ্টকরণ

4) সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরাই দেখার অনুমতি পাবে

5) অবৈষম্য

6) ব্যতিক্রমী ঘটনার উপর কর্তৃপক্ষ সিদ্ধান্ত নিতে পারেন

7) ফাইল এর অপব্যবহার এবং বিনষ্ট হওয়া থেকে সুরক্ষা

8) তত্বাবধান ও নিষেধাজ্ঞা

9) সীমান্তব্যাপী প্রসারিত তথ্য সরবরাহ (11)

এই নীতিগুলি ছাড়াও এসব নির্দেশিকা প্রয়োগের ক্ষেত্রগুলি উল্লেখিত আছে এবং সরকারি ও বেসরকারি আন্তর্জাতিক সংস্থা গুলি দ্বারা ব্যক্তিগত তথ্য ফাইল সম্পর্কিত বিধান তৈরি করেছে।অর্থাৎ জাতিসংঘের এই নির্দেশিকা, তথ্য গোপনীয়তা সুরক্ষার জন্য আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। অন্য অর্থে, তথ্য গোপনীয়তা সুরক্ষা ফলপ্রসূ হয়েছে।

প্রকৃতপক্ষে তথ্য সুরক্ষার জন্য জাতিসংঘের নির্দেশিকাগুলি দৃঢ় ভাবে নীতিমালা প্রণয়ন করার পক্ষে যথেষ্ট শক্তিশালী। এটি অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে তথ্য সুরক্ষা আইন প্রণয়নের জন্য নির্দেশিকা উপস্থাপন করে। কিন্তু মনে রাখা দরকার যে ,জাতিসংঘে নির্দেশিকার প্রকৃতি নিছকই নির্দিষ্ট মতে আনার একটি মাধ্যম। এর কোনো বাধ্যবাধকতা পূর্ণ ক্ষমতা নেই। এই নির্দেশনা গুলো শুধু instrument পরিচালনা করে এবং কোন দিকে এগিয়ে যেতে হবে তা নির্দেশ দেয় ।কিন্তু বাধ্যতামূলক শক্তির অনুপস্থিতিতে, কোন অধিকার প্রয়োগ করার ক্ষেত্রে

তারা অসমর্থক এবং এই কারণে, তথ্য সুরক্ষার জন্য জাতিসংঘের আন্তর্জাতিক আইন অসম্পূর্ণ ।কারণ এখানে কোন চুক্তি বা সম্মেলন নেই ,যার জন্য অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে অধিকার প্রয়োগের জন্য ভালো কোন প্রস্তাব দেওয়া হয়। অতএব, জাতিসংঘের আন্তর্জাতিক আইনের সহায়তায় তথ্য বা তথ্য গোপনীয়তা রক্ষা করা ত্রুটিপূর্ণ এবং আরো সম্প্রসারণ প্রয়োজন।

[ ] তথ্য গোপনীয়তা: আঞ্চলিক আইন কাঠামো -

আন্তর্জাতিক আইনের থেকে আঞ্চলিক আইনের ক্ষেত্র তথ্য এবং তথ্য গোপনীয়তার সুরক্ষার ক্ষেত্রে আরও অনেক বেশি উদ্যোগ নিয়েছে।যেমন OECD গাইডলাইন(1980),Council OF European Convention (1981), এশিয়া প্যাসিফিক প্রিভেসি চার্টার (2003),ASEAN Human Right Declaration (2012)।যে গুলির মধ্যে এশিয়া প্যাসিফিক প্রিভেসি চার্টার আলোচনা করা হলো-

এশিয়া প্যাসিফিক গোপনীয়তা চার্টার,2003:একটি বিশ্লেষণ

এশিয়া প্যাসিফিক অঞ্চলের গোপনীয়তার উদ্বেগের জন্ম হয়েছিল 90 দশকের মাঝামাঝি সময়ে,বোঝা যায় যে এই অঞ্চলে গোপনীয়তার সুরক্ষা দেবার চিন্তা ভাবনা জাতিসংঘের মানবাধিকার নিয়মাবলী গ্রহণ করার অনেক পরে এসেছিল। নব্বইয়ের দশকে, এশিয়া-প্যাসিফিক অঞ্চলের গোপনীয়তার বিশেষজ্ঞরা একটি গোপনীয়তা চুক্তি বানানোর কথা ভেবেছিলেন যেটা এ অঞ্চলে গোপনীয়তার সুরক্ষা বাড়াবে এবং সামঞ্জস্যপূর্ণ করবে ,এই চুক্তির মাধ্যমে ব্যক্তিগত তথ্যের আদান-প্রদান সহজ হবে,কিন্তু গোপনীয়তা লঙ্ঘন করবে না। অর্থনৈতিক এবং বাণিজ্যিক বিষয়ের ক্ষেত্রে এশিয়া প্যাসিফিক অঞ্চলের দেশগুলির এশিয়া প্যাসিফিক ইকোনমিক কোঅপারেশন,(Asia Pacific Economic Co-operation) APEC তৈরি করেছে যেটা ইউরোপের OECD এর সমতুল্য। ***(12)***

APECএর বিস্তৃতি উত্তরের কানাডা এবং চীন এবং দক্ষিনে অস্ট্রেলিয়া এবং নিউজিল্যান্ড অবধি।APEC দেশগুলি ব্যক্তিগত তথ্যের গোপনীয়তা লঙ্ঘন বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা করতে শুরু করেছে।এই উলঙ্ঘনের কারণ স্বয়ংক্রিয় তথ্যের প্রক্রিয়াকরণ এবং তথ্যের অবাধ বিচরণ। এই চিন্তা ভাবনা গুলো

কেবলমাত্র 1995 থেকে 2000 সালের মাঝামাঝি সময় থেকে শুরু হয়েছে,যার মানে APEC OECD থেকে কুড়ি বছর পিছিয়ে রয়েছে। তবুও APEC এর অধীনে নানান ঘোষণাবলী জারি করা হয়েছে। যেমন-

1) ***1995 সালে এশিয়া- প্যাসিফিক ইনফরমেশন ইনফ্রাস্ট্রাকচার, গোপনীয়তার ওপর সিউল ঘোষণা।***

2) ***1998 সালে গোপনীয়তা ও ই- কমার্স এর ওপর সিঙ্গাপুর ঘোষনা। (13)***

এই ঘোষণা গুলির উপর আধারিত এবং কিছু ক্ষেত্রে OECD এর ভিত্তিতে 'Protection of Privacy and Transborder Flows of Personal Data, 1980' এর ভিত্তিতে APEC এশিয়া প্যাসিফিক অঞ্চলের গোপনীয়তার সুরক্ষার জন্য নানান পদক্ষেপ নিয়েছে।

এই সূত্রেই প্রথম পদক্ষেপটি হলো-

1. ***2003 সালে গঠিত হয় এশিয়া প্যাসিফিক প্রিভেসি চার্টার কাউন্সিল। এই চার্টার কাউন্সিলের প্রধান কাজ গুলি হল এশিয়া প্যাসিফিক প্রিভেসি চার্টারের খসড়া তৈরি করা এবং সেই চার্টারটির নিয়মাবলী যাতে দেশ গুলি অনুসরণ করে তার ব্যবস্থা করা।***
2. ***এর আরো লক্ষ্য, গোপনীয়তা সুরক্ষার মূলসূত্র গুলি গঠন করা, যেগুলি বৈধ তথ্য আদান প্রদানের ব্যবস্থা করবে, নজরদারিকে নিয়ন্ত্রণ করবে এবং দখলদারিকে সীমিত করবে এশিয়া- প্যাসিফিক অঞ্চলে।***
3. ***চার্টার কাউন্সিলের মনোনীত নিয়মাবলীর মধ্যে একটা ন্যূনতম ন্যূনতম এবং কাম্য ব্যবস্থা থাকতে হবে এবং এশিয়া প্যাসিফিক অঞ্চলে প্রশাসনিক ব্যবহারের জন্যে।***

4. ***এটাও ঠিক করা হয়েছে, এই প্রিভেসি চার্টার কাউন্সিল পূর্ববর্তী নানান গোপনীয়তা সংক্রান্ত নথির উপর ভিত্তি করে তৈরি করতে হবে। (14)***

নানান নথি গুলি হল-

· 1966 সালের নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকারের আন্তর্জাতিক চুক্তি।

· গোপনীয়তা এবং ট্রান্স বর্ডার প্রবাহ সুরক্ষার উপর OECD নির্দেশিকা ব্যক্তিগত তথ্য,1980

· ইউরোপীয় কনভেনসন কাউন্সিল এর সাথে সম্পর্কিত ব্যক্তিদের ব্যক্তিগত তথ্য স্বয়ংক্রিয় প্রসেসিং, 1981

· ইউরোপীয় ইউনিয়ন গোপনীয়তা নির্দেশিকা

· অস্ট্রেলিয়ার গোপনীয়তা চার্টার,1993

· কানাডিয়ান গোপনীয়তা স্ট্যান্ডার্ড

· নিউ সাউথ ওয়েলসের কমিশনের মতো আঞ্চলিক আইন সংস্কার, কমিশন এর কাজ নজরদারি নীতি এবং হংকং গোপনীয়তা ট্যুর

· আঞ্চলিক গোপনীয়তা আইন-

1. অস্ট্রেলিয়া

2. কানাডা

3. চীন,তাইপেই

4. হংকং

5. নিউজিল্যান্ড

6. দক্ষিণ কোরিয়া

7. মালয়েশিয়া,ম্যাকাও এবং অন্য কোথাও প্রস্তাবিত আইন। (15)

চার্টার কাউন্সিলের প্রথম বৈঠক হয় 12 ই সেপ্টেম্বর 2003 সালে এবং তার আগেই এশিয়া প্যাসিফিকের প্রথম খসড়া তৈরি হয় 2003 ,13 সেপ্টেম্বর,যেটা এশিয়া প্যাসিফিক গোপনীয়তা সনদের প্রথম আলোচনা মূলক খসড়া।এই খসড়াটি চার্টার কাউন্সিলের প্রথম বৈঠকে পেশ করা হয়। এশিয়া প্যাসিফিক অঞ্চলে গোপনীয়তা রক্ষার ক্ষেত্রে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। বস্তুত,এই খসড়াটিকেই এই এশিয়া প্যাসিফিক গোপনীয়তার চার্টার হিসেবে ধরা হয় ।যদিও এটি নির্ধারিত হয়েছে যে ,এই খসড়াটির দ্বিতীয় সংস্করণ তৈরি করা হবে, যেটি এখনো প্রকাশিত হয়নি। প্রথম কার্যনির্বাহী খসড়াটি গোপনীয়তার সংজ্ঞা ব্যাখ্যা করেছে এবং তার গুরুত্ব

প্রকাশ করেছে। গোপনীয়তার, অহেতুক হস্তক্ষেপ নিষেধ করেছে এবং গোপনীয়তার সুরক্ষার জন্য অনেকগুলি নীতি নির্ধারণ করেছে।

[ ] গোপনীয়তা রক্ষার অধিকার এর সমসাময়িক বিতর্ক এবং বর্তমান প্রবণতা:-

সমসাময়িক সামাজিক দৃশ্যে, পরিবর্তনশীল সামাজিক অবকাঠামো এবং জীবনধারার ক্ষেত্রে বিভিন্ন নানান সমস্যার আবির্ভাব হয় ভারত ,মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সহ নানান দেশে গোপনীয়তা রক্ষার অধিকার বিষয়ে।
এশিয়া প্যাসিফিকের গোপনীয়তা চার্টার 2003 সালে প্রস্তাবনার প্রথম খসড়া 1.0 তে গোপনীয়তার সংজ্ঞা দেয়-

". . . 'Privacy' is widely used to refer to a group of related rights which are accepted nationally and internationally. People have rights to the privacy of their own body, private space, freedom from surveillance, privacy of communications, and information privacy . . ."

"গোপনীয়তার সংজ্ঞা" বিশ্লেষণ করে এশিয়া প্যাসিফিক প্রিভেসি চার্টার প্রস্তাবনায় নিম্নলিখিত ধারণা গুলি প্রদান করে,সেগুলি হল -

1. এই সনদটি গোপনীয়তার শব্দটি বিস্তৃত অর্থে সংজ্ঞায়িত করার চেষ্টা করেছে।

2. সংজ্ঞাটি নির্দিষ্ট নয়, কেবল গোপনীয়তার সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গি দিয়েছে।

3. গোপনীয়তা নতুন মাত্রা তৈরীর পরিবর্তে বিদ্যমান জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক নীতির উপর নির্ভর করেছে।

4. এই অর্থে, এই সংজ্ঞার কোনো অনন্যতা নেই।

5. বাস্তবিক ভাবে, এটি গোপনীয়তার কোন একটি নতুন বা ভালো এবং সম্পূর্ণ সংজ্ঞা সরবরাহ করে নি।

6. তাছাড়া এই সনদটি শুধুমাত্র গোপনীয়তার নির্দিষ্ট এলাকায় আচ্ছাদিত হয়েছে। যেমন-

· নিজের শরীরের গোপনীয়তা
· গোপনীয় স্থান
· নজরদারি থেকে স্বাধীনতা

· যোগাযোগের গোপনীয়তা এবং

· তথ্য গোপনীয়তা

7. এই অর্থে, এটি গোপনীয়তার পরিপূর্ণ সংজ্ঞা নয় বরং কেবলমাত্র দৃষ্টান্তমূলক, কারণ এটি গোপনীয়তার অধিকার এর কিছু দিক সম্পর্কে বলেছে আবার অন্যদিক গুলির ক্ষেত্রে নীরব থেকেছে।

গোপনীয়তার সংজ্ঞা ব্যতীত প্রস্তাবনার অন্যান্য দিক রয়েছে ,যা নিচে বিবৃত করা হয়েছে –

- **গোপনীয়তার গুরুত্ব:**

প্রস্তাবনা, গোপনীয়তার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছে এবং করছে। এটি ব্যক্তিগত স্বায়ত্তশাসন এবং সীমিত ও সুরক্ষিত যোগাযোগের উপর নির্ভর করছে। গোপনীয়তার ভিত্তিতে, যা প্রকৃতপক্ষে অধ্যাপক Alan.F.Westin ব্যক্তিগত গোপনীয়তার কাজকে বর্ণিত করেছেন। তাছাড়া গোপনীয়তার অধিকার বিবেচিত হয়েছে মৌলিক মানবাধিকার আইন হিসেবে যা বসবাসের অধিকার এর উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। প্রযুক্তিগত অগ্রগতির ফলে গোপনীয়তার ক্ষেত্রে নতুন বিপদ উদ্বেগ প্রকাশ করছে, যেগুলিকে নতুন ভাবে প্রস্তাবনায় চিহ্নিত করা হয়েছে।

- **গোপনীয়তার অনৈতিক হস্তক্ষেপ নিষিদ্ধ করা**

এটি প্রত্যেকের যুক্তিসঙ্গত প্রত্যাশা হিসেবে বিবেচনা দ্বারা গোপনীয়তার ওপর অনৈতিক হস্তক্ষেপ নিষিদ্ধ করেছে এবং কোন ব্যক্তি যার গোপনীয়তার প্রয়োজন সেটা কি যুক্তি দিয়ে প্রমান করার প্রয়োজন নেই সেটা ধার্য করা হয়েছে। এটি গোপনীয়তা হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে ন্যায় পরায়নতা নীতিগুলি সর্বজনীন প্রয়োগের ওপর নির্ভর করে। ব্যতিক্রম হিসেবে ধার্য করা হয়েছে যে যারা গোপনীয়তা হস্তক্ষেপ করতে চায় তাদের সেই যুক্তি দিয়েই সেটার অধিকার পেতে হবে।

এই অর্থে, চার্টার এর একটি ত্রুটি শনাক্ত করা হয়েছে , এটি গোপনীয়তার ওপর নির্দিষ্ট কিছু সীমাবদ্ধতা রাখেনি বরং বিষয়টি সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী কর্তৃপক্ষের ওপর উন্মুক্ত বিবেচনার ক্ষেত্র হিসেবে ছেড়ে দেওয়া

হয়েছে, যেখানে গোপনীয়তার অনুপ্রবেশের ক্ষেত্রটি বিচারের সময় প্রমাণের ভার বা বার্ডেন অফ প্রুফ অনুপ্রবেশকারীর উপর বর্তায়।

নীতিগুলি লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য সমূহ– প্রস্তাবনায় গোপনীয়তার সুরক্ষিত নীতিগুলি লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য গুলি পরবর্তী অংশে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এটি অবশ্য প্রকাশ করে , এটি এশিয়া প্যাসিফিক অঞ্চলে গোপনীয়তা লঙ্ঘনের ব্যাপারে সচেতনতা তৈরি করতে এবং বিপদ সংকেত গুলি সনাক্ত করার প্রচেষ্টা করেছে। এই নীতি গুলি সব ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য যেমন সর্বজনীন এবং ব্যক্তিগত ক্ষেত্রেও। কিন্তু এই নীতি গুলির একটি ঋণাত্মক বৈশিষ্ট্য হলো এখানে কোন বাধ্যতামূলক শাস্তি নেই কারণ অন্যান্য আন্তর্জাতিক এবং আঞ্চলিক ইন্সট্রুমেন্ট এর মত সনদের ধারা গুলি জাতীয় আইন প্রণয়নের মাধ্যমে অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে, অন্যথায় এটি সম্ভব নয়।

অতএব, বাস্তবায়ন এবং সম্মতি দানের জন্য বিধানগুলি সনদের “Implementation and Compliance Principles” অর্থাৎ নীতির অধীনে তৈরি করা হয়েছে। এছাড়াও সনদের অন্যান্য নীতিগুলির প্রকৃতি তথ্যপূর্ণ।

এই প্রস্তাবনা ছাড়া এই সনদটি পাঁচটি ভাগে বিভক্ত এবং প্রত্যেকটি অংশ গোপনীয়তা রক্ষার জন্য বিভিন্ন নীতি প্রদান করে। সেগুলি হল–

1. প্রথম অংশ– সাধারণ নীতি
2. দ্বিতীয় অংশ– তথ্য গোপনীয়তার নীতি
3. তৃতীয় অংশ– নজরদারির সীমাবদ্ধতা নীতি
4. চতুর্থ অংশ– অনধিকার প্রবেশ এর সীমাবদ্ধতা নীতি
5. পঞ্চম অংশ– বাস্তবায়ন এবং সম্মতি দান এর নীতি

এই পাঁচটি অংশই সনদের গুরুত্বপূর্ণ বিধান।কারণ এই অংশগুলি গোপনীয়তার নীতি নিয়ে সরাসরি বলে এবং এশিয়া প্যাসিফিক অঞ্চলে গোপনীয়তা অধিকারের সীমা নির্ধারণ করে এই নীতি গুলি। গোপন তথ্য হারিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে এবং প্রযুক্তিগত অগ্রগতি যুগে দাঁড়িয়ে এই নীতিগুলি গোপনীয়তার সুরক্ষার জন্য একটি নতুন দিশা খুলেছে।

এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় গোপনীয়তা সনদের গোপনীয়তা নীতি গুলির সাপেক্ষে বিভিন্ন সুবিধা এবং অসুবিধা আছে, সেগুলো নিচে আলোচনা করা হলো।যেগুলি OECD দ্বারা আধারিত কিন্তু অন্যান্য অনেক সাধারণ নীতি গ্রহণ করা হয়েছে।

সুবিধা-

1. এই নীতি গুলি নতুনভাবে তৈরি করা হয়েছে তাই সম্ভাবনা আছে যে বিভিন্ন পরিবর্তন এবং উন্নতির দ্বারা এই নীতি গুলি সুফল আনতে পারে
2. গোপনীয়তা অধিকারের বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির সাথে এই নীতি গুলি সম্পর্কযুক্ত শারীরিক গোপনীয়তার তথ্য থেকে তথ্যের গোপনীয়তা পর্যন্ত ,এগুলি সুবিধাজনক।
3. বিস্তৃত এলাকাগুলি এই নীতি গুলি দ্বারা আচ্ছাদিত।
4. এই নীতি গুলি গোপনীয়তা অধিকারের বিভিন্ন নতুন মাত্রার সাথে আলোচনা করেছে, যেমন বায়োমেট্রিক সীমাবদ্ধতা, ব্যক্তিগত স্থান এবং সাইবার স্পেস গোপনীয়তা যা সমসাময়িক সমাজে উপযুক্ত এবং গুরুত্বপূর্ণ।
5. ব্যক্তিগত পরিসরের ধারণা যদিও পুরনো কিন্তু পূর্বে কোন সংবিধিবদ্ধ নীতি দ্বারা সুরক্ষিত ছিল ন। এই অর্থে এটি একটি নতুন মাত্রা সংযোজন করেছে ।
6. নজরদারির সীমাবদ্ধতা নীতি নির্ধারণ করা ,যেটি সনদের একটি অন্যতম বিশেষ বৈশিষ্ট।এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে তথ্য এবং যোগাযোগ প্রযুক্তির যুগে এটি খুবই প্রয়োজনীয়।
7. “Implementation and Compliance Principles” অন্তর্ভুক্তিকরণ আরো একটি সুবিধা, যা নীতি প্রয়োগের ক্ষেত্রে সহায়ক হবে।

অসুবিধা –

1) সনদের প্রথম এবং সর্বাগ্রে অসুবিধা টি হল এটি এখনো খসড়ার প্রথম পর্যায়ে রয়ে গেছে। সুতরাং, সনদের নীতির প্রয়োগ এবং বাস্তবায়নের জন্য দীর্ঘ পথ চলা বাকি।
2) কোন ইতিবাচক অগ্রগতি সনদের চূড়ান্ত স্বীকৃতির ক্ষেত্রে এ পর্যন্ত তৈরি করা হয়নি।

3) সনদের প্রস্তাবনাগুলি গোপনীয়তার কোন নতুন এবং সম্পূর্ণ সংজ্ঞা প্রদান করেনি, পরিবর্তে পুরনো ধারণা গুলিতেই বিশ্বাস রেখেছে।

4) যদিও অনেক রকম গোপনীয়তা সংক্রান্ত নীতি অবলম্বন করা হয়েছে ,বস্তুত এখানে অনেক রকম অধিকারকে এক ছাতার তলায় নিয়ে আসা হয়েছে।

5) এটির প্রকৃতি প্রকৃতপক্ষে তথ্যবহুল বরং নির্বাহক নয়।

6) যদিও এই নীতি গুলি বাস্তবায়নের জন্য বিধান করা হয়েছে কিন্তু রাষ্ট্রগুলি এই নীতি গুলি অনুসরণ না করলে বাস্তবে কিছুই করা যাবে না।

অতএব, এটা বলা যেতে পারে যে এই সনদটি সুবিধা এবং অসুবিধা ভোগ করছে। এই অসুবিধা গুলি অপসারণ করা উচিত এবং সনদের সুবিধা গুলি যেন হয় ফলপ্রসূ এবং এর উদ্দেশ্য যেন বৃদ্ধি পায়। যদিও এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় গোপনীয়তা সনদের খসড়া এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে তথ্য ও তথ্য গোপনীয়তার সংরক্ষণের জন্য একটি ভালো উদ্যোগ কিন্তু বর্তমানে এই নীতি বাস্তবায়নের জন্য বাঁধা রয়েছে কারণ সনদটি এখনো খসড়া পর্যায়ে রয়েছে এবং আরও দীর্ঘ পথ চলা বাকি।

সমসাময়িক বিতর্ক এবং গোপনীয়তা অধিকারের বর্তমান প্রবণতা: মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ভারতের একটি গবেষণা

- বর্তমান সামাজিক পরিস্থিতিতে তথ্যের সুরক্ষা ও গোপনীয়তার ক্ষেত্রে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ভারতের নানান নতুন সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে। তার প্রধান কারণ সামাজিক পরিকাঠামো ও জীবনশৈলীর পরিবর্তন।প্রচুর নতুন আইন পাস করা হয়েছে যার ফলে নতুন অধিকারের সৃষ্টি হয়েছে। নতুন অধিকারের জন্মের সঙ্গে সঙ্গে নানা নতুন জটিলতা দেখা দিয়েছে এবং সমাজে বিতর্ক সৃষ্টি করেছে। এটা সত্যি যে গোপনীয়তার অধিকার একটি গুরুত্বপূর্ণ মানবাধিকার, যার সুরক্ষা ছাড়া মানব সমাজের ক্রমবর্ধমান প্রগতি স্থগিত হয়ে যাবে কিন্তু এর সঙ্গে সঙ্গে এটাও মনে রাখতে হবে যে, অন্য নানান অধিকার যা হয়তো গোপনীয়তার অধিকার এর সঙ্গে সমান তালে চলে না সেগুলোর সুরক্ষাও মানব সভ্যতার অগ্রগতির

জন্য প্রয়োজন। তাই অন্য মানবাধিকার গুলিকেও সমান গুরুত্ব দেওয়া উচিত। গোপনীয়তার অধিকার খর্ব করা উচিত যখন যেখানে প্রয়োজন।

তথ্যের স্বাধীনতা এবং গোপনীয়তার অধিকার

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ব্যক্তি স্বাধীনতাকে গুরুত্ব দেওয়া হয়। তাই সে দেশে আইনি ব্যবস্থা রাখা হয়েছে সমস্ত অধিকার রক্ষার্থে এবং তা করা হয়েছে অনেক দেশের আগেই । 1966 সালে আমেরিকা তথ্য স্বাধীনতা আইন পাশ করে যার ফলস্বরুপ যেকোনো নাগরিক সরকারি তথ্য পেতে পারে অনুরোধ করলে। মার্কিন তথ্য স্বাধীনতা আইন 1966 তথ্যের মুক্ত প্রবাহকে রুখেছে জাতীয় প্রতিরক্ষা ও বিদেশনীতির গোপনীয়তার অধিকার অভ্যন্তরীণ ব্যক্তিগত নিয়মাবলী, বানিজ্যিক গোপনীয়তা, গোপন ব্যবসা সংক্রান্ত তথ্য, পেশাদারী চিঠি ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য সংক্রান্ত ফাইল এবং রেকর্ড হেতু। এই আইন বিভিন্ন রেকর্ড এ গোপনীয়তা বজায় রেখেছে যেগুলো তথ্য স্বাধীনতার আওতায় আসে না । তাই তথ্য স্বাধীনতার অধিকার গোপনীয়তা অধিকারের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত যেটা একমাত্র জনস্বার্থে খর্ব করা যেতে পারে।

Snowden case

তথ্য স্বাধীনতা এবং গোপনীয়তার অধিকার সংক্রান্ত সবচেয়ে বড় কেলেঙ্কারি। এই বিষয়ক মামলাটি এডওয়ার্ড স্নোডেনকে নিয়ে, তিনি একজন মার্কিন তথ্যপ্রযুক্তি কর্মী প্রাক্তন সেন্ট্রাল ইন্টেলিজেন্স এজেন্সি এর কর্মী এবং মার্কিন সরকারের প্রাক্তন ঠিকাদার, যিনি গোপন এবং সুরক্ষিত তথ্য মার্কিন জাতীয় সিকিউরিটি এজেন্সি এর থেকে কপি করে বিনা অনুমতিতে ফাঁস করে দেন 2013 সালে, তার ফাঁস করা তথ্য থেকে নানান আন্তর্জাতিক নজরদারি প্রকল্পের খবর মেলে ,যেগুলি আমেরিকার জাতীয় সুরক্ষা এজেন্সি চালাচ্ছিল এবং কিছু ব্যক্তি বিশেষের ঘরোয়া জীবনের ও নজরদারি চলছিল ফোন টাইপিং এর মাধ্যমে, যা করা হচ্ছিল টেলিফোন কোম্পানির সাহায্য নিয়ে। যদিও মার্কিন সরকার এর পিছনে কারণ হিসেবে দেখিয়েছিল সন্ত্রাসবাদকে রোখার জন্য তবুও স্নোডেনের ক্রিয়া-কলাপ মার্কিন নাগরিকদের জন্য তথ্যের গোপনীয়তার ক্ষেত্রে নানা

প্রশ্ন তুলে ধরে। তাই তথ্য স্বাধীনতা সংক্রান্ত অনুরোধ অনেকাংশে বেড়ে গেছে কারন মানুষ জানতে চাইছে মার্কিন নাগরিকরা সরকারের নজরদারির শিকার হচ্ছেন কি না ! তাই স্নোডেনের কেসটি আমেরিকার সরকারের অধিকার ও তথ্য স্বাধীনতা বনাম গোপনীয়তার অধিকার একটি বিতর্ক সৃষ্টি করেছে। প্রশ্ন উঠেছে যে একটি সরকার নাগরিকদের জীবনে কতটা প্রবেশ করতে পারবে ,প্রতিরক্ষা এবং তথ্য স্বাধীনতার স্বার্থে এবং বিপরীত দিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র গোপনীয়তা আইন 1974 প্রণয়ন করেছে যার দ্বার ব্যক্তিগত তথ্যের সুরক্ষার অধিকার মানুষকে দেওয়া হয়েছে এবং রাষ্ট্রের অযাচিত হস্তক্ষেপ থেকে সুরক্ষা দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও নাগরিকদের তথ্য স্বাধীনতার অধিকার রয়েছে যা ব্যবহার করে তারা জানতে পারে তাদের ব্যক্তিজীবনে সরকার নজরদারি করছে কিনা! এসব অধিকারের সংমিশ্রণে আমেরিকায় একটি জটিল পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে গোপনীয়তার অধিকার এবং তথ্য স্বাধীনতার টানাপোড়েনে।

- **তথ্যের গোপনীয়তা এবং গোপনীয়তার অধিকার: ভারতীয় আইনে দৃশ্যকল্পের একটি বিবৃতি**

তথ্য স্বাধীনতা সুরক্ষার ক্ষেত্রে ভারত উদ্যোগী হয়েছে কিন্তু এক্ষেত্রে এই শব্দটি ব্যবহার করেনি বরং এটি তথ্যের অধিকার অর্থাৎ রাইট টু ইনফরমেশন শব্দটি ব্যবহার করেছে। এক্ষেত্রে ভারতে আইনি এবং বিচারিক উদ্যোগ সত্যিই উল্লেখযোগ্য। সমগ্র অঞ্চলজুড়ে তথ্য সরবরাহের অনুমতি প্রদানের জন্য এটি তথ্য অধিকার আইন, 2005 প্রণয়ন করেছে, পাশাপাশি সাধারণ জনগণের তথ্যের অধিকার রক্ষার জন্য। তবে কিছু নির্দিষ্ট ব্যতিক্রম রয়েছে যার অধীনে তথ্য অধিকার সীমিত করা হয়েছে। এর মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ নিষেধাজ্ঞা তথ্য অধিকার আইন, 2005 এর 8 নম্বর ধারার অধীনে আরোপিত হয়েছে যা গোপনীয় ও ব্যক্তিগত তথ্য প্রকাশে প্রতিরোধ করেছে । এটাই গোপনীয়তা সুরক্ষার বিধান এই আইনের ক্ষেত্রে এবং এটাই তথ্যের অধিকার থেকে গোপনীয়তার অধিকারকে সুরক্ষিত করছে।

ভারতের গোপনীয়তার অধিকার রক্ষার জন্য এটি একটি বড় উদ্যোগ, কারণ কিছুদিন আগে অবধি ভারতে কোনো গোপনীয়তা আইন প্রণয়ন করা হয়নি । শুধু খসড়া করা হয়েছিল, দুটি বিল অর্থাৎ গোপনীয়তা বিল, 2011 এবং ব্যক্তিগত তথ্য সুরক্ষা বিল ,2014 যেগুলি অস্পষ্ট এবং বিতর্কিত ছিল। ভারতীয় বিচার বিভাগ

পরবর্তীকালে 2017 এর আগস্ট মাসে বিচারিক সিদ্ধান্তে আসেন এবং একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেন ব্যক্তিগত গোপনীয়তার অধিকার সুরক্ষিত করার দাবিতে। যার ফলস্বরুপ সংবিধানের 21 নম্বর ধারায় রাইট টু ইনফরমেশন এবং পার্সোনাল লিবার্টির অংশরূপে রাইট টু প্রাইভেসি সংযোজিত হয়েছে ।

- **গোপনীয়তা এবং বায়োমেট্রিক সক্ষম জাতীয় কার্ড: অনুকুল ও প্রতিকুল যুক্তিতর্ক**

11 ই সেপ্টেম্বর 2001 এর পর, সন্ত্রাসবাদের প্রতিরোধ করা নিয়ে সারা বিশ্বে নানান উদ্বেগের জন্ম হয়েছিল এবং একই সাথে একটি প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে যা দেশব্যাপী ইউনিক আইডেনটিটি সিস্টেম চালু করার মাধ্যমে সন্ত্রাসবাদ বিরোধী ব্যবস্থা হিসেবে অবৈধ অভিবাসন ও অন্যান্য প্রতারণামূলক কাজকর্ম প্রতিরোধ করবে।

এই অবস্থায় স্মার্ট কার্ড ভিত্তিক প্রযুক্তি সারা বিশ্বের বিভিন্ন দেশে চালু করা হয়েছে। টেলিফোন কার্ড, কর্মচারী কার্ড ,এটিএম কার্ড, মোবাইল ফোনের সিম কার্ড ইত্যাদি হল স্মার্ট কার্ডের উদাহরণ। এই স্মার্ট কার্ড এর সাফল্যের পর, দেশগুলি সন্ত্রাসবাদ এবং সেই আনুষঙ্গিক কার্যকলাপকে প্রতিরোধ করতে বায়োমেট্রিক সক্ষম জাতীয় আইডি কার্ড চালু করেছে।

বর্তমানে বিভিন্ন দেশে ,যেমন -বেলজিয়াম, লুক্সেমবার্গ ,জার্মানি, ফ্রান্স, পর্তুগাল এবং স্পেনে সরকারি বাধ্যতামূলক জাতীয় আইডি কার্ড আছে কিন্তু নর্ডিক আইনের দেশ গুলি যেমন সুইডেন এবং সাধারণ আইনের দেশগুলি যেমন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, নিউজিল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া এবং আয়ারল্যান্ড এর এই কার্ড নেই কারণ তারা পরম্পরাগত ভাবে জাতীয় আইডি কার্ড তৈরি করার প্রচেষ্টা প্রত্যাখান করেছে। ***(16)*** ব্রিটেন পরিচয় পত্র আইন, 2006 প্রণয়ন করে জাতীয় আইডি কার্ডগুলির একটি সিস্টেম প্রতিষ্ঠা করেছে কিন্তু ব্যক্তিগত কার্ড ধারকদের গোপনীয় তথ্য হারিয়ে যাওয়া এবং ক্ষতির জন্য বিপরীত মন্তব্য এবং সমালোচনার মুখে পড়েছে এই ব্যবস্থাটি, যার দারুন 2011 সালে আইনটি বাতিল করা হয়েছে এবং ব্যবস্থাটিকে ধ্বংস করা হয়েছে।

ন্যাশনাল আইডি কার্ড সিস্টেম এর প্রতিষ্ঠার প্রতি বিশ্বব্যাপী নেতিবাচক মনোভাব প্রদর্শিত হয়েছে এই ধরনের কার্যকলাপের মাধ্যমে।

- **ন্যাশনাল আইডি সিস্টেম এবং এর সমস্যা সমূহ: একটি অনুমান**

বিশ্বজুড়ে বিদ্যমান জাতীয় আইডি ব্যবস্থাগুলি বিভিন্ন সমস্যায় ভুগছে এবং সমাজের বিভিন্ন বিভাগ থেকে আপত্তি জানানো হয়েছে। এই ক্ষেত্রে ন্যাশনাল আইডি স্কিমগুলির ছয়টি নির্দিষ্ট সমস্যা নিচে তালিকাভুক্ত করা হলো-

1. National ID System বিবৃত উদ্দেশ্য পূরণ করতে ব্যর্থ হয়েছে।

2. জাতীয় আইডি সিস্টেম আরো সমস্যার সৃষ্টি করেছে।

3. জাতীয় আইডি সিস্টেম গুপ্ত অভিসন্ধি বহন ত করে।

4. জাতীয় আইডি সিস্টেম অলক্ষিত ভাবে প্রবেশ করা এবং বৈষম্যের কাজ করে।

5. জাতীয় আইডি সিস্টেম এর ক্ষেত্রে গোপনীয়তার ঝুঁকি থেকেই যায়।

6. জাতীয় আইন আইডি সিস্টেম, ক্ষমতার ভারসাম্য ব্যক্তি থেকে রাষ্ট্রের দিকে নিয়ে যায়।

- **জাতীয় আইডি সিস্টেম এর ভূমিকা গোপনীয়তার জন্য বিপদ: বাস্তব প্রভাব**

ন্যাশনাল আইডি সিস্টেম এর ভূমিকা ব্যক্তিগত গোপনীয়তার অধিকার এর ক্ষেত্রে বিভিন্ন বিপদের সৃষ্টি করতে পারে। এর বিভিন্ন কারণ আছে। প্রতিটি পরিচয় শনাক্তকরণের সিস্টেম আইডি কার্ডে একটি support register এর মাধ্যমে তৈরি হয় যার মধ্যে ব্যক্তিগত তথ্যাবলী থাকে যেগুলি, ID কার্ডগুলির সমান্তরালভাবে কাজ করে। যখন এই তথ্য একটি কেন্দ্রীয় ডাটাবেসের উপর রাখা হয়, তখন আইডি নম্বর একাধিক সরকারি সংস্থাগুলোর জন্য একটি সাধারন শনাক্তকারী নম্বর হিসেবে কাজ করে। এই ব্যাপারটি যে ঝুঁকিগুলি বহন করে তা সত্যিই বিশাল।

কেন্দ্রীভূত তথ্য মানে কেন্দ্রীয় শক্তি। একটি জাতীয় পরিচিতি চিহ্নিতকরণ যদি আইডি কার্ডের মধ্যে ধরা থাকে তাহলে একজন মানুষের ব্যাপারে নথিবদ্ধ করা বিভিন্ন তথ্য বিভিন্ন জায়গা থেকে সংগ্রহ করে এক জায়গায় এনে তা বিভিন্ন ভাবে ব্যবহৃত হতে পারে। এর ফলে একটি তথ্যের সমষ্টি অন্য তথ্যের ওপর প্রভাব ফেলতে পারে।

একটি জাতীয় শনাক্তকরণের ব্যবস্থা যেটি একটি আইডি কার্ড এর মধ্যে রয়েছে, তা একজন ব্যক্তির সম্বন্ধে নানা জায়গায় ছড়ানো বিবিধ তথ্যকে সহজেই যুক্ত করতে এবং data mining এর দ্বারা বিশ্লেশণ করতে সাহায্য করে। তাই ব্যক্তি নাগরিকের গোপন তথ্যের গোপনীয়তার অধিকার গুরুতর ভাবে বিপদের মুখে পড়তে পারে।

- **গোপনীয়তার অধিকার এর ক্ষেত্রে বায়োমেট্রিক সক্রিয় জাতীয় আইডি কার্ড এর প্রভাব-:**

  বায়োমেট্রিক জাতীয় আইডি কার্ড সিস্টেম এর প্রধান সমস্যা হলো, প্রযুক্তি ব্যবহারের পরিমাণ গোপনীয়তার অধিকারকে গুরুতরভাবে লংঘণ করছে। যা একেবারেই নায্য নয়। এমনকি রাষ্ট্রের স্বার্থের ভিত্তিতেও নয়।

  যদি কেউ জাতীয় স্বার্থের জন্য ব্যক্তিগত গোপনীয়তা আত্মত্যাগ করতে চায় , সে ক্ষেত্রে, তবু দেশের বাণিজ্যিক সংগঠন ও সরকারের দাবী যে, বায়োমেট্রিক টেকনোলজি সেই লক্ষ্য পূরণের মূল চাবিকাঠি, যা প্রশ্নসাপেক্ষ এবং অস্থিতিশীল।

- **বায়োমেট্রিক সক্রিয় জাতীয় আইডি কার্ড সিস্টেম এর অসুবিধাসমূহ :-**

  বেশিরভাগ গবেষণায় বায়োমেট্রিক সক্রিয় জাতীয় আইডি কার্ড সিস্টেমে অসুবিধা গুলি উল্লেখ করেছে যা নিম্নে আলোচিত হল–

  1. একটি প্রদত্ত বায়োমেট্রিক ব্যবস্থায় প্রত্যেককেই অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব নয় ।
  2. প্রত্যেক বৈধ ব্যবহারকারী বায়োমেট্রিক সিস্টেম চিনতে পারবে তাও নয় ।
  3. প্রত্যেকটি অবৈধ ব্যবহারকারীকে বায়োমেট্রিক সিস্টেম কিন্তু আটকাতে পারবে তাও নয়।

- **বায়োমেট্রিক সক্রিয় জাতীয় আইডি কার্ড সিস্টেম ভারতীয় দৃশ্যকল্পে: গোপনীয়তার অধিকার এর জন্য একটি গুরুতর উদ্বেগ:-**

বায়োমেট্রিক সক্ষম জাতীয় আইডি কার্ড সিস্টেম এর অসুবিধা গুলি এবং গোপনীয়তার অধিকারের বিপদ্মুলি সত্ত্বেও, ভারত এই ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য একটি প্রকল্প চালু করেছে।পশ্চিমী দেশগুলো, বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ব্রিটেন অনুভব করেছে যে, এই ব্যবস্থাটি নাগরিকদের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা এবং গোপনীয়তার অধিকার এর ক্ষেত্রে বিপদের সৃষ্টি করে ,অধিকার গুরুতরভাবে লংঘণ করে, কারন শেষ পর্যন্ত এটি নজরদারি সমাজ গঠনের ক্ষেত্রে সাহায্য করে যা সার্বভৌমত্ব রাজ্যের সময়ে বিদ্যমান ছিল এবং বর্তমান সমাজে যা প্রত্যাশিত নয়। এই ব্যবস্থার সমস্ত প্রতিকূল প্রভাব জানার পরেও, ভারত এই ব্যবস্থাটি এখানে চালু করেছে।

- **আধার কার্ড:- ভারতের বায়োমেট্রিক সক্ষম জাতীয় আইডি কার্ড**

ভারতে বায়োমেট্রিক সক্ষম জাতীয় আইডি কার্ড ব্যবস্থা অনন্য সনাক্তকরণ নাম্বার তৈরী করে যাকে আমরা আধার নাম্বার বলি। যেটি জাতীয় আইডি কার্ডে মুদ্রিত হয়, তাকে আধার কার্ড বলি। আধার ইউনিক আইডেন্টিফিকেশন নাম্বার সিস্টেম কে আইনি সমর্থন প্রদানের জন্য ভারতীয় সংসদ (আর্থিক বন্টন এবং ভর্তুকি,উপকারিতা এবং পরিষেবা বিতরণের লক্ষ্যবস্তুভিত্তিক)আধার আইন, 2016 গঠন করেছে। এই আইনের মূল উদ্দেশ্য হলো সুশাসন, দক্ষ, স্বচ্ছ এবং ভর্তুকিবন্টন, সুবিধা এবং পরিষেবার জন্য যার ব্যয় ভারতে একত্রিত তহবিল করা হয়, ভারতের বসবাসকারী ব্যাক্তিদের জন্য একটি অনন্য পরিচয় পত্র তৈরি করার মাধ্যমে। এই আইন 'ভারতের একটি স্বতন্ত্র শনাক্তকারী কতৃপক্ষ' (Unique Identification Authority of India, UIDAI) প্রতিষ্ঠা করে, যার নির্দিষ্ট জনসংখ্যা ভিত্তিক এবং বায়োমেট্রিক তথ্য যা registration এর জন্য সংগৃহীত হয়। এছাড়া আধার নম্বর নাগরিকদের প্রেরণ করার,যাচাই করার এবং কোন কোন সরকারি ভর্তুকি ও সেবায় আধার ব্যবহৃত হবে তা নির্দিষ্ট করার ক্ষমতাও UIDAI এর আছে।

- **আধার এবং গোপনীয়তা লঙ্ঘন: ভারতীয় অবস্থার পরীক্ষা:-**

  আধার আইন, 2016 বিধান তৈরি করেছে UIDAI এর সাথে রাখা ব্যক্তিগত তথ্যের সুরক্ষার জন্য এবং সেই অনুযায়ী ইউআইডিএআই, প্রমাণীকরণ রেকর্ড সহ পরিচয় তথ্যের নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে। যেমন, কিছু তথ্য কারো কাছে প্রকাশ করা উচিত নয়। আদালতকেও পুরোটা নয়। কেবলমাত্র যুগ্মসচিবকে জানানো যেতে পারে দেশের স্বার্থে কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশ অনুযায়ী।

  যদিও আধার আইন–বিধান সৃষ্টি করেছে ব্যক্তিগত তথ্যের সুরক্ষার জন্য এবং এতে বিধান লংঘনের ক্ষেত্রে কঠোর ভাবে শাস্তি নির্ধারিত আছে কিন্তু এটি গুরুতর প্রভাব সৃষ্টি করেছে ব্যক্তির গোপনীয়তার অধিকার এর ক্ষেত্রে এবং দেশব্যাপী উদ্বেগ সৃষ্টি হয়েছে। গোপনীয়তার অধিকার সম্পর্কে কোনো সংবিধানের নিয়মাবলীর অনুপস্থিতিতে, এই অধিকারের সবদিক ভারতে বিশেষ ভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়নি। যেমন, নাগরিকদের গোপন তথ্য ভুল ব্যক্তির হাতে পড়ে ব্যক্তিগত তথ্য হারিয়ে যাবার সম্ভাবনা প্রতিটি ক্ষেত্রেই রয়েছে।

ভিত্তি এবং গোপনীয়তা লঙ্ঘন পুনর্বিবেচনার জন্য ভারতীয় বিচার বিভাগের ভূমিকা: একটি মৌলিক অধিকার হিসেবে গোপনীয়তার অধিকার ঘোষণা:-

ভারতে আধার প্রকল্প চালু হওয়ার সময় থেকেই সমাজের বিভিন্ন স্তর থেকে সমালোচিত হয়েছে, বিশেষ করে নাগরিকদের ব্যক্তিগত তথ্য লংঘিত হাওয়ার কারণে ।ভারত জুড়ে একটি উদ্বেগের সৃষ্টি হয়েছে এবং ভারতের বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই আধার সিস্টেম গোপনীয়তার মৌলিক অধিকার লংঘনের বিষয়ে অনেক মামলা সুপ্রিম কোর্টে দায়ের করা হয়েছে। ভারতের সুপ্রিম কোর্ট সব মামলাগুলি সন্নিবদ্ধ করেছে এবং সেই অনুযায়ী দৃষ্টিপাত করেছে ।

এগুলোর মধ্যে সর্ব প্রথম এবং প্রধান মামলাটি হল বিচারপতি K. S. Puttaswamy বনাম ভারত ইউনিয়ন মামলা ***(17)*** যেখানে ভারতের সুপ্রিম কোর্টের নয়জন বিচারকের বেঞ্চ ভারতের সংবিধানে 21 নম্বর

ধারার অধীনে মৌলিক অধিকার হিসেবে সর্বজনীনভাবে গোপনীয়তার অধিকার ঘোষণা করেছে। ভারতের তৎকালীন সুপ্রিম কোর্টের নয়জন বিচারকের সাংবিধানিক বেঞ্চ তার পূর্ববর্তী সিদ্ধান্ত বাতিল করেছে এম পি শর্মা বনাম সতীশ চন্দ্র এবং খরক সিং বনাম UP রাষ্ট্রের মামলায়। বিচারপতি D. Y. Chandrachud আদালতের রায় ঘোষণা করেছেন। অবশেষে, বেঞ্চ রায় দিয়েছে-

". . . 3(C) Privacy is a constitutionally protected right which emerges primarily from the guarantee of life and personal liberty in Article 21 of the Constitution. Elements of privacy also arise in varying contexts from the other facets of freedom and dignity recognised and guaranteed by the fundamental rights contained in Part III;

(D) Judicial recognition of the existence of a constitutional right of privacy is not an exercise in the nature of amending the Constitution nor is Court embarking on a Constitutional function of that nature which is entrusted to Parliament;

(E) Privacy is the Constitutional core of human dignity. Privacy has both a normative and descriptive function. At a normative level privacy subserves those eternal values upon which the guarantees of life, liberty and freedom are founded. At a descriptive level, privacy postulates a bundle of entitlements and interests which lie at the foundation of ordered liberty;

(F) Privacy includes at its core the presentation of personal intimacies, the sanctity of family life, marriage, procreation, the home and sexual orientation. Privacy also connotes a right to be left alone. Privacy safeguards individual autonomy and recognises the ability of the individual to control vital aspects of his or her life. Personal choices governing a way of life are intrinsic to privacy. Privacy protects heterogeneity and recognises the plurality and diversity of our culture. While the legitimate expectation of privacy may vary from the intimate zone to the private zone and from the private to the public arenas, it is important to underscore that privacy is not lost or surrendered merely because the individual is in a public place. Privacy attaches to the person since it is an essential facet of the dignity of the human being . . .

(H) Like other rights which form part of the fundamental freedoms protected by Part III, including the right to life and personal liberty under Article 21, privacy is not an absolute

right. A law which encroaches upon privacy will have to withstand the touchstone of permissible restrictions on fundamental rights . . .

5 Informational privacy is a facet of the right to privacy. The dangers to privacy in an age of information can originate not only from the state but from non-state actors as well. We commend to the Union Government the need to examine and put into place a robust regime for data protection. The creating of such a regime requires a careful and sensitive balance between individual interests and legitimate concerns of the state. The legitimate aims of the state would include for instance protecting national security, preventing and investigating crime, encouraging innovation and the spread of knowledge and preventing the dissipation of social welfare benefits. These are matters of policy to be considered by the Union government while designing a carefully structured regime for the protection of the data . . .” ***(18)***

অতএব, তাৎক্ষণিক ঘটনার ক্ষেত্রে ভারতের সুপ্রিম কোর্টের সিদ্ধান্ত গোপনীয়তা রক্ষার ক্ষেত্রে একটি দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। সুপ্রিম কোর্ট স্পষ্ট ভাবে ঘোষিত করে যে গোপনীয়তার অধিকার মৌলিক অধিকার হিসেবে ভারতের সংবিধানের 21 নম্বর ধারায় Right to Life এবং Personal Liberty এর সাথে মানুষের মর্যাদার একটি অংশ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। এটি আসলে গোপনীয়তার অধিকারের বিভিন্ন দিক চিন্হিত করে এবং সীমিত অধিকার হিসেবে ঘোষণা করে এবং তথ্য গোপনীয়তার সুরক্ষার জন্য উদ্বেগ সৃষ্টি করে,যা এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে খুবই জরুরী। সুপ্রিম কোর্ট কেন্দ্রীয় সরকারকে তথ্য গোপনীয়তা এবং তথ্যের সুরক্ষার জন্য যথাযথ পদক্ষেপ নিতে নির্দেশ করেছে। রায়তে উল্লেখিত কিছু নির্দিষ্ট রাষ্ট্রীয় স্বার্থের ভিত্তিতে কেবলমাত্র এটি বাদ দেওয়া যেতে পারে। সুতরাং, এই রায়টি ভারতের গোপনীয়তা অধিকারের ক্ষেত্রে একটি দৃঢ় পদক্ষেপ, যেখানে বিচার বিভাগের সক্রিয়তা নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়।

- **বিচারপতি K. S. Puttaswamy বনাম ভারত ইউনিয়নের মামলার রায়ের পরে ভারতে আধার কার্ড সিস্টেমের অবস্থান**

  মূলত সারা ভারতে তথ্য গোপনীয়তা এবং ব্যক্তিগত স্বাধীনতা লঙ্ঘনের উদ্বেগ উত্থাপিত হয়েছে আধার কার্ড সিস্টেম চালু হওয়ার পর এবং বিভিন্ন মামলা বিভিন্ন হাইকোর্টে এবং

ভারতের সুপ্রিম কোর্টে দায়ের করা হয়েছে। এই সব মামলা গুলোই আধার কার্ড সিস্টেম কে চ্যালেঞ্জ করেছে যা গোপনীয়তার মৌলিক অধিকার লংঘন করছে যেগুলি 2012 সাল থেকে রিট পিটিশনের রূপে দায়ের করা হয়েছে। এরপর ভারতের সুপ্রিম কোর্টের পাঁচ বিচারকের বেঞ্চ তৈরি করা হয় এটা নির্ধারণ করতে যে, গোপনীয়তার অধিকার আধার কার্ড সিস্টেম এর কারণে লংঘিত হচ্ছে কিনা কিন্তু ভারতের অ্যাটর্নি জেনারেল এখানে যুক্তি দিয়েছেন কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষে যে, ভারতে গোপনীয়তার অধিকার কখনোই মৌলিক অধিকার ছিল না। এ অবস্থায় ভারতের সুপ্রিম কোর্টের নয়জন বিচারপতির বেঞ্চ গোপনীয়তার অধিকার মৌলিক অধিকার নাকি নয়, এ বিষয়ে পরীক্ষা করার জন্য গঠিত হয়।

অবশেষে, এই নয় জন বিচারক 24.8.2017 তারিখে রায় ঘোষণা করে যে ভারতের গোপনীয়তার অধিকার হলো ভারতের মৌলিক অধিকার। তখন এই নয়জন বিচারকের সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে পাঁচজন বিচারকের বেঞ্চ এর পক্ষে আধার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার পথ সুগম হয়।

24.8.2017 তারিখের সিদ্ধান্তটি নি:সন্দেহে আধার কার্ড সিস্টেম এর ক্ষমতা হ্রাস করেছে এবং সিদ্ধান্তে এসেছে যে ব্যক্তিগত গোপনীয়তার অধিকার কেন্দ্রীয় সরকার কিন্তু লংঘন করতে পারেনা।

- **গোপনীয়তা বনাম নারকো বিশ্লেষণ, ব্রেন ম্যাপিং এবং পলিগ্রাফ টেস্ট: মানুষের দৈহিক বিশুদ্ধতার উপর একটি অনাচার :-**

অপরাধমূলক বিচার ব্যবস্থা সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছেছে ফরেনসিক বিজ্ঞান আবিষ্কার এর সাথে সাথে। এটি অপরাধ শনাক্তকরণ ও সমাধানের জন্য মৌলিক বিজ্ঞানের কাঠামো এবং কৌশলগুলি প্রয়োগ করার পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট অপরাধমূলক মামলার সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেয়। ফরেনসিক বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে নারকো বিশ্লেষণ, ব্রেন ম্যাপিং এবং পলিগ্রাফ টেস্ট তিনটি উদ্ভূত কাঠামো, যা অপরাধ তদন্তের ক্ষেত্রে খুব জরুরী সরঞ্জাম হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে।

ভারতের অপরাধ শনাক্তকরণের ক্ষেত্রে নারকো বিশ্লেষন আরো জনপ্রিয় পদ্ধতি হয়ে উঠেছে। এটি একটি সাইকোথেরাপির প্রকার এবং বৈজ্ঞানিক জিজ্ঞাসাবাদের একটি কার্যকরী সহায়ক। নারকো বিশ্লেষণ হল একটি অভিযুক্তকে জিজ্ঞাসাবাদের পদ্ধতি, যেখানে সেই অভিযুক্তকে কিছু নির্দিষ্ট ওষুধের মাধ্যমে আধো অবচেতন করে রাখা হয় এবং নানান প্রশ্ন করা হয় যখন সে আধো ঘুমন্ত অবস্থায় থাকে।***(18)*** polygraph টেস্ট হল আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈজ্ঞানিক কাঠামো তদন্তের ক্ষেত্রে। এটি আসলে মিথ্যা শনাক্ত করে এবং মাঝে মাঝে মানসিক অবস্থা শনাক্ত করার জন্য ব্যবহৃত হয়। এটি এমন একটি যন্ত্র যা শরীরবৃত্তীয় কার্যকলাপগুলো রেকর্ড করা এবং পরিমাপ করা যায়, যেমন মানুষের শরীরে রক্তের চাপ, পালস রেট, শ্বাসযন্ত্রের সিস্টেম এবং ত্বকের পরিবাহিতা যখন অপরাধ সম্পর্কিত কোন প্রশ্ন করা হয় এবং সে উত্তর দেয়। পলিগ্রাফ টেস্ট আসলে সাধারণ অবস্থা থেকে পলিগ্রাফ পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর সময়ে স্নায়ুতন্ত্রের কারণে সৃষ্ট সকল প্রাকৃতিক পরিবর্তন পরিমাপ করে, পরিবর্তনটি একজন ব্যক্তির স্বাভাবিক নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায় যখন বিষয়টির ব্যাপারে মিথ্যা বলার চেষ্টা করে, তখন এই প্রতিক্রিয়ার পরিবর্তন গুলি আরো স্বচ্ছ হয়।

অপরাধের তদন্তের ক্ষেত্রে পরবর্তী পদ্ধতি হলো ব্রেন মাপিং। এটি প্রথমে ব্রেন থেকে নির্গত একটি বিশেষ বৈদ্যুতিন সিগনাল পি 300 এর সঙ্গে ধাক্কা দিয়ে শুরু হয় যেহেতু এটি EEG সিগন্যাল এবং গ্রাফের উপর ভিত্তি করে সেহেতু অভিযুক্তর কথা বলার কোন প্রয়োজন হয় না এবং সে তা নীরবতা পালনের অধিকার বজায় রাখতে পারে এক রকম ভাবে। সন্দেহভাজনের মাথায় একটি বিশেষ হেয়ার ব্যান্ড লাগানো হয় যার মধ্যে ইলেকট্রনিক সেন্সর থাকে যা মাথার খুলির বিভিন্ন অংশ থেকে EEG-র পরিমাপ করে। সন্দেহভাজন কম্পিউটারের দিকে দেখে যেখানে শব্দ,ছবি ,বাক্যাংশ ইত্যাদি মাঝে মাঝে সরাসরি দেখানো হয়।***(19)*** অর্থাৎনারকো বিশ্লেষণ, ব্রেন মাপিং এবং পলিগ্রাফ টেস্ট অপরাধ শনাক্তকরণের ক্ষেত্রে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ ফরেনসিক টেস্ট ,যা পুরোপুরি ভাবে গঠিত হয় মানুষের শারীরিক বিশুদ্ধতার দ্বারা। যদিও এটি শুধুমাত্র অপরাধ শনাক্তকরণের

দরকারি পদ্ধতি হিসেবে প্রমাণিত কিন্তু এই পরীক্ষায় মানব দেহ ব্যবহারের ফলে, গোপনীয়তার অধিকার এর সঙ্গে পরীক্ষা গুলির মধ্যে সংঘর্ষ ঘটেছে।

অপরাধ শনাক্তকরণের জন্য এই তিনটি পদ্ধতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ব্রিটেন এ ব্যবহার করা হয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় থেকে। আসলে, এই পদ্ধতি গুলি পাশ্চাত্য দেশগুলিতে অপরাধ প্রতিরোধের জন্য ব্যবহার করা হয়, কারণ এগুলিকে শান্তিপূর্ণ পদ্ধতি বলা হয়। স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে, ভারত ও অপরাধ শনাক্তকরনের জন্য এই পদ্ধতি গুলো ব্যবহার করা শুরু করেছে এবং ভারতের বিচার বিভাগ কখনোই এই পদ্ধতির ব্যবহার প্রতিহার করেনি। কিন্তু সম্প্রতি, ভারতের সুপ্রিম কোর্ট Selvi বনাম কর্নাটক রাজ্যের মামলা ***(20)*** এই পরীক্ষা ব্যবহার সংক্রান্ত আপত্তি ব্যক্তিগত স্বাধীনতা লংঘনের অধীনে ভারতীয় সংবিধানের ধারায় 20(3) এবং 21 এ উত্থাপিত হয়েছে। আদালতে বলা হয়েছে যে অভিযুক্ত, সন্দেহভাজন ও সাক্ষীদের ওপর এই পদ্ধতিগুলির অযাচিত ব্যবহার তাদের নিজের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেওয়ার অধিকারকে লংঘন করা হচ্ছে ভারতের সংবিধানের 20(3) ধারার অধীনে। আবার, জোরপূর্বক এই পদ্ধতিগুলির ব্যবহার সেই ব্যক্তিদের গোপনীয়তার অধিকার লংঘন করবে ভারতীয় সংবিধানে 21 নম্বর ধারার অধীনে, কারণ এক্ষেত্রে ব্যক্তির শারীরিক সত্তা এবং বিশুদ্ধতা বিপন্ন হবে এবং সেই সাথে এটাও মনে রাখা উচিত, এই পদ্ধতি গুলি সব সময় সঠিক ফলাফল দেয় না। এক্ষেত্রে একজন নির্দোষ ব্যক্তি দোষী হয়ে যেতে পারে ।অতএব, এই কৌশল বা পদ্ধতি হতে হবে নাগরিকদের ব্যক্তিগত গোপনীয়তার অধিকার এর সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। কারণ অপরাধ প্রতিরোধ করা এই মুহূর্তে খুবই প্রয়োজন কিন্তু কোনো নির্দোষ যেন দোষী সাব্যস্ত না হয় বা গোপনীয়তার অধিকারের ক্ষেত্রে কোন অযৌক্তিক অনাচার না হয়।

- **এলজিবিটি অধিকার বনাম গোপনীয়তা: গোপনীয়তার অধিকার এর সাম্প্রতিক প্রবণতা:-**

এলজিবিটি (লেসবিয়ান, গে, উভকামী এবং রূপান্তরকামী) অথবা সমকামী ব্যক্তির

গোপনীয়তা রক্ষার অধিকার থাকা উচিত তাদের পছন্দের পার্টনার অর্থাৎ সহযোগীকে বেছে নেওয়ার ক্ষেত্রে যা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এর সুপ্রিম কোর্ট কর্তৃক Bowers বনাম Hard Wrick, Lawrence বনাম Texas এবং Obergefell বনাম Hodges মামলায় উঠে এসেছে। এই সব মামলাই হল সমকামী ব্যক্তিদের বৈবাহিক গোপনীয়তার অধিকার রক্ষার ক্ষেত্রে প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

Indian penal code, 1860 সালে ব্রিটিশ আমলে তৈরি হয়েছিল। 2009 সালে দিল্লি হাইকোর্ট রায় দেয় ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৭৭ নম্বর ধারা সংবিধানের মৌলিক অধিকারকে খর্ব করছে।

তবে কিছু ধর্মীয় সংগঠন এই রায়ের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে আবেদন জানায়। ২০১৩ সালে সুপ্রিম কোর্ট সমকামিতার অধিকার নিয়ে দিল্লি হাইকোর্টের রায়কে খারিজ করে দেয়। আবার সমকামিতাকে অপরাধ বলে চিহ্নিত করে শীর্ষ আদালত জানিয়ে দেয়, এই আইন বাতিল করা সংসদের কাজ।

যদিও 377 ধারায় খুব কম লোকই শাস্তি পেয়েছেন, তবু শীর্ষ আদালতের এই রায় সমকামিতার অধিকার নিয়ে আন্দোলনকারীদের কাছে একটি ধাক্কা ছিল। কারণ এই আইনের অজুহাত দেখিয়ে সমকামীদের হেনস্থা করা হয় বলেই দীর্ঘদিনের অভিযোগ উঠে আসে। এর পরেই শীর্ষ আদালতে নাজ ফাউন্ডেশন নামে একটি এনজিও-সহ আরও কয়েকজন 2013 সালের রায়কে পুনর্বিবেচনার আর্জি জানায়।
সুপ্রিম কোর্টে ব্যক্তিগত পরিসরের অধিকার একটি মৌলিক অধিকারের অঙ্গ বলে স্বীকৃত হওয়ার পরেই সমকামিতা নিয়ে আন্দোলনকারীদের মনে আশার আলো জেগেছিল। সেই রায়ের আলোতেই সমকামিতার অধিকার বৈধ হল ভারতে।
সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি দীপক মিশ্রের নেতৃত্বে পাঁচ বিচারকের সাংবিধানিক বেঞ্চ জানাল, সমকামিতার অধিকার বৈধ। বিচারপতিরা সর্বসম্মতিক্রমে এই রায় দিলেন।

"……decision was delivered by a five-judge bench headed by India's outgoing chief justice Dipak Misra and was unanimous.

Reading out the judgement, he said: "Criminalising carnal intercourse is irrational, arbitrary and manifestly unconstitutional."

Another judge, Indu Malhotra, said she believed "history owes an apology" to LGBT people for ostracising them.

Justice DY Chandrachud said the state had no right to control the private lives of LGBT community members and that the denial of the right to sexual orientation was the same as denying the right to privacy.". (21)

আগে, ভারতে সমকামিতাকে অপরাধ বলেই গণ্য করা হতো। ভারতীয় দণ্ডবিধির 377 ধারা অনুযায়ী যদি একই লিঙ্গের মানুষ যৌন সম্পর্কে লিপ্ত হয়, তাহলে তাদের যাবজ্জীবন বা দশ বছর পর্যন্ত জেল হতে পারে। সেই সঙ্গে জরিমানাও হতে পারে।
কিন্তু শীর্ষ আদালত জানিয়ে দিল, ৩৭৭ ধারায় সমকামিতার অধিকার খর্ব করা অযৌক্তিক এবং অপ্রাসঙ্গিক। দু'জন সমলিঙ্গের মানুষ যদি ব্যক্তিগত পরিসরে যৌন সম্পর্কে লিপ্ত হয়, তাহলে তা কোনও অপরাধ নয়। এলজিবিটি সমাজের মানুষদের অন্যান্য নাগরিকের সমান অধিকার রয়েছে। কিন্ত আইন যেমন আছে আইনের ফাঁক ও আছে। তাই ভারতে সমকামিতা অপরাধ নয় বলা হলেও right to marriage কোথাও উল্লেখিত হয়নি।

- **গোপনীয়তা এবং WikiLeaks : গোপন তথ্য ও জাতীয় সুরক্ষার ক্ষেত্রে বিপদ**

2006 সাল থেকে একটি আন্তর্জাতিক অলাভজনক সংস্থা গঠিত হয়েছে, যার জনপ্রিয় নাম উইকিলিকস। উইকিলিকস এর মূল লক্ষ্য গোপন তথ্য প্রকাশ করা এবং নানান খবর ফাঁস করা, যেগুলি তারা বিশেষ কিছু সূত্র থেকে জোগাড় করেছে। একজন অস্ট্রেলিয়ান অ্যাক্টিভিস্ট জুলিয়ান এসাঞ্জ উইকিলিকসের প্রতিষ্ঠাতা , editor-in-cheif এবং নির্দেশক। এই

সংস্থাটির লক্ষ্য জনসাধারণের তথ্যের অধিকার কে বজায় রাখা রাষ্ট্রের অহেতুক হস্তক্ষেপের বিপদ থেকে এবং এটি মনে করে যে প্রতিটি ব্যক্তির সরকারি এবং বাণিজ্যিক তথ্য জানার অধিকার রয়েছে গণতন্ত্রের স্বার্থে। যদিও সংস্থাটির নিজে গোপনীয়তার অধিকার উপভোগ করে এবং সূত্র গুলির নাম প্রকাশ করে না কিন্তু নিজেরা তারা ব্যক্তি এবং রাষ্ট্রের গোপনীয়তার অধিকারকে লংঘন করে। ব্যাংকের তথ্য, বাণিজ্যিক স্টেটমেন্ট প্রকাশ করে তাছাড়াও তারা অনেক গোপন তথ্য যেগুলি নানান দেশের জাতীয় সুরক্ষার সাথে সম্পর্কিত। উইকিলিকস বলে যে তারা নানান সরকারের অনৈতিক এবং বে-আইনি ক্রিয়া-কলাপ কে প্রকাশ করে কিন্তু বহু দেশের সরকার উইকিলিকসের আইনি অবস্থা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে কারণ তারা গোপন সরকারি নথি বিশ্বের কাছে প্রদান করে দিচ্ছে। আমেরিকা উইকিলিকসের কাজকর্মের প্রচন্ড সমালোচনা করেছে, কারণ সে দেশে 2016 সালের নির্বাচনে উইকিলিকস নানাভাবে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করেছে ।ভারতে অবশ্য কিছু প্রভাব দেখা গেছে USA এর কিছু cable এর ক্ষেত্রে ভারতের নাম উল্লিখিত হয়েছে। গোপনীয়তার অধিকার এবং তথ্যের অধিকারীর মধ্যে যে দ্বন্ধ সেটাই উইকিলিকস প্রকাশ্যে এনেছে। এই নিয়ে যে প্রশ্ন ওঠে, সেটি হল কোন তথ্য প্রকাশ করা উচিত এবং কোনটা নয় এবং এই তথ্য প্রকাশের অধিকার কার আছে? উইকিলিকসের মত সংস্থাটি সরকারি তথ্য এবং বাণিজ্যিক খবরা-খবর ইন্টারনেটে ফাঁস করতে পারে? এটা বলা যেতে পারে যে উইকিলিকস গোপনীয়তার অধিকার কে বিপন্নতার মুখে ফেলছে কিন্তু তার সমর্থকরা দাবি করে যে উইকিলিকস গণতন্ত্র ব্যবস্থার রক্ষাকর্তা।

- **সারসংক্ষেপ**

বর্তমান প্রবণতা ,মাত্রা এবং ঘটনাগুলি গোপনীয়তার অধিকার এর ক্ষেত্রে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ভারতে এই ধারণা দিয়েছে যে এই দুটি দেশ অনেক নতুন চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হচ্ছে গোপনীয়তার অধিকার প্রতিরোধের বিরুদ্ধে , যার একটি কারণ হিসেবে দেখানো হয়েছে যে, উন্নত বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তির উদ্ভাবনের পাশাপাশি কম্পিউটারাইজড তথ্যের প্রচুর পরিমাণে পদ্ধতিকরণ এবং সংরক্ষণ এবং সেইসাথে ব্যাপক আইনি এবং বিচার বিভাগীয়

হস্তক্ষেপ এই পর্যায়ে খুবই প্রয়োজন । সমস্যার সমাধান করার জন্য তাদের সীমিত ক্ষমতা অনুযায়ী, এই দুটি দেশের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। তবে বিষয়টি নিয়ে ব্যাপক আইনি ও বিচারিক হস্তক্ষেপকখনো কখনো সমাজের উপর কিছু নেতিবাচক প্রভাব সৃষ্টি করেছে। যার ফলে অনেক নতুন বিতর্কিত সমস্যা দেখা যাচ্ছে ।এগুলির মধ্যে কিছু সমস্যার সমাধান করা হয়েছে তবে কিছু মুলতবি রয়েছে, ভবিষ্যতে এটি সমাধান হবে সেটাই আশা করা হচ্ছে।

উপরন্তু, মনে রাখতে হবে যে গোপনীয়তার অধিকার একটি সীমিত অধিকার এবং যে কোন নীতি বা আইন প্রণয়ন করার সময় তার সীমাবদ্ধতা গুলি মনে রাখতে হবে ।এই কারণে, গোপনীয়তার অধিকারে কখনোই চূড়ান্ত সুরক্ষা প্রদান করা যাবে না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ভারতে গোপনীয়তা রক্ষার বিভিন্ন দিক গুলি এবং মাত্রার তুলনামূলক বিশ্লেষণ প্রদান করার ক্ষেত্রে দেখা গেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভারতের তুলনায় গোপনীয়তার অধিকারের ক্ষেত্রে একটু বেশি শক্তিশালী সুরক্ষা নিয়েছে। তবে, ভারত ও পিছিয়ে নেই গোপনীয়তা রক্ষার অধিকারের ক্ষেত্রে।

আরো বিশেষভাবে এই অধ্যায়টিকে নিম্নোক্ত পদ্ধতিতে সংক্ষেপিত করা যেতে পারে-

1. গোপনীয়তার ধারণা স্বাধীনতার ধারণার মধ্যেই চরম পরিণতি পেয়েছে। বিভিন্ন বিচারপতিরা মনে করেন যে অননুমোদিত ব্যক্তিগত জীবনের হস্তক্ষেপ থেকে মুক্তির অর্থই হলো গোপনীয়তা।
2. ব্যক্তিগত স্বাধীনতা অনুপস্থিতির পরিবেশে গোপনীয়তা ভোগ অসম্ভব।
3. ব্যক্তিগত স্বাধীনতা চরম নয় এবং সর্বদা আইন এবং আইনি নিয়ন্ত্রণের মধ্যেই থাকে।
4. তবে,ব্যক্তি স্বাধীনতা এবং গোপনীয়তার অধিকার একমাত্র সৎ ও নৈতিক আইনি প্রথায় হতে পারে যা সঠিক বিচারের রীতি মেনে পালিত হয়।

5. প্রতিটি নাগরিক সমাজে, ব্যক্তিগত গোপনীয়তা এবং বৃহত্তর সমাজের মধ্যে একটি ভারসাম্য তৈরি করার চেষ্টা করা উচিত, নাগরিক সমাজের প্রতিটি ব্যক্তির শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান এর জন্য।
6. গোপনীয়তা ,তথ্য ও প্রচারের স্বাধীনতা একটি আধুনিক গণতান্ত্রিক সমাজে তিনটি প্রয়োজনীয় বৈশিষ্ট্য এবং আধুনিক গণতন্ত্রের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান নির্ভর করে এই তিনটি ভারসাম্য সৃষ্টির উপর।
7. এভাবে প্রতিটি আধুনিক সমাজ এই তিনটি অধিকারকে রক্ষা করার চেষ্টায় আইন প্রণয়ন এবং এই বিষয়ে বিচারিক সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে।
8. সমসাময়িক সমাজের পরিপ্রেক্ষিতে, বেশিরভাগ সমস্যা গোপনীয়তার অধিকারের বিভিন্ন দিক গুলোর সাথে সম্পর্কযুক্ত যা আধুনিক সামাজিক জীবনের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত।
9. বর্তমান সমাজে, সামাজিক পরিবর্তনের কারণে মানুষের বিভিন্ন নতুন অভ্যাস এবং স্বাদের সৃষ্টি হয় যা গোপনীয়তার অধিকার এবং জীবন ও আত্মসম্মানের জন্য বিপদ।
10. গোপনীয়তার অধিকারের ক্ষেত্রে এ ধরনের সমস্যাগুলির অনেক নতুন মাত্রা জন্ম দিয়েছে। যা আগের শতাব্দীতে অস্তিত্বহীন ছিল।
11. যেগুলিকে সাধারণত গোপনীয়তার অধিকারের উল্লেখযোগ্য দিক বলা হয়,কারণ সেই হুমকি বা চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা না করে, গোপনীয়তার অধিকার সম্পর্কিত যে কোন আলোচনাই অসম্পূর্ণ থাকবে।
12. বিশেষ ভাবে,এই এলাকাগুলি হল গোপনীয়তা বনাম ব্যক্তিগত জীবন, মহিলাদের গোপনীয়তা, শিশুদের গোপনীয়তা ,গোপনীয়তা বনাম বৈজ্ঞানিক এবং প্রযুক্তিগত উন্নয়নের পাশাপাশি ডেটা এবং ইনফরমেশনের গোপনীয়তা।
13. উল্লেখযোগ্য দৃষ্টিভঙ্গির বিষয়ে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ব্যক্তিগত জীবনের সম্মানের যে অধিকার তা স্বীকৃতি দেয়নি বরং গোপনীয়তার অধিকারকে স্বীকৃত করেছে।
14. ব্যক্তিগত জীবনের প্রতি সম্মানের পরিবর্তে ভারত গোপনীয়তার অধিকার স্বীকৃত করেছে।

15. ভারতে নারী ও শিশু গোপনীয়তার অধিকার আইনি এবং বিচারিক উদ্যোগ দ্বারা সুরক্ষিত।
16. তবে উন্নত বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তি এবং তথ্যের গোপনীয়তার ক্ষেত্রে গোপনীয়তার অধিকার সুরক্ষার জন্য ভারতের উদ্যোগের অভাব রয়েছে।
17. উল্লেখযোগ্য দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আইন ও বিচার সংক্রান্ত সিদ্ধান্তগুলি সমসাময়িক সামাজিক দৃষ্টিতে গোপনীয়তার অধিকার সম্পর্কে অনেক বিতর্ক সৃষ্টি করেছে।
18. এই ধরনের বিতর্ক তথ্য স্বাধীনতা, তথ্যের অধিকার এবং গোপনীয়তার অধিকার, গোপনীয়তা এবং বায়োমেট্রিক সক্ষম জাতীয় আইডি কার্ড, গোপনীয়তা বনাম স্টিং অপারেশন, গোপনীয়তা বনাম নারকো বিশ্লেষণ, পলিগ্রাফ পরীক্ষা এবং ব্রেন ম্যাপিং এর পাশাপাশি গোপনীয়তা বনাম LGBT অধিকারের ক্ষেত্রে ঘটেছে।
19. গোপনীয়তার অধিকার চরম অধিকার নয় এবং এতে জনস্বার্থ,সর্বজনীন ব্যক্তিত্ব, জনগণের নথি, জনগণের সম্মতি, বিশেষাধিকার, সংবাদযোগ্যতা ,তথ্য স্বাধীনতা বা তথ্যের অধিকার অপরাধমূলক প্রশাসন ও বিচার বিভাগের ভিত্তিতে সীমাবদ্ধতা প্রয়োগ করা যেতে পারে।
20. ভারতীয় সংবিধানের ধারা 19(2) এর অধিন নির্দিষ্ট ভিত্তিতেও গোপনীয়তার অধিকার প্রয়োগ করা যেতে পারে।
21. গোপনীয়তার অধিকার এর উল্লেখযোগ্য দিক এবং মাত্রা গুলি তুলনামূলক বিশ্লেষনের পাশাপাশি গোপনীয়তার অধিকারের সমসাময়িক বিতর্ক ধারনা দেয় যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র গোপনীয়তা সুরক্ষার জন্য একটি শক্তিশালী দেশ এবং ভারত একটি নবীনদেশ এই ধরনের সুরক্ষা পরিমাপের ক্ষেত্রে।

সবশেষে, সামাজিক পরিবর্তনের ক্রমাগত প্রক্রিয়া আমাদের দৈনন্দিন জীবনে অনেক নতুন প্রযুক্তি এবং নতুন পরিকাঠামো তৈরি করেছে, যা আমাদের সুবিদিত মানবাধিকার এবং গোপনীয়তার অধিকারের ক্ষেত্রেও বিপদ এনেছে। এই অধিকারের প্রতি প্রত্যেকটি চ্যালেঞ্জ গোপনীয়তার অধিকারে অনেক নতুন মাত্রার জন্ম দিয়েছে, যা আবার গোপনীয়তার অধিকার

রক্ষা করার ক্ষেত্রে বিচারিক সক্রিয়তা বাড়ছে। এক্ষেত্রে, অনেক নতুন মামলা উঠে আসছে । যেমন- ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া এই অর্থে, গোপনীয়তার অধিকার মোটেও স্থির নয় বরং এটি গতিশীল অধিকার এবং বিরামহীন সামাজিক অগ্রগতি এবং উন্নয়ন। গোপনীয়তার অধিকার বিকাশে সর্বদা ক্রমবর্ধমান এবং কখনো শেষ না হওয়া প্রক্রিয়াটির জন্য দায়ী। কিন্তু গোপনীয়তার অধিকার একটি সীমিত অধিকার এবং তাই, এটি সমাজের কোনও ন্যায় বিচার প্রক্রিয়ায় বাঁধা হতে পারে না।

গ্রন্থ-পঞ্জী

(1) David G. Hill, Data Protection: Governance, Risk Management and Compliance, Anerbach Publications, U.S.A., 2009, p.2.

(2) Id at p.3.

(3) Daniel J. Solove and Paul M. Schwartz, Privacy and the Media, Aspen Publishers, New York, 2008, p.2.

(4) A. H. Robertson, op.cit., p.135.

(5) Id at pp.135-136.

(6) Id at p.136.

(7) Hyman Gross, Privacy – Its Legal Protection, Oceana Publications, New York, Revised Edn., 1976, p.21.

(8) Id at pp.29-30.

(9) Philip Alexander, Information Security: A Manager's Guide to thwarting Data Thieves and Hackers, Praeger Security International, London, 1st Indian Edn., 2008, p.133

(10) David G. Hill, op.cit., pp.121-122.

(11) James Michael, op.cit., p.26.

(12) Graham Greenleaf, Nigel Waters, Roger Clarke and David Vaile on behalf of the Baker & Mckenzie Cyberspace Law and Policy Centre at UNSW, "Announcement : Asia-Pacific Privacy Charter Initiative", www.cyberlawcentre.org/appcc/announce.htm, visited on 11.3.2015.

(13) Ibid.

(14) Ibid

(15) 86 G. Greenleaf & N. Waters, The Asia-Pacific Privacy Charter, Working Draft 1.0, (2003) Priv L Res 1, Baker & Mckenzie Cyberspace Law and Policy Centre, 3 September, 2003, www.worldii.org/int/other/PrivLRes/2003/1.html, visited on 9.3.2015.

(16) Sheetal Asrani-Dann, "The Right to Privacy in the Era of Smart Governance : Concerns raised by the Introduction of Biometric-Enabled National ID Cards in India", Journal of the Indian Law Institute, Vol.47(3), July-September 2005, pp.53-94 at p.69.

(17) Writ Petition (Civil) No.494 of 2012, Supreme Court of India 35071_2012_Judgment_24-Aug-2017.pdf, www.supremecourtofindia.nic.in/supremecourt, visited on 21.10.2017.

(18) what is narco-analysis, polygraph test and brain mapping?, Deccan Herald, https://www.deccanherald.com/content/67647/what-narco-analysis-polygraph-test.html

(19) 4 Rajbir Deswal, "Supreme Court Ban on Narco test", The Tribune, 9 May 2010.

(20) (2010) 7 SCC 263.

(21) https://www.bbc.com/news/world-asia-india-45429664

চতুর্থ অধ্যায়

ভারতে গোপনীয়তার অধিকার ও গণমাধ্যমের ভূমিকা

এই অধ্যায়ে গণমাধ্যম ও সংবাদমাধ্যমের অর্থ, গণমাধ্যমের স্বাধীনতা, গোপনীয়তা ও সাধারণ আইন নিয়ে বিশ্লেষণ, মিডিয়া ট্রায়াল ও ব্যক্তি স্বাধীনতা, মিডিয়া ট্রায়াল ও বিচার ব্যবস্থা এবং প্রতিক্রিয়া, sting operation কিভাবে গোপনীয়তার অধিকার লঙ্ঘন করছে, press council এর কার্যাবলী, এবং সাংবাদিকতার নিয়ামাবলির সাথে নতুন সমস্যা চিহ্নিত হয়েছে।

▪ গণমাধ্যমের অর্থ

গণমাধ্যম হচ্ছে সংগৃহীত সকল ধরণের মাধ্যম, যা প্রযুক্তিগতভাবে গণযোগাযোগের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। আবার সম্প্রচার মাধ্যম হিসেবে ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া বৈদ্যুতিন যন্ত্রপাতির সাহায্যে তাদের তথ্যাবলী প্রেরণ করে। যেমন টেলিভিশন, চলচ্চিত্র, রেডিও বা বেতার, সিডি, ডিভিডি এবং অন্যান্য সুবিধাজনক ছোট ও সহায়ক যন্ত্রপাতি, ক্যামেরা ভিডিও করে খবর দিতে সাহায্যে করে। পাশাপাশি মুদ্রিত মাধ্যম হিসেবে সংবাদপত্র, নিউজলেটার, বই, লিফলেট, পাম্পলেটে বাহ্য বিষয়বস্তু তুলে ধরা হয়।

টেলিভিশন কেন্দ্রে অথবা পাবলিশিং কোম্পানীগুলি গণমাধ্যম হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আধুনিক প্রযুক্তিকে নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবহার করে থাকে।মোবাইল বা সেল ফোন, কম্পিউটার এবং ইন্টারনেটকেও অনেক সময় এযুগের গণমাধ্যম হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। ইন্টারনেট নিজস্ব ক্ষমতাবলে ইতিমধ্যেই অন্যতম গণমাধ্যম হিসেবে ব্যাপক স্বীকৃতি অর্জন করেছে। অনেক প্রকার পরিষেবা - বিশেষ করে ই-মেইল, ওয়েব সাইট, ব্লগিং, ইন্টারনেট এবং টেলিভিশনের প্রচারকার্য পরিচালনা করছে।এই কারণে অনেক গণমাধ্যমের অস্তিত্ব ওয়েব সাইট গুলিতেই দেখা যায়। টেলিভিশন বিজ্ঞাপনচিত্রকে ওয়েবসাইটে সংযুক্ত করা হয়েছে এবং খেলাধূলাভিত্তিক প্রতিষ্ঠানগুলো ক্রীড়াপ্রেমী দর্শকদেরকে তাদের ওয়েবসাইট দেখতে উদ্বুদ্ধ করেছে। বাইরের মাধ্যম হিসেবে বিলবোর্ড, সাইন, প্লাকার্ডকে বিভিন্ন বাণিজ্যিক ভবনের ভিতরে ও বাইরে যেখানে অধিক দোকান-পাট বা যানযটে

ঘেরা ব্যস্তমূখর পরিবেশে উপস্থাপন করা হয়।বিভিন্ন জনসভা এবং বিশেষ ঘটনায় সমবেত ব্যক্তি বা গোষ্ঠী দ্বারা আয়োজিত অনুষ্ঠানও গণমাধ্যমের একটি ধরণ।

বিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে গণমাধ্যমকে প্রধান 7টি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। সেগুলো হলো – বই,সংবাদপত্র, ধারণযন্ত্র, রেডিও, সিনেমা, টে লিভিশন এবং ইন্টারনেট।

বিংশ শতকের শেষ এবং একবিংশ শতকের শুরুতে গণমাধ্যমের প্রকারভেদ নিয়ে নানান প্রশ্নের সৃষ্টি হয়েছে। এবং ধীরে ধীরে গণমাধ্যমের বিভাজন সুস্পষ্টভাবে আরও বৃদ্ধি পাবে। ইতিমধ্যেই সেল ফোন, ভিডিও গেম এবং কম্পিউটার গেমসকেও গণমাধ্যমের অংশ হিসেবে নানা বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে।

বিংশ শতাব্দীতে গণমাধ্যম 'সেভেন মাস মিডিয়া' নামে পরিচিত ছিল। সে ধারায় বর্তমান ৭টি গণমাধ্যম হলো –

• মুদ্রিত (বই, পাম্পলেট বা ক্ষুদ্র পুস্তক, সংবাদপত্র, সাময়িকী প্রভৃতি)মাধ্যম যা পঞ্চদশ শতক থেকে প্রচলিত হয়ে আসছে।
• ধারণ যন্ত্র বা রেকর্ডিং (গ্রামোফোন রেকর্ড, ম্যাগনেটিক ট্যাপ, ক্যাসেট, কার্ট্রিজ, সিডি, ডিভিডি ইত্যাদি)
• সিনেমা
• রেডিও সম্প্রচার
• টেলিভিশন সম্প্রচার
• ইন্টারনেট ব্যবস্থা
• মোবাইল ফোন

প্রত্যেকটি গণমাধ্যমই তাদের স্বতন্ত্রতা, সৃষ্টিশীলতা, প্রযুক্তিকৌশলসহ নিজস্ব ব্যবসায়িক গুরুত্ব আবেদন প্রয়োগ করেছে। যেমন- ইন্টারনেট ব্যবস্থায় ওয়েবসাইট, ব্লগ, পডকাস্টসহ আরো নানাবিধ প্রযুক্তিকৌশল প্রয়োগ করায় সাধারণভাবে নেটওয়ার্কিং জগতে শীর্ষস্থান দখল করেছে।
ইন্টারনেট এবং মোবাইলকে ডিজিটাল মিডিয়ারূপে আখ্যায়িত করা হয়। আবার রেডিও ও টেলিভিশন ব্রডকাস্ট মিডিয়া বা সম্প্রচার মাধ্যমরূপে বিবেচিত।

- **<u>সংবাদ: অর্থ ও উদ্ভব</u>**

সংবাদ মানে মুদ্রণজগৎ, সম্প্রচার কেন্দ্র, ইন্টারনেট অথবা তৃতীয় পক্ষের মুখপাত্র কিংবা গণমাধ্যমে উপস্থাপিত বর্তমান ঘটনাপ্রবাহের একগুচ্ছ নির্বাচিত তথ্যের সমষ্টি যা যোগাযোগের আনুষ্ঠানিক প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে।

চতুর্দশ শতাব্দীতে নিউ শব্দের বহুবচন হিসেবে নিউজ বা সংবাদ শব্দটি ব্যবহার করা হতো। মধ্যযুগের ইংরেজী হিসেবে নিউজ শব্দটির সমার্থক ছিল নিউইজ (newes), ফরাসী শব্দ নোভেলেজ (nouvelles) এবং জার্মান শব্দ নিউয়েজ (neues)

সপ্তদশ শতকের শুরুর দিকে সংবাদপত্রের সূচনা ঘটে। এর আগে, সংক্ষিপ্ত সরকারি ঘোষণা বা ইস্তেহার এ প্রকাশিত হতো। প্রথম লিখিতভাবে সংবাদ বা খবরের ব্যবহার মিশরে সু-সংগঠিতভাবে প্রবর্তন হয়েছিল। খ্রীষ্ট-পূর্ব 2400 বছর আগে ফারাও শাসন আমলে এখনকার কুরিয়ার সার্ভিসের আদলে রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রসারনের উদ্দেশ্যে ডিক্রী বা আদেশনামা প্রচারের ব্যবস্থা করা হতো।

প্রাচীন রোমের এক্টা ডিওরনা বা সরকারের তরফে জুলিয়াস সিজার কর্তৃক ঘোষিত ইস্তেহার জনগণের উদ্দেশ্যে তৈরী করতেন। এগুলো ধাতব পদার্থ অথবা পাথরের সাহায্যে জনগণের সম্মুখে প্রচার করা হতো।

চীনের সরকারশাসিত প্রথমদিককার সময়ে সংবাদ শীট আকৃতিতে তৈরী করা হতো। এটি টিপাও নামে পরিচিত ছিল।

আধুনিক ইউরোপের শুরুর দিকে আন্তঃসীমান্ত এলাকায় পারস্পরিক সম্পর্ক বৃদ্ধির ক্ষেত্রে তথ্য বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে হাতে লেখা সংবাদের কাগজ ব্যবহার করা হয়েছিল।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ঐতিহ্যগতভাবেই অধিকাংশ বৃহৎ শহরে সকাল এবং বিকালে সংবাদপত্র প্রকাশিত হতো। প্রচারমাধ্যমের সম্প্রসারণ এবং সংবাদের ক্ষেত্র অসম্ভবরকমভাবে বৃদ্ধি পাওয়ায় অধিকাংশ বিকালের সংবাদপত্রের প্রকাশনা বন্ধ হয়ে যায়।

সাধারণত সংবাদ ৫টি ডব্লিউ'র উপর ভিত্তি করে তৈরী হয়। হু, হুয়াট, হোয়েন, হোয়ার, হুয়াই ছাড়াও আরও একটি ডব্লিউ (হাউ) রয়েছে। এগুলোকে ভিত্তিমূল হিসেবে ধরে যে-কোন বিষয় বা ঘটনা নিয়ে সংবাদ তৈরী করা সম্ভবপর। প্রথম পৃষ্ঠায় সাধারণতঃ গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ উপস্থাপন ও তথ্য পরিবেশনকে সবিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়। এরফলে ব্যস্ত পাঠকেরা স্বল্প সময়ের মধ্যেই তাদের অভিষ্ট সংবাদের বিষয়বস্তু সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হয়ে থাকেন।

আজকের গণমাধ্যম হিসেবে যা বোঝানো হয় তা সম্পূর্ণ মিডিয়া নয়।তবে এর একটি অংশ মিডিয়ার গণ যোগাযোগের ক্ষেত্রে(mass communication) একটি ঐতিহ্যগত প্রভাব রয়েছে। যেমন- বই, কাগজপত্র, পাপেট শো, রাস্তার নাটক ,ছোটো ও বড়ো মোশন পিকচারস, প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়া ইন্টারনেট ইত্যাদি।*(1)*আধুনিক মিডিয়ার স্বাধীনতা ঐতিহ্যগত প্রেস এর প্রেক্ষিতে বোঝা উচিত। স্বাধীনতার প্রশস্ততা বোঝার জন্য সংবাদ মাধ্যমের প্রথাগত দৃষ্টিভঙ্গি অধ্যায়ন করা দরকার । কর্ম ক্ষেত্রে প্রেস বলতে ' প্রিন্টিং প্রেস'কে বোঝায়। এই প্রেক্ষিতে শব্দটি বিভিন্ন ক্ষেত্রে এবং বিভিন্ন উপাধিতে ব্যবহার করা হয়। ওয়েবস্টার এর নতুন বিশ্ব অভিধান এর একটি রেফারেন্স ব্যাখ্যা করে প্রেসকে বর্ণনা করার ক্ষেত্রে:-

1. একটি মুদ্রণ বা প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান
2. সংবাদপত্র, পত্রিকা, সংবাদ পরিবেশন ইত্যাদি যার মাধ্যমে সাংবাদিকরা লিখতে বা বলতে পারেন।
3. মুদ্রণ প্রেস থেকে যা উদ্ভূত।

এক্ষেত্রে,প্রেস এর অর্থ সমস্ত যন্ত্রপাতি, প্রয়োগ ও অন্যান্য উপাদান যার মাধ্যমে মুদ্রণ করা হয়।আর প্রকাশনার মাধ্যমে গণমাধ্যমের স্বাধীনতার বিষয়টির উদ্ভব ঘটেছে।

- **<u>গণমাধ্যম ও গোপনীয়তা</u>**

বাক-স্বাধীনতার মধ্য দিয়েই গণতন্ত্র প্রথম প্রকাশিত হয়।সুপ্রতিষ্ঠিত সমাজের অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় গণতন্ত্রকে কার্যকরীভাবে ভূমিকা পালন করার পূর্বশর্ত হিসেবে। সময়মতো সঠিক তথ্য সমাজে পৌঁছানোর মাধ্যমে দেশের মিডিয়ার গতিশীল ভূমিকা পালন করা আবশ্যক যা জনগণকে একটি সুনিশ্চিত সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করবে, অবশেষে সামাজিক ঐক্যমত পরিপূর্ণ হবে। এই ঐক্যমতকে জনমত হিসেবে বলতে পারি।এই জন্য প্রয়োজনীয় বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনার জন্য মিডিয়াকে প্রয়োজনীয় স্বাধীনতা দেওয়া দরকার। তবে কোন স্বাধীনতা সীমাহীন নয় প্রতিযোগী স্বার্থের রক্ষা ও ভারসাম্যের প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে আইন হলো সেরা পরিচিতি। সুতরাং সে ক্ষেত্রে মিডিয়ার স্বাধীনতার কথা বলা যেতে পারে। স্বাধীনতা ও দায়িত্ব পরায়নতা হল মিডিয়ার দুটি সদৃশ। স্বাধীনতা ও দায়িত্বের মধ্যে সূক্ষ্ম বোঝার জন্য গণমাধ্যম এর অর্থ গুরুত্ব এবং প্রচার মাধ্যমের স্বাধীনতা ও স্থিতিশীলতার সুরক্ষা বাধ্যতামূলক নয়। (“ In a democratic country like India, right to press is an important right but is not an unlimited privilege for its own sake. It is a limited right to be exercised for public good.”) *(2)* ভারতের মতো গণতান্ত্রিক দেশে প্রেসের অধিকার একটি গুরুত্বপূর্ণ অধিকার, তবে এটি নিজের জন্য সীমাহীন বিশেষাধিকার নয়। এটি জনসাধারণের অনুশীলন করার সীমিত অধিকার।

- **<u>গণমাধ্যমের গোপনীয়তা রক্ষা</u>**

কূটাভাস ও আপাত-বিরোধিতা ভারতে নতুন নয়। কিন্তু মত প্রকাশের স্বাধীনতা ও গণমাধ্যমের স্বাধীনতার বর্তমান চ্যালেঞ্জ ভবিষ্যতের ঐতিহাসিক ব্যাখ্যা গুলির জন্য উন্মুক্ত করতে নিশ্চিত করে।*(3)* বর্তমান বিশ্বে মিডিয়ার ক্ষমতা সম্পর্কে আমরা অবগত যা আমাদের সমাজ জীবনে গভীর প্রভাব ফেলে । প্রতিদিন আমরা মিডিয়ার মাধ্যমে সারা বিশ্ব থেকে তাৎক্ষণিক তথ্য পেতে

পারি সংবাদ পত্র, পত্রিকা, টেলিভিশন এবং ইন্টারনেটের মাধ্যমে। মিডিয়া হল বিশ্বায়িত শিল্প যা আমাদের আকর্ষণীয় ও আপডেটেড খবর সরবরাহ করে। মিডিয়া আমাদের যে তথ্য দেয় তা আমাদের দৈনন্দিন জীবন ও ভবিষ্যতের সিদ্ধান্তের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রয়োজনীয়। বিনোদন, জ্ঞান এবং চলমান বিশ্বের আপডেট হওয়া ইভেন্টগুলির জন্য আমরা টেলিভিশন দেখি, সংবাদপত্র পড়ি। আমরা বহুবিধ তথ্য পাওয়ার জন্য ইন্টারনেট ব্যবহার করি। প্রত্যেকটি প্রজন্ম মিডিয়া থেকে উপজাত বিষয় বিভিন্ন ভাবে গ্রহন করে। প্রযুক্তির উন্নয়ন মিডিয়াকে আমাদের জীবনের গুরুত্বপূর্ণ অংশ হতে সাহায্য করে। আমাদের চারপাশের যে সব কিছু ঘটনাবলী ঘটে তা অতি দ্রুত মানুষের সামনে আনা হয় কারণ প্রযুক্তির অগ্রিম স্তরে যেমন ডিজিটাল ক্যামেরা, ইন্টারনেট এবং স্যাটেলাইট নেটওয়ার্ক এর মাধ্যমে লাইভ সংবাদ পরিবেশনের মত পদক্ষেপ।

এই মিডিয়া প্রযুক্তির উচ্চ প্রাধান্যের কারণে কিছু প্রশ্ন বরাবর অনুসন্ধান করতে হবে তা হল বিশ্বে তথ্যপ্রযুক্তির যুগে আমাদের জীবনকে প্রভাবিত করার ক্ষেত্রে আমরা কিভাবে পরিচালিত হতে পারি অথবা মিডিয়াকে কিভাবে পরিচালনা করবো?

ব্যক্তিগত জীবনের অনাচারের বিরুদ্ধে সুরক্ষার প্রয়োজনীয়তার কথা বর্ণনা করে Samual D. Warren & Louid D. Brandeis বলেন, press বর্তমানে ব্যক্তিস্বতন্ত্রতা ও শালীনতার সুস্পষ্ট সীমানা অতিক্রম করে চলেছে ,গুজব এখন দুষ্টদের উৎস নয় বরং এটি এখন ব্যবসা হয়ে গেছে শিল্প ও ঔদ্ধত্যের সংমিশ্রণে। একটি স্পর্শকাতর জায়গা পূরণ করার জন্য যৌন সম্পর্কের বিস্তারিত ব্যাপারটি দৈনিক পত্রিকার কলামে প্রচার করা হয়। কলামের উপর কলামটি গালগল্প দিয়ে ভরানোর জন্য তা ব্যক্তির domestic circle এর অনধিকার প্রবেশ এর মাধ্যমে সংগ্রহ করা যেতে পারে। জীবনের তীব্রতা এবং জটিলতা, অগ্রগতিশীল সভ্যতার পরিচর্যাকারী বিশ্বের কাছ থেকে কিছু পশ্চাদপসরণ দরকার এবং মানুষ সংস্কৃতির পরিমার্জিত প্রভাবের এর অধীনে প্রচারের জন্য আরো সংবেদনশিল হয়ে উঠেছে, যার দরুন আধুনিক উদ্যোগ ও আবিষ্কারের মাধ্যমে গোপনীয়তার ওপর আক্রমণ ঘটছে। যার দরুন মানুষ যা মানসিক যন্ত্রণা ও দুর্দশা ভোগ করে তার শারীরিক আঘাতের থেকে অনেক বেশি।*(4)*

- **<u>গণমাধ্যমের স্বাধীনতা ,গোপনীয়তা ও সাধারণ আইন</u>**

বিশ শতক এবং একুশ শতকের প্রথম দিকে গোপনীয়তা একটি রাজনৈতিক বিষয় হিসেবে প্রাধান্য পেয়েছে এবং চিন্তার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। 1905 সালের পর থেকে গোপনীয়তার মামলাগুলির নানারকম আইনী সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে কখনো সাংবিধানিক আইন প্রণয়ন করে কখনো সাধারণ আইন ব্যবহার করে। 1960 সালে Dean William C. Prosser, যিনি ক্যালিফর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের অধ্যাপক এবং টরটস এর বিশিষ্ট গবেষক একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন California law review পত্রিকায়,যার নাম ছিল privacy। সেখানে তিনি চারটি পরস্পর সম্পর্কিত সংজ্ঞা দিয়েছিলেন, এগুলি সব রকম আদালতই মেনে নেয়। বিষয়গুলি হল intrusion, false light, appropriation and publication of private matters।

ইনট্রুসন অর্থাৎ হস্তক্ষেপ এর মধ্যে পড়ে অনুমতি বিনা প্রবেশ,কান পেতে শোনা এবং অন্যান্য বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতির মাধ্যমে নজরদারি করা। prosser জানলা দিয়ে দেখা কেও তার মধ্যে রেখেছিলেন। কিন্তু 1960 সালে তিনি বুঝতে পারেননি যে কত সূক্ষ্ম এবং আধুনিক যন্ত্রপাতি এই কাজে ব্যবহৃত হবে, যেমন বজুকা মাইক্রোফোন, মিনিয়েচার ক্যামেরা কম্পিউটার এবং ইন্টারনেট। এর ফলে একটা বিশেষ মানহানির মামলার উৎপত্তি হয় যার নাম "news gathering torts"। *(5)*

- **Intrusion**

Intrusion অর্থাৎ হস্তক্ষেপ এই ক্ষেত্রে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য উদাহরণটি হলো যখন লাইফ পত্রিকার একটি সাংবাদিক এবং চিত্রশিল্পী কর্তৃপক্ষের সঙ্গে একটি চুক্তি করেছিলেন, একজন লাইসেন্স বিনা ডাক্তারকে ধরার উদ্দেশ্যে। লাইফ এর কর্মীরা সেই ডাক্তারটিকে মিথ্যে কথা বলে ঢোকেন। মহিলা সাংবাদিককে বলেন তার স্ত্রী তার স্তনে একটি lump আছে। সংবাদটি তার পার্স এ একটি ট্রান্সমিটার এর মাধ্যমে ওই নকল ডাক্তারটির সাথে তার কথোপকথন কাছাকাছি একটি গাড়িতে

পাঠানো হয়, সেখানে District Attorny অফিস এবং ক্যালিফোর্নিয়ার স্বাস্থ্য দপ্তর কথোপকথন রেকর্ড করে। আসলে নকল ডাক্তারটি A. A. Dietemann, কলের মিস্ত্রি এবং এই রেকর্ডিং এর মাধ্যমে তাকে সাজা দেওয়া হয়।লাইফ ম্যাগাজিনে একটি সচিত্র প্রবন্ধ ছাপা হয় এই বিষয়ে।এরপর Dietemann লাইফ ম্যাগাজিনের ওপর গোপনীয়তা রক্ষায় হস্তক্ষেপ করায় মামলা করে।লাইফের আইনজীবীরা বলেন যে বৈদ্যুতিন যন্ত্রপাতি, লুকানো ক্যামেরা তদন্তকারী সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে অপরিহার্য। কিন্তু বিচারক Shirley Hufstedler ম্যাগাজিনকে হাজার ডলারের ফাইন করে Dietemann কে দেওয়া হয় যদিও মূল্যটি কম ছিল তবুও তার তাৎপর্য ছিল যথেষ্ট গভীর কারণ এর ফলে এ বক্তব্য রাখা হলো যে ক্যামেরা ও মাইক্রোফোনের আগে থেকেই তদন্তকারী সাংবাদিকতা ছিল এবং খবর জোগাড় করার সময় অবৈধ আচরণ করলে সাংবাদিকরা ছাড় পাবে না।*(6)*

- **Eavesdropping:-**

এ নীতিটি সাংবাদিক এবং যেকোন মানুষের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য যারা গোপনীয়তায় হস্তক্ষেপ করেন কান পেতে কিংবা প্রযুক্তির সাহায্যে,যার দ্বারা তারা সেল ফোন, মেসেজ, ভয়েস মেইল বা ইমেইল অন্যের পড়ে ফেলার চেষ্টা করে। চিত্রগ্রাহক এবং ভিডিও প্রচারকদের পাবলিক স্পেসে ছবি তোলার অধিকার করেছে, কিন্তু কারো ব্যক্তিগত জায়গায় ঢুকে কিংবা টেলিফটো লেন্স এবং মাইক্রোফোন ব্যবহার করে অনেক দুরের ছবি বা কন্ঠস্বর রেকর্ড করার অধিকার তাদের নেই।celebrity দের ধাওয়া করে ছবি তোলা সেটি যদি রাস্তাতেও হয় সেটাও কোর্টের অর্ডারে বন্ধ করে দেওয়া যেতে পারে ।কোন বিশ্বাসযোগ্য আইনি ডিফেন্স নেই,যখন এ ধরনের হস্তক্ষেপ ঘটে। যদি জ্যুরির মনে হয় যে মামলাকারীর ব্যক্তি স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা হয়েছে তাহলে মিডিয়ার বিরুদ্ধে রায় যাওয়ার সম্ভাবনা প্রবল।*(7)*

- **ফলস লাইট**

ফলসলাইট অর্থাৎ কল্পনাপ্রসূত আলোয় কারো চরিত্র কে দেখানো, ক্রোজার বলেছিলেন যে ফলস লাইট মানে কাউকে মিথ্যে গল্পে ব্যবহারে দেখালে কিন্তু তার মানে সব সময় এই নয় যে সেটা

মানহানির পর্যায়ে চলে যাচ্ছে। যদিও মানহানির খুব কাছাকাছি এই ধরনের গোপনীয়তা সংক্রান্ত মামলা গুলি একমাত্র মামলা যেখানে সত্তের প্রমাণ একটা ডিফেন্স এর রূপ নিতে পারে। এক্ষেত্রে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য উদাহরণ হল ম মার্গারেট মেই কন্ট্রে।ল মামলাটি, একটি সাংবাদিকের স্টোরির অঙ্গ হয়ে গিয়েছিলেন।যদিও সেই সাংবাদিকটির সঙ্গে কখনো দেখা করেনি।

সাংবাদিকটি এমন ভাবে তার গল্পটি লিখেছিলেন যাতে মনে হয়েছিল যে তিনি তার সঙ্গে তার জীবন নিয়ে কথা বলেছেন, তার স্বামীর মৃত্যুর ছয় মাস পরে। তার স্বামী আরো 43 জনের সঙ্গে একটি ব্রিজ ভেঙে পড়ে মারা যান, *cleveland plain dealer* সংবাদপত্রের জন্য লেখা স্টোরিতে, সাংবাদিকটি বলেন যে তিনি তাকে সেই একই ভাবলেশহীনতার মুখোশ পড়ে থাকতে দেখেন যেটি তিনি তার স্বামীর শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে পড়েছিলেন।

আমেরিকার সুপ্রিম কোর্ট মেনে নেয় যে এটি মিথ্যাচার এবং জেনে শুনে ভুল কাজ করার সমকক্ষ। গণমাধ্যম এর কর্মচারীদের source সংক্রান্ত মিথ্যাচার ফলস লাইট মামলাগুলির অঙ্গ।উদাহরণস্বরূপ,NBC টিভি এর ডেডলাইন অনুষ্ঠানটি একটি ট্রাক ড্রাইভার এবং তার মালিক কে বোঝায়, যে তাদের অনুষ্ঠানটি ইতিবাচক ভঙ্গিতে দেখাবে কিন্তু তার জায়গায় অনুষ্ঠানটি ঘোষণা করে যে মার্কিন হাইওয়ে গুলি ট্রাকচালকদের হত্যাপুরী। ইউ এস আপিল কোড বিষয়টিকে মামলাও অবধি গড়াতে দেয় মিথ্যাচার ও ফলস লাইটের অভিযোগের ভিত্তিতে।

- **সেলিব্রিটিদের ওপর গণমাধ্যম এর অধিকার**

সেলিব্রিটি তাদের নিজেদের ছবির উপর অধিকার আছে।baseball কিছু কোম্পানির বিরুদ্ধে সফলভাবে কেস এনেছে যারা সম্মতি না নিয়ে তাদের ছবি বেসবল কার্ডের ব্যবহার করেছে কিংবা বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান এর ভিডিও করেছেন। অনেক সময় মৃত ব্যক্তির estate ও মামলা করে জিতেছে। prosser বলেছেন যে এই বিষয়টির মূল সমস্যা হলো– সাধারণ সৌজন্য পেরিয়ে ব্যক্তিগত তথ্য প্রকাশ করা এবং এক্ষেত্রে সত্য কখনো defense হতে পারে না। গোপনীয়তা রক্ষার অধীনে পাবলিক রেকর্ড গোপনীয়তা রক্ষার অধীনে পড়ে না।

- **<u>মিডিয়া ট্রায়াল এবং ব্যক্তি স্বাধীনতা</u>**

মিডিয়ার দ্বারা পরিচালিত মামলা এমন একটি বিষয় যেটা সাংবিধানিক আইনজীবী ,বিচারক, নাগরিক অধিকার কর্মী এবং গবেষকদের চর্চার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। টিভি, কেবেল চ্যানেল এর উদ্ভবের পর একটি অপরাধে অভিযুক্ত যে পরিমানে প্রচার পান সেটি ভয়ঙ্কর রকম ভাবে বেড়ে গেছে ।এরফলে যারা নির্দোষ তারা আগেই দোষী সাব্যস্ত হয়ে যেতে পারেন এবং যারা দোষী তারাও একটি উপযুক্ত বিচার নাও পেতে পারে এবং শাস্তি পেতে পারে যা পাওয়া উচিত তার তুলনায় কম। গণমাধ্যমে তেমন কোনো লাগাম নেই অপরাধের রিপোর্ট এর ক্ষেত্রে ।ভারতের মতো গণতান্ত্রিক দেশ এ প্রেস এর অধিকার একটি গুরুত্বপূর্ণ অধিকার কিন্তু এটি সীমাহীন নয় এবং এই অধিকারটি একমাত্র জনস্বার্থে ব্যবহার করা উচিত। *(8)*

সংবিধানের 21 নম্বর ধারা বলেছে, যেকোনো অভিযুক্ত একটি বিধিসম্মত মামলা পাবার যোগ্য। কিন্তু মিডিয়ার অত্যধিক প্রচার একটি মামলার আগে মামলাটিকে পক্ষপাতদুষ্ট করে দিতে পারে।*(9)*
এটি মনে করা হয় যে বাকস্বাধীনতা গণমাধ্যম এর মতাঅধিকার এবং আইনি প্রথার সঠিক ব্যবহারের মধ্যে একটি সূক্ষ্ম ভারসাম্য বজায় রাখে।*(10)*

- **<u>মিডিয়া ট্রায়াল ও বিচারব্যবস্থা</u>**

29শে নভেম্বর 1995 সালে সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী এবং মামলায় অংশগ্রহণকারী পক্ষদের গণমাধ্যমে মামলার ব্যাপারে তাদের মত প্রকাশ প্রকাশ বিরত থাকতে বিরত থাকতে বলেন । বিচারপতি জে এস ভার্মা বলেন যদি গণমাধ্যম একটি কেসের ব্যাপারে লিখতে আগ্রহ প্রকাশ করে তাহলে তারা আদালতে এসে মামলা ক্রিয়া-কলাপ দেখে রিপোর্ট করতে পারে কিন্তু কোনো আইনজীবীর টিভির সামনে গিয়ে খোলা খুলি ভাবে কোন মত প্রকাশ করা উচিত নয়।(11)

গণমাধ্যমের স্বাধীনতার সঙ্গে বিচার প্রথার ভ্রান্তিমূলক রিপোর্টিং এ ক্ষতিকর প্রভাব এর মধ্যে একটি ভারসাম্য আনতে হবে।(12) বাকস্বাধীনতার প্রচুর গুরুত্ব আদালত প্রদান করেছে ,তার ফলে মিডিয়া এবং সংবাদ মাধ্যমের একটি মামলা কে প্রভাবিত করার সম্ভাবনা নিয়ে প্রচুর তর্ক বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছে। মিডিয়ার একটি জ্বলন্ত উদাহরণ সংসদ হামলার মামলা (13) যেখানে পুলিশ হামলাটির এক সপ্তাহ পরেই একটি প্রেস কনফারেন্স ডাকে, সেখানে অভিযুক্ত নিজেকে দোষী সাব্যস্ত করে মিডিয়ার সামনে। এই মামলার আরেক জন অভিযুক্ত কে প্রথমে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয় যদিও তার বিরুদ্ধে প্রমাণের যথেষ্ট অভাব ছিল। গণমাধ্যম এর একটি বৃহৎ অংশ তাকে প্রশিক্ষিত এবং সন্ত্রাস হিসেবে চিহ্নিত করেছিল। আপিলের পর দিল্লি হাইকোর্ট সাজাটি মুকুব করে এবং প্রসিকিউশনের মামলাকে উদ্ভট ও দুঃখজনক হিসেবে উল্লেখ করে।(14)

তা ছাড়াও আমরা কি করে দ্বৈত খুনের গল্পটি (15) ভুলতে পারি যেখানে বিচার ও সাজা দুটিই মিডিয়া দেয়, অপ্রতিরোধ্য প্রসারিত এবং অযাচিতভাবে।

দন্ত চিকিৎসক রাজেশ তালওয়ার, যিনি জেলে 50 দিন কাটিয়েছিলেন নিজের মেয়ের খুনের সন্দেহে তাকে দেখা যায় জেল থেকে বেরিয়ে মিডিয়ার কাছে অনুরোধ করছেন যে তাকে পরিবারের সাথে সময় কাটাতে দেওয়া হোক। যদিও পরে মেয়েটির বাবা টিকে নির্দোষ গণ্য করা হয় তবুও তার আগে মিডিয়ায় তার দোষ নিয়ে মেয়েটির চরিত্র নিয়ে এবং আরো নানাবিধ ভাবে মামলাটির সঙ্গে জড়িত সবাইকে কলঙ্কিত করতে থাকে।

প্রেস ও বৈদ্যুতিন মিডিয়ার বাণিজ্যিকীকরণ নিয়েও একটি গভীর বিতর্ক হওয়া উচিত। (16)ভারতের প্রশাসন নিজেই মিডিয়াকে অবমাননার মামলা থেকে সুরক্ষিত করার দরকার বোধ করেছিল। তাই কনটেম্পট অফ কোর্ট অ্যাক্ট এর 3 নম্বর ধারায় এটি অন্তর্গত করেছিল। ধারা 3(2) এ মামলার পূর্ববর্তী পাবলিকেশন সুরক্ষিত করা হয়েছিল। কিন্তু সমান্তরাল তদন্তকে আদালত ভালো চোখে দেখেনি।

শৈবাল বনাম বি. কে. সেন মামলায়,(17) সুপ্রিম কোর্ট বলেছে যে একটি সংবাদপত্র স্বতন্ত্রভাবে তদন্ত চালাতে পারেনা এমন একটি অপরাধের ক্ষেত্রে যেখানে একটি মানুষ গ্রেপ্তার হয়েছে এবং তারপর সেই তদন্তের ফলাফল তারা প্রকাশ করতে পারে না। কারণ সংবাদ মাধ্যম দ্বারা পরিচালিত মামলা কে রোখা উচিত, যখন দেশের কোন একটি আদালতে সেই একই বিষয়ে

মামলা চলছে। কারণ মনে করা হয় যে সংবাদ মাধ্যমের এরকম ক্রিয়া-কলাপ বিচার প্রধান বিচারপ্রথায় বাধা সৃষ্টি করতে পারে অর্থাৎ গণমাধ্যম যে কোন মামলায় মানুষের ব্যক্তিগত জীবনে ঢুকে পড়তে পারে এবং তাই নিয়ে রসালো রিপোর্টিং করতে পারে ,যে কারো দিকে তারা আঙ্গুল তুলতে পারে এবং যে কোন প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনতে পারে স্বাধীনতার অধিকার দেখিয়ে। প্রতিটি সাংবিধানিক ও বিধিবদ্ধ অধিকারকে তারা পদদলিত করেছে এর মধ্যে গোপনীয়তার অধিকার ও পরে। (18)

গণমাধ্যমের স্বাধীনতা যেটি এদেশের একটি মূল্যবান মৌলিক অধিকার তার ওপরেও যুক্তিসম্মত নিয়ন্ত্রণ রাখা যেতে পারে। "গণমাধ্যমের স্বাধীনতা মানে এই নয় যে সাধারণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠানগুলিতে এবং তার আধিকারিক ও কর্মীদের ওপর পরিকল্পনামাফিক গণমাধ্যম আক্রমণ হানতে পারেনা। যখন অযাচিতভাবে অভিযোগ আনা হয় এবং অসত্যের সাহায্য নেওয়া হয় তখন গণমাধ্যমের স্বাধীনতা কার্যকর থাকে না। গণমাধ্যমের স্বাধীনতার নাম নিয়ে প্রেস মামলা চালাতে পারে না বিচারক এবং অভিযোগকারী হিসেবে। সংবাদ মাধ্যমের স্বাধীনতার মধ্যে সংবাদমাধ্যমের মৌলিক দায়িত্ব গুলি পড়ে তার মধ্যে অন্যদের সম্মান করা এবং দায়িত্বশীল ব্যবহার অন্তর্গত এবং সাংবিধানিক সংস্থাগুলির অসম্মান করা যেতে পারে না।" (19)

- **<u>মিডিয়া ট্রায়াল এর প্রতি বিচারব্যবস্থার প্রতিক্রিয়া</u>**

সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা বিষয়ে সুপ্রিম কোর্ট তাদের মত রেখেছিল মহারাষ্ট্র বনাম রাজেন্দ্র জামাল মামলায়,(20) এখানে মূল বিষয় ছিল অপরাধের মামলার বিচার ব্যবস্থায় সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা। আদালত বলেছিল যে এটি একটি নীতি বাচক ঘটনা যেখানে সংবাদপত্র বৈদ্যুতিন সংবাদ মাধ্যম এবং জনসাধারণের বিক্ষোভের দ্বারাই বিচার হচ্ছে। 2005 সালে এই মামলাটি সুপ্রিম কোর্ট এম পি লোহিয়া বনাম ওয়েস্ট বেঙ্গল মামলাতেও(21) একই মত পোষণ করেন। তারা বলেন, যে ধরনের প্রবন্ধ লেখা হচ্ছে সেগুলি মামলা কে প্রভাবিত করবে এবং মামলা চলাকালীন কোন বিষয় নিয়ে এরকম লেখা থেকে বিরত থাকবে। অন্য অনেক মামলার ক্ষেত্রে বলা হয়েছে যে বাক স্বাধীনতার অধিকার গুরুত্বপূর্ণ এবং আদালতের দ্বারা সুরক্ষিত কিন্তু তা

ধারা 19 (2)এর নিয়মাবলী দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। অনিয়ন্ত্রিত বাকস্বাধীনতা স্বৈরাচার এবং ধ্বংস ডেকে আনতে পারে।

কেরালা বনাম পুথালা আবুবাকার মামলায়, (22)কেরালা হাই কোর্ট এই মত পোষণ করেছে, মিডিয়া ট্রায়াল এ সত্যকে অনেক সময় বিবৃত করা হয় এবং ছাপা হয়, অযথা অন্যস্বাদ দেওয়া হয় যার ফলে আদালতের ওপর চাপ সৃষ্টি হয়।

Andrew Belsey এর একটি প্রবন্ধের (23) প্রকাশিত মতকে দিল্লি হাইকোর্ট ব্যবহার করে মাদারডেয়ারি ফুডস বনাম জী টেলিফিল্মস মামলায়,(24) যেখানে এখনকার মিডিয়ার অবস্থা সঠিকভাবে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেছেন সাংবাদিকতা ও নৈতিকতা দুটি সম্পূর্ণ আলাদা জিনিস কিন্তু সঠিক অর্থে সাংবাদিকরা গণতান্ত্রিক পদ্ধতির ঠিক মতন বিকাশ ঘটানোর ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি শক্তি। কিন্তু সেটি করতে গেলে মিডিয়াকে "সততা, তথ্যের সত্যতা যাচাই করা, কোন দিক না নেওয়া এবং সাধারণ মানুষের স্বতন্ত্র কে সম্মান জানিয়ে কাজ কর্ম করতে হবে।

- **<u>মুম্বাইয়ে সন্ত্রাসী হামলার মামলা এবং গণমাধ্যমের স্বাধীনতা</u>**

গণমাধ্যমের অধিকার সর্বদা কর্তব্যের সাথে জড়িত, যার দায়িত্ব সঠিকভাবে, যথাযথভাবে এবং নিরপেক্ষ ভাবে রিপোর্ট করা। যে দায়িত্ব সীমাবদ্ধতা এবং বিধিবদ্ধ নিয়মকে আকর্ষণ করে একটি ব্যক্তির অধিকার রক্ষার জন্য। রাজ্যসভায় পিটিশন কমিটি(25) এই মতামত প্রকাশ করে যে গণতন্ত্রের সুস্থ কার্য সম্পাদনের জন্য সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা অপরিহার্য। অতএব দায়িত্বের সাথে সাথে গণতন্ত্র আসে।

মুম্বাইয়ে বিশেষ করে Oberoi Triden, তাজমহল প্যালেস হোটেল এবং Nariman হাউসে সন্ত্রাসী হামলার বিরুদ্ধে নিরাপত্তা বাহিনী 60 ঘন্টার ব্ল্যাক টর্নেডো অপারেশন খবরের চ্যানেল গুলোতে সরাসরি লাইভ সম্প্রচারের কথা উল্লেখ করেছিল। Nariman House এ কিভাবে NGS কম্যান্ডরা কিভাবে অপারেশন চালিয়েছিল সেটা লাইভ টেলিকাস্ট হয় যা এই ব্ল্যাক টর্নেডো অপারেশনের ক্ষেত্রে অস্বস্তিকর ঘটনা। কমিটি জানায় যে টিভি চ্যানেলে দর্শক দের দেখানো লাইভ ফুটেজে

ঘটনাস্থল থেকে অনেক দূরে থাকা সন্ত্রাসবাদীদের কাছেও কৌশল গুলি পৌছে যাচ্ছে এবং এই আক্রমণকারীদের কে নিরাপত্তা বাহিনীর অবস্থান এবং তাদের যথাযথ পদক্ষেপ গুলি মোবাইল ফোন স্যাটেলাইটের মাধ্যমে চলে যাচ্ছে।

এয়ার এর মধ্যে দিয়ে কমান্ডোদের লাইভ ফিড অপারেশনটি নিরাপত্তার পাশাপাশি নিরাপত্তা বাহিনীর জন্য বিপদজনক তো বটেই। কমিটি আশা করে যে, মিডিয়া সংবেদনশীল তথ্যগুলি খুব সাবধানতার সাথে ব্যবহার করবে, যা জাতির স্বার্থে উপযোগী করে তুলবে এবং নিরাপত্তা বাহিনীর জীবন সুনিশ্চিত করবে এবং এই ধরনের কার্যকলাপ পরিচালনার জন্য সরাসরি প্রচার টেলিকাস্ট এর কোনো প্রয়োজন নেই।(26)

মোহাম্মদ আজমাল মোহাম্মদ আমির কাসাব বনাম মহারাষ্ট্র মামলায়(27),সুপ্রিম কোর্ট বলেছে–

"..... The terrorist attack at all the places, in the goriest details, were shown live on the Indian TV from begining to end almost non-stop. All the channels were competing with each other in showing the latest developments on a minute to minute basis, including the position and the movements of the security forces engaged in flushing out terrorist....."(28)

আদালত এও বলেছিল যে, টিভি চ্যানেলগুলোর ক্রিয়া–কলাপ কে বাক স্বাধীনতার অধিকার ব্যবহার করে ঠিকদিকটি গণ্য করা উচিত নয়।অভিব্যক্তির স্বাধীনতা ধারা 19 এর প্রতিটি অধিকারের মধ্যে যুক্তিসম্মত নিয়ন্ত্রণ এর আওতায় পড়ে এবং এমন কোন কাজ এটি একজন মানুষের জীবনের অধিকার, যা ধারা 21 এর দ্বারা সুরক্ষিত করা হয়েছিল এবং যে কাজগুলি দেশের সুরক্ষাকে বিপদের মুখে ফেলে দেয় সেগুলি কখনোই বাক স্বাধীনতা এবং অভিব্যক্তি দ্বারা সঠিক প্রতিপন্ন করতে পারে না।

এই ধরনের চূড়ান্ত ঘটনার সময় একটি সংস্থার বিশ্বাসযোগ্যতা পরীক্ষিত হয়, যেমন মুম্বাই মামলার সময় বৈদ্যুতিন গনমাধ্যমের কভারেজ এই তর্ক টিকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে যে গণমাধ্যমের নিয়ন্ত্রণ করার পদ্ধতি কেবলমাত্র মিডিয়ার ভেতর থেকে আনতে পারে।

- **Paid News এবং গণমাধ্যমের স্বাধীনতা**

একটি সংবাদপত্রের প্রবন্ধ অনুযায়ী পেইড নিউজ পৃথিবীর সর্ব বৃহত্তম গণতন্ত্রের জন্য সবচেয়ে বড় বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।এটি সাংবাদিকতা নীতি এবং পেশাদারী সততার উপর বিশাল প্রশ্ন তোলে। লোকসভা এবং কিছু বিধানসভা নির্বাচনের সময় প্রিন্ট এবং ইলেকট্রনিক সংবাদ মাধ্যম কিছু রাজনীতিবিদ এবং প্রার্থীর সঙ্গে চুক্তি করেন টাকার বিনিময়ে ,যার দ্বারা তারা শুধু তাদেরই মত প্রকাশ করে খবর হিসেবে ,বিজ্ঞাপন হিসেবে নয়। paid news অর্থাৎ যেকোন এমন খবর বা বিশ্লেশণ সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত হচ্ছে যার জন্য নগদ বা সুবিধে পাইয়ে দেওয়া হচ্ছে। paid news একটি জটিল বিষয় এবং বিগত ছয় দশকে বিভিন্ন আকার ধারণ করেছে, যেমন উপহার পাইয়ে দেওয়া, দেশে এবং বিদেশে ভ্রমণ এবং নানান নগদ অর্থ ভিত্তিক বিবিধ সুবিধে পাইয়ে দেওয়া, সরাসরি টাকা দেওয়া ছাড়া সিইবিআই(SEBI) প্রেস কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়ার কাছে আরেক ধরনের পেইড নিউজ এর কথা জানিয়েছে যাতে মিডিয়া কোম্পানি বা কর্পোরেট কোম্পানি ব্যক্তিগত চুক্তির মধ্যে প্রবেশ করে, এতে কর্পোরেট কোম্পানি মিডিয়া কোম্পানি কে শেয়ার পাইয়ে দেয়, যার বদলে তারা ইতিবাচক কভারেজ এবং বিজ্ঞাপনের স্পেস পায়। সংসদ, ইলেকশন কমিশন, প্রেস কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়া এবং এডিটরস গিল্ড অফ ইন্ডিয়া অ্যাসোসিয়েশন অফ ডেমোক্রেটিক রিফর্মস paid news এর প্রসারে খুবই বিচলিত। ভারতের প্রেস কাউন্সিল এ বিষয়ে কড়া তদন্তের draft report করেছে কিন্তু PCI বলেছে যে আমরা আমাদের রিপোর্ট ছাপিয়ে দেখতে হবে, আমাদের দৃষ্টান্তমূলক সাজা দিতে হবে, যেমন একটি সংবাদপত্রের বা চ্যানেলের লাইসেন্স কেড়ে নেওয়া, যদি তারা এই অপরাধে অপরাধী হয় তবেই।

প্রেস কাউন্সিল এর কাছে আন্ধ্রাপ্রদেশ ইউনিয়ন অফ ওয়ার্কিং জার্নালিস্টরা (APUWJ) পিটিশনে ছয়টি তেলেগু সংবাদপত্রকে পেইড নিউজের জালে জড়িয়ে পড়েছে বলে জানিয়েছে। যেগুলি হল Eenadu, Andhra Jyothi, Sakshi, Vaartha, Andhra Bhoomi এবং Surya ইত্যাদি। এই ছয়টি সংবাদপত্রের একটি sample survey করা হয়েছিল পশ্চিম গোদাবরী জেলায় 2009 এর এপ্রিল মাসে নির্বাচনী campaign করার সময়, তাতে দেখা গেছিল যে

বিজ্ঞাপনদাতার খবর ডেটলাইন এবং ক্রেডিট লাইন যুক্ত করে ছাপা হয়েছিল ।যাতে পাঠকেরা মনে করে যে এটি সাংবাদিকদের করা খবর।

এই সব খবরের কাগজের ম্যানেজমেন্ট APUWJ এর মতে, বিজ্ঞাপনের জন্য নির্ধারিত জায়গার টাকা সংগ্রহ করে কিন্তু এটা স্বীকার করে না যে এটি বিজ্ঞাপন।

এরা অনেক দিনই পেইড নিউজ ছাপে, যেমন একই নির্বাচন ক্ষেত্রে তারা একের বেশি প্রার্থীর জয়ের ভবিষ্যৎ বাণী করে একই ডেট লাইন ও ক্রেডিট লাইন দিয়ে।

- **<u>স্টিং অপারেশন: সাংবাদিকতার নতুন দিক</u>**

তদন্তমূলক সাংবাদিকতা একটি নতুন ধারা সৃষ্টি করেছে যেখানে সাংবাদিকরা অনৈতিক এবং বেআইনি কাজ কর্ম নিয়ে তদন্ত করে ব্যক্তি বিশেষ, ব্যবসায়ী এবং সরকারি সংস্থাগুলোর বিরুদ্ধে। যদি ভালো দিকে ব্যবহার করা হয় তাহলে সাধারণ মানুষ এবং সরকারি সংস্থাগুলি প্রকাশ্যে আসে এবং সংবাদ সংস্থাটি স্বীকৃতি পায়। স্টিং অপারেশনের জন্মের পর সাংবাদিকতা একটি প্রবল পরিবর্তন এনেছে।স্টিং অপারেশন ছদ্মবেশে থাকা সাংবাদিকরা করে থাকেন অভিযুক্তকে ফাঁসানোর জন্য। স্টিং অপারেশন শব্দটি এসেছে 1930 মার্কিন ভাষা থেকে, যার অর্থ চুরি করা, যেটা খুব সুপরিকল্পিত। সত্তরের দশকে এটার মানে দাঁড়ায় অপরাধীকে ধরতে পুলিশ অপারেশন। বিদেশে নিজের বাড়িতে লুকানো recorder ব্যবহার করার কোনো বাধা নেই কিন্তু অন্যের বিরুদ্ধে তার অফিসে গোপনীয় ভাবে ব্যবহার করা নিয়ম বহির্ভূত। ওয়াটারগেট একটি বিখ্যাত উদাহরণ যেখানে মার্কিন রাষ্ট্রপতিকে এবং তার সহকর্মীদের জেলে যেতে হয় কারণ তারা রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বীর অফিসে লুকিয়ে recording সরঞ্জাম লাগানোর চেষ্টা করছিলেন। কোন কোন ক্ষেত্রে শুধু লাইসেন্স প্রাইভেট ডিটেকটিভ এবং পুলিশ ব্যবস্থা বৈধ ব্যবস্থা নিতে পারে।(29)

- **<u>গোপনীয়তার অধিকারে স্ট্রিং অপারেশন এর ক্ষতিকারক প্রভাব</u>**

স্টিং অপারেশন নাগরিকদের গোপনীয়তা এবং আইন ভাঙার জন্য অনেকবার প্রশ্নের মুখে পড়েছে প্রতিটি চ্যানেল নিজেদের মধ্যে লড়াই করছে স্টিং অপারেশন করে রেটিং বাড়ানোর জন্য। কোন

ব্যবসাদার বা বিদেশি সংস্থা এই আবহাওয়ায় মিডিয়ার অপব্যবহার করতে পারে। ভূতপূর্ব প্রধানমন্ত্রী ডঃ মনমোহন সিং এবং অর্থমন্ত্রী পি চিদাম্বরম এর কাছে অনেক সাংসদ এই ধরনের অভিযোগ এনেছেন। রিলান্সের দুই ভাইয়ের দ্বন্দ্বের সময় মিডিয়ার অপব্যবহার এর উদাহরণ তারা সামনে নিয়ে আসেন।(30)

- **<u>স্টিং অপারেশন কি নীতি মূলক?</u>**

সমালোচকরা স্টিং অপারেশনের নৈতিকতাকে প্রশ্ন করেছেন ,তারা বলেছেন যে সাংবাদিকদের নিজস্ব উদ্দেশ্য সৎ নাও হতে পারে, যেভাবে স্টিং অপারেশনের লক্ষ্যকে ফাঁসান হয় একটি পূর্বপরিকল্পিত চিত্রনাট্যকে ফল রূপ দেওয়ার জন্য, তাতে অনেক সময় সত্যের অবমাননা হবার সম্ভাবনা থাকে। যেমন tehelka স্ট্রিং অপারেশনের সময় অনেক রকম ভুলভ্রান্তি ছিল। অনেক ঘন্টা রেকর্ডিং থেকে শুধুমাত্র কিছু কিছু অংশ দেখানো হয়েছিল এবং লোকজনকে কিছু নাম নিতে প্রায় বাধ্য করা হয়েছিল ।অনেক আইনজীবী এবং সাংবাদিকরা এই পোর্টাল টির সমালোচনা করেছিলেন কারণ তারা যৌনকর্মীদের ব্যবহার করেছিল। প্রতিরক্ষা মন্ত্রক কর্মীদের জালে জড়াতে একটি চুক্তির ক্ষেত্রে দুর্নীতি বিষয়ে স্টিং অপারেশন এর সময় ,এটি ভিডিও টেপ করা হচ্ছিল। PCI , WEB PORTAL TEHELKA.COM কে ছাড় দেয় এবং বলা হয় তাদের স্টিং অপারেশন জনস্বার্থে করা হয়েছিল। আর একটি উদাহরণ হিসেবে দেওয়া যায় এ বি এন এবং সংবাদপত্র ANDRRAJYOTHI এর কথা, যারা স্ট্রিং অপারেশন করে Governor Narayan Dutt Tiwari ব্যক্তির ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে নানান গুরুতর অভিযোগ আনেন।

আন্ধ্রা হাইকোর্ট ডিভিশন বেঞ্চ একটি ইনজংশন এনে চ্যানেলটিকে টেলিকাস্ট করতে দেয় না, ANDRRAJYOTHI চ্যানেলের এই স্ট্রিং অপারেশনের গোপনীয়তার হস্তক্ষেপ এবং সাংবিধানিক পদাধিকারীর গোপনীয়তা লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রশ্ন তোলেন ,যেমন স্ট্রিং অপারেশন কতটা বৈধ? ইলেকট্রনিক রেকর্ডিং কত দূর করা সম্ভব ?

উচ্চ পদস্থ অফিসারের সম্মান injunction দ্বারা রক্ষা করা যায় কিনা ইত্যাদি । যেই বিষয়গুলি নিয়ে চিন্তা করা উচিত সেগুলি হল স্টিং অপারেশনের সময় ব্যক্তিগত আঘাত হতে পারে কি

না! সংসারের কোনো ক্ষতি হতে পারে কিনা! গোপনীয়তার হস্তক্ষেপ হচ্ছে কিনা! আইন ভাঙ্গা হচ্ছে কিনা ! সরকারি অংশগ্রহণ এই ধরনের কাজকর্মে উচিত কিনা!

- **<u>কেমব্রিজ অ্যানালাইটিকা</u>**

প্রযুক্তি বিশ্ব তো বটেই, সারা দুনিয়ায় আলোচনা-সমালোচনা হচ্ছে ফেসবুকে তথ্যের নিরাপত্তা নিয়ে। ব্রিটেনের একটি রাজনৈতিক পরামর্শদাতা প্রতিষ্ঠান কেমব্রিজ অ্যানালাইটিকা, যেটি মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ ট্রাম্পকে নির্বাচনের সময় ফেসবুকে প্রচারণা চালাতে সহায়তা করেছিল, সেই ফার্মের বিরুদ্ধে ফেসবুক তথ্যের অপব্যবহারের অভিযোগ এসেছে।

ফেসবুকের দুর্বল নিরাপত্তা ব্যবস্থার সুযোগ নিয়ে সাইটটির ব্যবহারকারীদের ব্যক্তিগত গোপনীয় তথ্য সংগ্রহ করে কেমব্রিজ অ্যানালাইটিকা। মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের প্রাক্কালে দেশটির জনগণকে প্রভাবিত করেছে যা নির্বাচনের ফলাফলে ভূমিকা রেখেছে।

কেমব্রিজ এনালাইটিকার ঐ ঘটনা প্রকাশ পাওয়ার পর বিশ্বজুড়ে ফেসবুকের দিকে আঙুল তোলে সবাই।আর এখন ফেসবুক নতুন একটি উদ্যোগ হাতে নিয়েছে যার মাধ্যমে ব্যবহারকারীরা জানতে পারবেন যে তাদের গোপন ব্যক্তিগত তথ্য ফেসবুক থেকে অন্য কোনো পক্ষের কাছে বেহাত হয়েছে কি না।

9 এপ্রিল 2018 থেকে ফেসবুকের সকল ব্যবহারকারী নিজ নিজ ফেসবুক হোমপেজে (নিউজফিডে) নতুন একটি লিংক পাওয়া যাবে যেখানে জানা যাবে কার কোন তথ্য ফেসবুক থেকে ফাঁস হয়েছে। ফেসবুকের মোট 220 কোটি ব্যবহারকারীর সকলেই তাদের ফেসবুক ফিডে একটি করে নোটিশ দেখতে পাবেন যেখানে প্রথমেই লেখা আসবে 'প্রটেক্টিং ইওর ইনফরমেশন'। সেখানে কোন কোন অ্যাপ ফেসবুকের মাধ্যমে ব্যবহার করা হয় এবং সেসব অ্যাপের সাথে ব্যবহারকারীর কোন কোন তথ্য শেয়ার করা হয়েছে। এরপর চাইলে থার্ড-পার্টি অ্যাপ ফেসবুক থেকে মুছে ফেলা যাবে।

"...Christopher Wylie, who worked with a Cambridge University academic to obtain the data, told the Observer: 'We exploited Facebook to harvest millions of people's profiles. And built models to exploit what we knew about them and target their inner demons. That was the basis the entire company was built on.'

Documents seen by the Observer, and confirmed by a Facebook statement, show that by late 2015 the company had found out that information had been harvested on an unprecedented scale...." (31)

ফেসবুকের দাবি অনুযায়ী, কেমব্রিজ এনালাইটিকার কারণে মোট ৪.7 কোটি ব্যবহারকারীর ব্যক্তিগত তথ্য বেহাত হয়েছে, যার মধ্যে 7 কোটিই আমেরিকান। তবে ফেসবুক থেকে অন্যান্য অ্যাপের মাধ্যমেও যেসব ব্যবহারকারীর ব্যক্তিগত গোপন তথ্য ফাঁস হয়ে যাওয়ার ঝুঁকি আছে তা কমানোর জন্য প্রত্যেকেরই উচিত ফেসবুক ফিডে আসা ঐ নোটিশ চেক করে নিশ্চিত হওয়া।তাই , প্রতেকটী দেশকে সর্বোপরি নাগরিকদের সচেতন হওয়া জরুরি।

- **<u>ভারতে হোয়াটসঅ্যাপ এনক্রিপশন</u>**

চ্যাট মানেই তা গোপন থাকার কথা। কিন্তু তা সম্পূর্ণ গোপন থাকে না। হোয়াটসঅ্যাপে এতদিন পর্যন্ত যা চ্যাট হয়েছে তা ইচ্ছে করলেই হ্যাক করতে পারে কেউ অথবা অ্যাপ অ্যাডমিনিস্ট্রেটররাও দেখতে পারেন সেই চ্যাট। এইভাবেই ইন্টারনেটে লিক হয়েছে বহু ব্যক্তিগত মুহূর্তের ছবি, বহু সেক্সটিং ইমেজ।

এইসব ঘটনা থেকে ইউজারদের মুক্তি দিতেই হোয়াটসঅ্যাপ সম্প্রতি সমস্ত প্ল্যাটফর্মে রোল আউট করে একটি নতুন আপডেট, যার নাম এন্ড-টু-এন্ড এনক্রিপশন। ইতিমধ্যেই,ভারতের হোয়াটসঅ্যাপ ইউজারদের প্রায় সবাই এই আপডেট অ্যাকসেস করে ফেলেছেন। কিন্তু এই বিশেষ আপডেটের জন্যেই ভারতে বন্ধ হয়ে যেতে পার এই অ্যাপ।

হোয়াটসঅ্যাপের লেটেস্ট আপডেটটি ডাউনলোড করলেই ডিফল্ট সেটিং হিসেবে চালু হবে এই এনক্রিপশন। এর পর অন্য যে কারও সঙ্গে চ্যাট করতে গেলে হোয়াটসঅ্যাপ আপনাকে জানিয়ে দেবে তিনিও এই এনক্রিপশন আপডেট ডাউনলোড করেছেন কি না। যদি করে থাকেন তবে আপনার এবং সেই ব্যক্তির কাছে মেসেজ আসবে যে এই চ্যাটটি এন্ড টু এন্ড এনক্রিপটেড।

এর অর্থ হল চ্যাটে যা লেখা হবে অথবা হোয়াটসঅ্যাপ কলে যা কথা হবে তা কেউ হ্যাকও করতে পারবে না এবং হোয়াটসঅ্যাপ কর্তৃপক্ষও জানতে পারবে না কী কী কথা হল। যদি অন্য ব্যক্তি এখনও এই আপডেট ডাউনলোড না করে থাকেন তবে তাঁর হোয়াটসঅ্যাপ প্রোফাইলে গেলেই হোয়াটসঅ্যাপ সেকথা জানিয়ে দেবে। তখন সেই চ্যাট কিন্তু সম্পূর্ণ গোপন নয়।

এনক্রিপশনের অনেকগুলি লেভেল রয়েছে। কোনও দেশের নিরাপত্তা প্রশ্নে ঠিক কোন লেভেল পর্যন্ত এনক্রিপশন করা যাবে তার কিছু আইনি নির্দেশনামা রয়েছে। ভারতের সাইবার আইন অনুযায়ী কোনও অনলাইন অ্যাপ 40 বিট পর্যন্ত এনক্রিপশন করতে পারে। কিন্তু হোয়াটসঅ্যাপের এই নতুন এনক্রিপশনটি 256 বিট। অর্থাৎ সেইদিক থেকে দেখতে গেলে ভারতের সাইবার আইন লঙ্ঘন করে ফেলেছে হোয়াটসঅ্যাপ। তাই ইচ্ছে করলেই ভারত সরকার এই বিষয়ে আপত্তি তুলতে পারে। সন্ত্রাসবাদীরা ইদানীং অ্যাপের মাধ্যমে বহু তথ্য আদানপ্রদান করে। এন্ড টু এন্ড এনক্রিপশন থাকলে সেই সব চ্যাটের নাগাল পাওয়া মুশকিল হবে ইনটেলিজেন্স দফতরের।

".....Experts say only a small fraction of the user data is temporarily cached to allow certain offline access and company stores no information on its servers. "The data is stored on users' device. This (decryption) will require a fundamental change in the way not only WhatsApp but messaging services of Apple and Google too work," said a senior executive at a technology company. Indian authorities were among a handful, who were demanding decryption." (32)

কিন্তু আর এক দিক থেকে দেখতে গেলে ইউজারদের ব্যক্তিগত কথা-বার্তা-ছবি সম্পূর্ণ গোপনীয় থাকাই বাঞ্ছনীয়। এখনও পর্যন্ত হোয়াটসঅ্যাপের এই এনক্রিপশন নিয়ে সরকারের পক্ষ থেকে কোনও পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। তার কারণ হোয়াটসঅ্যাপ, স্কাইপি, ভাইবার ইত্যাদি 'ওভার দ্য টপ' বা ওটিটি অপারেশন। 2015 সালে এই সংক্রান্ত একটি পেপার প্রকাশ করেছিল ট্রাই বা টেলিফোন রেগুলেটরি অথরিটি কিন্তু এই সংক্রান্ত কোনও আইন এখনও চালু হয়নি। এক্ষেত্রে সরকারের দাবি ও উড়িয়ে দেওয়ার নয়। TOI এর খবর অনুযায়ী-

"The Menlo Park-headquartered company has held training sessions with senior police officers from several states to help work out ways to prevent the spread of hate messages or fake news.

Some of the states and city police departments have set up dedicated WhatsApp numbers where they share updates related to crime or events in the city. The same can be used by authorities to counter the spread of objectionable content or fake news." (33)

এক্ষেত্রে এই প্রশ্নই উদ্ভাবিত হচ্ছে, তবে কি ভারতের নাগরিকদের গোপনীয় তথ্য সরকারের নজরদারিতে? যদি, সন্ত্রাসবাদ রুখতেই চ্যাটের নাগাল ছাড়তে চাইছে না, তবে প্রতেক ভারতীয়দের গোপন তথ্য বিপদের মুখে বলা যেতে পারে।

- **<u>ভারতে সোশ্যাল মিডিয়া হাব</u>**

ভারতে কেন্দ্রীয় সরকার সোশ্যাল মিডিয়া হাব নির্মাণ করার প্রস্তাব দিয়েও সরে আসে। সুপ্রিম কোর্টে এই সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে দিয়েছে সরকার। প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বাধীন বেঞ্চে কেন্দ্রের অ্যাটর্নি জেনারেল কেকে বেণুগোপাল বলেন, সোশ্যাল মিডিয়া হাব সংক্রান্ত যে বিজ্ঞপ্তি জারি করেছিল সরকার, তাও প্রত্যাহার করে নেওয়া হচ্ছে। প্রধান বিচারপতি-সহ বিচারপতি খানউইলকর ও বিচারপতি চন্দ্রচূড়ের ডিভিশন বেঞ্চে অ্যাটর্নি জেনারেল বলেন, সোশ্যাল মিডিয়া সংক্রান্ত নীতি পুরায় বিবেচনা করবে কেন্দ্র।

কেন্দ্রের প্রস্তাবিত 'সোশ্যাল মিডিয়া হাব'-এর বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে মামলা দায়ের করেন মহুয়া মৈত্র। মহুয়া বলেন, এই ধরনের হাব তৈরির নামে কেন্দ্রীয় সরকার আদতে দেশের সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহারকারীদের উপর নজরদারি চালাতে চায়। সরকারের থেকে সুনির্দিষ্টভাবে জানতে চাওয়া হয়, তারা কি দেশবাসীর হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ ইত্যাদিতেও উঁকি দিতে চাইছে কি না।

আধার কি গোপনীয়তার অধিকার লঙ্ঘন করছে, এ সংক্রান্ত একাধিক মামলা একত্রিত করে সুপ্রিম কোর্টের সাংবিধানিক বেঞ্চে বিচার চলছে। এমন পরিস্থিতিতে কেন্দ্রের এই সোশ্যাল মিডিয়া হাব-এর প্রস্তাব রীতিমতো তাত্পর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছিল বলে মনে করছিলেন আইনজ্ঞরা। ফলে, সে দিক

থেকে কেন্দ্রের এমন সিদ্ধান্ত বদল এবং বিজ্ঞপ্তি প্রত্যাহারকে 'বিবেচক' পদক্ষেপ হিসাবেই ধরা হচ্ছে।(34)

- **<u>সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা নিয়ন্ত্রণ</u>**

গণতন্ত্র একটি আলোচনা মূলক সরকার এবং এটি একজন মানুষ ও একটি সমষ্টির দ্বারা পরিচালিত হয় না। আধুনিক যুগের প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রে যারা মানুষের সেবা করার দায়িত্ব পেয়েছেন অর্থাৎ সরকার ,তারা মানুষের থেকে অনেকটাই দূরে অবস্থান করে।সেখানে মানুষ এবং সরকারের মধ্যে দূরত্ব ঘোচানোর দরকার।

মানুষের সমষ্টিগত আকাঙ্ক্ষা গুলিকে সরকারের কাছে পৌঁছানোর দায়িত্ব একমাত্র গণমাধ্যম নিতে পারে। তাই গণমাধ্যমের এ ক্ষেত্রে গুরুত্ব অপরিসীম কিন্তু এর মানে একটি গণমাধ্যমকে অপব্যবহার করার প্রভূত সুযোগ রয়েছে।

কিছু বর্তমান উদাহরণ গুলি প্রমাণ করে একটি মিডিয়াকে চালাতে যে অর্থ ব্যয় হয় তা দিনের পর দিন বাড়ছে তবুও এই ব্যবসা লাভজনক।(35) এর উপর যেটা সবচেয়ে আশ্চর্যজনক সেটা হল গণমাধ্যম এর উপর সঠিক তথ্য দেওয়ার কোনো আইন নেই শুধু সাংবাদিক নৈতিকতাই ভুল ভ্রান্তির বিরুদ্ধে ব্যবহার করা যেতে পারে কিন্তু গণতন্ত্রে প্রতিটি ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান যাদের ক্রিয়া-কলাপ জনস্বার্থে প্রভাব ফেলে তাদের জনসাধারণের কাছে উত্তর দেওয়া বাধ্যতামূলক।

- **<u>সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতার যুক্তিপূর্ণ নিয়ন্ত্রণ</u>**

এক্সপ্রেস সংবাদপত্রগুলি বনাম ভারত সরকার মামলায়,(36) সুপ্রিম কোর্ট সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা নিয়ে বিস্তর আলোচনা করেছে এবং বলেছিল যে এটি খর্ব করা যায় না কিন্তু অন্য স্বাধীনতার মত যুক্তিপূর্ণ নিয়ন্ত্রণ এটিতেও করা যেতে পারে।

রিলায়েন্স পেট্রোকেমিক্যাল সংস্থা বনাম ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস মালিকদের মামলায়, (37)সুপ্রিম কোর্ট ধারা 19(1)(F)এ উল্লেখ করেছেন ,যেটি বাক স্বাধীনতা বিষয়ক এবং ধারা19(2) এর কথা উল্লেখ

করেছিল, যেখানে এর নিয়ন্ত্রণ গুলি উল্লেখিত। সুপ্রিম কোর্ট বলেছিল যে মার্কিন সংবিধানের আইন মোতাবেক যুক্তিপূর্ণ নিয়ন্ত্রণে কোন ব্যবস্থা নেই। আমেরিকার সংবিধানের প্রথম সংশোধনী তে বাকস্বাধীনতাকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল এবং পরে মার্কিন আদালতগুলোতে real and present danger এর তত্ত্বের বিবর্তন উল্লেখ করেছিল। আমেরিকার এই তত্ত্বটি একমাত্র বাকস্বাধীনতা খর্ব করতে পারে কিন্তু ভারতের ক্ষেত্রে বাক স্বাধীনতা চরম নয়।

The Indian Express সংবাদ পত্রের সাংবাদিক সৈকত বসুর সাক্ষাত্কারে এই দিক গুলি উঠে এসেছে–

1) অনেক সময়ই আমরা শুনি যে মিডিয়া প্রতিষ্ঠানগুলি পক্ষপাতদুষ্ট,এটা আজকের যুগে কতটা সত্যি?

তার উত্তরে, কোনো সংবাদমাধ্যম পক্ষপাতদুষ্ট কী না সেটা একটা স্তরে কিন্তু দৃষ্টিভঙ্গির ওপর নির্ভরশীল। অনেককে আমাদের পক্ষপাতদুষ্ট মনে হয় কারণ আমরাই পক্ষপাত প্রবণ। কিন্তু এটা স্বীকার করতেই হবে যে এখন প্রচুর মিডিয়া হাউস একটা লাইন ধরে রিপোর্টিং করা অভ্যাসে পরিণত করেছে যেখানে তথ্য কে প্রাধান্য না দিয়ে অনুমান এবং দৃষ্টিভঙ্গির ওপর নির্ভরশীল লেখাকে গুরুত্ব দেয় যাতে কোনো এক রাজনৈতিক দল কিম্বা ব্যাক্তির দিকে ঝোঁকা হয়।

2) একটা রিপোর্ট যখন এডিট করে present করা হয় তখন একজন এডিটর পরিবর্তনের সময় কি কি জিনিস মাথায় রাখে?

-একজন সম্পাদকের লক্ষ্য লেখার গতি বজায় রেখে ভুল তথ্য কে বিতাড়িত করে লেখার সম্পাদনা করা এবং তার সঙ্গে সঙ্গে রিপোর্টারের কোন পক্ষপাত থাকলে সেটাকে বর্জন করে বৃহত্তর চিত্রে কিভাবে প্রতিবেদনটি খাপ খাচ্ছে দেখে লেখাটি তৈরি করা।

3) মিডিয়ার জন্যে self-censorship কতটা গুরুত্বপূর্ণ এবং কি কি regulation তাদের মানা উচিত?

- স্বনীয়ন্ত্রণ এর ক্ষেত্রে এটা জানতে হবে যে কী বলা উচিত নয়। গুজব এবং ভুয়া খবরের ভিত্তিতে রিপোর্টিং থেকে দূরে থাকতে হবে। যৌন নির্যাতন সম্পর্কিত খবর রিপোর্ট করার সময় সাবধান থাকতে হবে যাতে নির্যাতিতার নাম না প্রকাশিত হয়। রাজনৈতিক খবর করার সময়

যেন পক্ষপাত না করা হয় সেদিকেও নজর রাখতে হবে। তবে নিয়ন্ত্রণ যেন এমন না হয় যাতে সংবাদমাধ্যম মানুষের কাছে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি নিয়ে লেখাই বন্ধ করে দেয়।

4) আপনার কি মনে হয় ভারতে সাংবাদিকরা 'absolutely impartial' ভাবে কাজ করতে পারে?
-সাংবাদিকরা হয়ত নিরপেক্ষ হতে পারেন কিন্তু সমাজ সেটা মেনে নিতে পারবে না এখন কারণ সমাজই এখন এতটা বিভক্ত।

অন্যদিকে, TOI এর সাংবাদিক SHAOLI CHAKRABORTY বলেন, সংবাদমাধ্যম পুরোপুরি উপরমহলের কথায় ওঠে বসে, এক্ষেত্রে সাংবাদিকরা কিছুই করতে পারেন না, কারণ মাসের শেষে টাকা পায়াটাই জরুরী। আর যেহেতু গোপন তথ্য প্রকাশে সেলেব্রিটিরা তাদের প্রচার পায় তাই সেক্ষেত্রে সেই খবর তারা ছাপাতে বাধ্য। এতেশুধু সংবাদপত্রের প্রচারই হয়না, সাধারণ মানুষও উপভোগ করে।

- **<u>ভারতের প্রেস কাউন্সিল</u>**

ভারতের প্রেস কাউন্সিলের জন্ম আমাদের সংবিধান প্রণেতাদের উদ্বেগের মাধ্যমে হয়েছিল কারণ তারা এটি নিশ্চিত করতে চেয়েছিল যে আমাদের গণতন্ত্রে প্রতিটি নাগরিক বাক স্বাধীনতা উপভোগ করতে পারবে কিন্তু কিছু যুক্তি পূর্ণ নিয়ন্ত্রনের মধ্য দিয়ে। ধারা 19 (1) এর মধ্যে সংবাদ মাধ্যম নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে, সরাসরি নাম না নিয়ে। স্বাধীনতার পরে বোঝা গেল যে একটি নতুন সংবাদ মাধ্যম তৈরি হচ্ছে যার লক্ষ্য গুলি পাল্টাচ্ছে। প্রথম প্রেস কমিশন 1954 সালে গঠিত হয় এবং এইসব বিষয় নিয়ে দীর্ঘ পর্যালোচনা করে এবং একটি প্রেস কাউন্সিল তৈরীর প্রস্তাবনা ,যেখানে সাংবাদিকরা নিজেদের কর্মীদের কাজকর্ম নিয়ন্ত্রণ করবেন কোনো সরকারি বা বাইরের হস্তক্ষেপ ছাড়াই। অন্য অনেক গণতন্ত্রে এরকম ধরনের সংস্থা কাজ করছিল প্রধানত স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা(38) কিন্তু ভারতে মনে করা হয়েছিল কাউন্সিলকে সরকারি স্বীকৃতি দেওয়া হবে যাতে তাদের কাজের সুবিধা হয়।এটি তৈরি করার মূল লক্ষ্য ভারতের সাংবাদিকতার স্বাধীনতা বজায় রাখা ।
যদি কোন ভুল কাজ হয় তাহলে council সতর্ক করতে,ভর্ৎসনা করতে পারে যদি অভিযোগের সঙ্গে তারা একমত হয় ,এগুলো ছাড়া কাউন্সিল কিছু নিয়মাবলী তৈরি করেছে যেগুলো

সাংবাদিকরা অনুসরণ করে রিপোর্টিং এর সময়। (39)প্রেস কাউন্সিলের অপরাধীকে শাস্তি দেওয়ার ক্ষমতা রয়েছে এবং বৈষম্যমূলক তথ্যের প্রকাশিত হওয়া কে রোধ করার ক্ষমতা রয়েছে কিন্তু এই নিয়মাবলী গুলি আইন নয় এবং আদালতে এর কোন স্বীকৃতি নেই ।ভারতের প্রেস council সরকারের উপদেষ্টা হিসেবেও কাজ করে সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতার ক্ষেত্রে।

এগুলির মধ্যে পড়ে মানহানির মোকদ্দমা, গোপনীয়তায় হস্তক্ষেপ, তথ্যের অধিকার, সাংবিধানিক সুবিধা, সন্ত্রাসবাদের মোকাবিলা গোপন তথ্য ইত্যাদি। যদিও সরকার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এবং শৃংখলাবদ্ধ গণমাধ্যম গণতন্ত্রের জন্য ক্ষতিকারক। কিন্তু অনিয়ন্ত্রিত গণমাধ্যম অনেক ক্ষতির সম্ভাবনা রাখে। গণমাধ্যমের ও দায়িত্ব রয়েছে ব্যক্তি সাধারণের অধিকার কে সম্মান জানানো এবং যেটি আন্তর্জাতিক নিয়মাবলী এবং আইন ব্যবস্থার স্বাধীনতা সুরক্ষিত রাখে।(40)

- **<u>সাংবাদিকতার নিয়মাবলী</u>**

2010 সালে গঠিত নিয়মাবলী সঠিক রিপোর্টিং ছাপার আগে খুঁটিয়ে দেখে নেওয়া,মানহানি মূলক লেখার বিরুদ্ধে সতর্কতা, সরকারি কর্মীদের কাজকর্ম এর সমালোচনা মূলক লেখার বিষয়, গোপনীয়তার অধিকার, আইনী ব্যবস্থার সমালোচনার বিষয়ে সর্তকতা, অশ্লীলতার ব্যবহার থেকে বিরত থাকা ইত্যাদি সম্বন্ধে লেখা গুলো স্পষ্ট করে নথিভুক্ত করে।

- **গোপনীয়তার অধিকার**

কোন সংবাদ মাধ্যম মানুষের গোপনীয়তায় হস্তক্ষেপ করবে না যদি না জনস্বার্থের কারণে তা করতে হয়। তাই যখন একটি বিষয় জনসাধারণের গুরুত্ব বিষয় হিসেবে প্রতিপন্ন হয় তখন গোপনীয়তার অধিকার আর থাকে না এবং সংবাদ মাধ্যম তা নিয়ে তাদের মত দিতে পারে। (40)বিশেষ সর্তকতা অবলম্বন করতে হবে যখন কোন রিপোর্ট কোন মহিলাকে কলঙ্কিত করে।(41)

- **পরিচয় প্রকাশ বিষয়ক সচেতনতা**

যখন ধর্ষণ বা কিডন্যাপ সংক্রান্ত অথবা শিশুদের বিরুদ্ধে যৌন নির্যাতন বিষয়ে কিংবা কোন মহিলার চরিত্র নিয়ে কোন রিপোর্ট লেখা হয় তখন যে বা যারা অপরাধের শিকার হচ্ছেন তাদের নাম বা ছবি প্রকাশ করা নিষিদ্ধ যাতে তাদের পরিচয় গোপন থাকে।6(III) নম্বর ধারা(42) উল্লেখ করে যে, অপ্রাপ্তবয়স্ক শিশু যারা যৌন নির্যাতন কিংবা বলপূর্বক বিবাহের থেকে জন্ম নিয়েছে তাদের পরিচয় গোপন রাখতে হবে। এছাড়া কোন ব্যক্তির বেদনার মুহূর্ত ছবির দ্বারা ধরা যাবেনা কিন্তু দুর্ঘটনার শিকার অথবা প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ছবি ছাপা যাবে জনস্বার্থে।(43)

- **বিখ্যাত ব্যক্তিদের গোপনীয়তা**

গোপনীয়তার মাত্রা ব্যক্তি বিশেষে আলাদা হয়। কিন্তু যে ব্যক্তিরা জনগণের নজরদারিতে কাজ করেন বা জনগণের প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করেন তারা একটি সাধারণ মানুষের মতো গোপনীয়তা প্রত্যাশা করতে পারেননা, তাদের কাজকর্মও, যেগুলি জনস্বার্থে করা হচ্ছে সেগুলো যদি গোপন ভাবে করা হয় তাহলে তা-ও সেগুলো প্রকাশিত হতে পারে। কিন্তু সংবাদ মাধ্যমেরও দায়িত্ব আছে যে এই তথ্যগুলিকে তারা সঠিক উপায়ে জোগাড় করছেন এবং যাচাই করে নিচ্ছেন।(44)

- **ফোনে বার্তালাপ ও সাক্ষাৎকারের রেকর্ডিং**

ফোনে বার্তালাপ ও সাক্ষাৎকারের রেকর্ডিং অনুমতি ছাড়া করা উচিত নয় এবং তখনই তা অনুমতি বিনা করা যায় যখন রেকর্ডিংটি একটি সাংবাদিককে আইনি ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সুরক্ষা দিতে পারে বা অন্য কোনো জরুরি কারণে। ধারা 8 এবং 2 clause এ(45) সংবাদমাধ্যমকে এই ধরনের বার্তালাপ থেকে অশালীন কথাবার্তা ডিলিট করতে বলে ।

- **সংবাদপত্র অন্যদের অপরাধী বলতে পারেনা**

সংবাদপত্রগুলি কোনো অপরাধে অভিযুক্তর পরিবার আত্মীয়স্বজন বা বন্ধুবান্ধবের নাম নিতে পারে না, যখন তাঁরা সম্পূর্ণরূপে নির্দোষ এবং তাদের উল্লেখ রিপোর্ট এর (46) সাথে প্রয়োজনীয় নয় আদালতের কাজ কর্মের রিপোর্টিং এর সময় রিপোর্টার ও সম্পাদকের আরো সাবধান হতে হবে যাতে তারা ভুল তথ্য না দেয়।

- **নীতির নিয়মাবলী এবং সম্প্রচারের মান গুলি**

News Broadcaster Association, New Delhi সাংবাদিকদের নিজস্ব স্বনিয়ন্ত্রণের নীতিগুলি প্রণয়ন করে। এই নীতি গুলি হলো– (47)

• বৈদ্যুতিন মাধ্যমে সাংবাদিকরা যেন এটা মেনে চলে যে তারা জনগণের প্রতিনিধি এবং তারা সব সময় সর্বদা সত্যের অনুসন্ধান করেন এবং সেটি সঠিকভাবে রিপোর্ট করেন। স্বাধীনতা এবং নৈতিকতার মাধ্যমে, তারা তাদের সমস্ত কাজ কর্মের দায় যেন স্বীকার করেন।

• সাংবাদিকরা জনস্বার্থ এবং নৈতিকতার আদর্শ থেকে বিচ্যুত না হয়।

• নিউজ চ্যানেল গুলি যেন এটা বুঝতে পারে যে তাদের একটি বিশেষ দায়িত্ব রয়েছে সাংবাদিকতার উচ্চ আদর্শ গুলি বজায় রাখার ক্ষেত্রে কারণ তারা জনগণের মতকে প্রভাবিত করে। তাই তাদের যে আদর্শকে অনুসরণ করতে হবে সেগুলি হল –তারা যেন খবর না বেছে সম্প্রচারিত করে, যাতে কোনো একটি মতকে বা দলকে সুবিধা না পাইয়ে দেওয়া হয়।

• একটি গণতন্ত্রের রিপোর্টিং এর মূল লক্ষ্য মানুষকে শিক্ষিত এবং অবগত করা দেশে কি হচ্ছে তার ব্যাপারে ,যাতে মানুষ তাদের নিজেদের মত তৈরী করতে পারে ।

• ব্রডকাস্টাররা খবরের সবদিক যেন সঠিকভাবে প্রকাশ করেন, সমস্ত মত্কে একই ভাবে দেখা, তর্ক মূলক বিষয়গুলি যেন সঠিক ভাবে প্রকাশিত হয়, প্রতিটি মত কে যেন একই সময় দেওয়া হয় এবং গণতন্ত্রের গুরুত্বের খাতিরে সংবাদ যেন সম্প্রচারিত হয়।

- **স্বনিয়ন্ত্রণের নীতি**

নিউজ ব্রডকাস্ট অ্যাসোসিয়েশনের তথ্যের নির্দেশিকা তৈরি করেছে,যাতে তারা স্বনিয়ন্ত্রিত হতে পারে। সম্পাদকীয় নিয়মাবলী এর মূল মন্ত্র এবং যেগুলি ভারতের সংবিধানে বাকস্বাধীনতার নীতি মেনে তৈরি এবং টিভি দর্শকদের মননের সম্মান রাখে।

তথ্যভিত্তিক এবং নিরপেক্ষ রিপোর্টিং সঠিক খবর দেওয়া রিপোর্টিং এর মূল লক্ষ্য। 24 ঘন্টা নিউজ চ্যানেলের দর্শকরা গতির প্রত্যাশা রাখেন কিন্তু সঠিক খবর দেওয়া এবং নির্ভুল খবর দেওয়ার দায়িত্ব চ্যানেল গুলির । তা সত্বেও যদি কোন ভুল হয়, তখন চ্যানেলগুলি যেন সেটি না লুকায়,ভুল শোধরানো খুব দ্রুত গতিতে করা উচিত এবং পরিষ্কারভাবে করা উচিত,সেটি কোন ছবির ক্যাপশন, গ্রাফিক যাই হোক না কেন। চ্যানেল গুলি কোন মানহানি মূলক খবর যেন সম্প্রচারিত না করে। জনস্বার্থে করা কোন বিতর্কমূলক রিপোর্ট এর(48) সত্যিই হবে সুরক্ষা কবচ ।কিন্তু এসব ক্ষেত্রেও প্রতিটি ব্যক্তি এবং সমষ্টি কে তাদের মত প্রকাশের সুযোগ দেওয়া উচিত। এটি সরকারি প্রতিনিধিদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য এবং কেউই সংবাদমাধ্যমের পর্যবেক্ষনের ঊর্ধ্বে বলে নিজেকে গণ্য করতে পারে না।

- **নিরপেক্ষতা**

সংবাদ চ্যানেল গুলির প্রথম শর্ত হলো নিরপেক্ষ থাকা এবং যেকোন বিতর্কের ক্ষেত্রে সমস্ত অংশগ্রহণকারীকে সমান সময় দেওয়া। কিন্তু তাও এটা মাথায় রাখতে হবে যে প্রধান সমষ্টি গুলিকে যেন বেশি সময় দেওয়া হয় জনস্বার্থে ।সেই চ্যানেল গুলিকে এটিও মাথায় রাখতে হবে যে অভিযোগ মানেই সেটা প্রমাণিত নয় এবং সমস্ত অভিযুক্ত ব্যক্তি অপরাধী নয় ।
অপরাধের রিপোর্টিং এর ক্ষেত্রে মাথায় রাখতে হবে অপরাধ যেন গৌরবান্বিত না হয় ।নিউজ চ্যানেল গুলি প্রসার অনেক বেশি এবং তাদের প্রভাব তৎক্ষণাৎ। তাই চ্যানেল গুলোর ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় যে তারা কোন হিংসার ঘটনা রিপোর্ট করার সময় এমন ছবি না দেখান যেটি হিংসাকে প্ররোচনা দেয় বা গৌরবান্বিত করে ,যাতে ইতিবাচক মনে হয় এবং হিংসা যারা করছে

তাদেরকে ইতিবাচকভাবে দেখানো না হয় ,সে তাদের আদর্শ যাই হোক না কেন। বিশেষভাবে সতর্ক থাকা উচিত এমন সব ছবি দেখানোর ক্ষেত্রে যেগুলি প্রয়োগমূলক অথবা বিদ্বেষকে মদত দেয়। এর সঙ্গে হিংসার রিপোর্টিং এর ক্ষেত্রে কোন গ্ল্যামার এর সংযোজন যেন না হয়, কারণ দর্শকদের ক্ষেত্রে উপর প্রভাব ফেলতে পারে কোন ব্যথা বা কষ্ট দেখানোর ক্ষেত্রে ছবি গুলিকে ক্ষমতা বজায় রাখার ছবিগুলি যেন ভব্যতা বজায় রাখে এবং আত্মহত্যা বা নিজের ক্ষতি করার উপায় গুলি যেন বিস্তারে না দেখায়।

- **হিংসার প্রদর্শন এবং মহিলা ও শিশুদের ওপর প্রদর্শিত বল প্রয়োগ**

নিউজ চ্যানেল গুলি এটি নিশ্চিত করবে যে কোন মহিলা বা শিশুর বা অপ্রাপ্ত বয়স্কার যৌন নির্যাতন যে হিংসা এবং মানসিক আঘাতের শিকার হয়েছে বা সেরকম কিছুর সাক্ষী থেকেছে, সেরম ব্যক্তিকে যেন টিভির পর্দায় দেখানো না হয়, তাদের পরিচয় গোপন না করে। যেসব ক্ষেত্রে যৌন নির্যাতন বা মহিলাদের ব্যক্তিগত চরিত্র জড়িয়ে আছে বা নির্ভর করে আছে সেখানে তাদের নাম ছবি এবং অন্য তথ্য গুলো যেন সম্প্রচারিত না হয় ।শিশুর যৌন নির্যাতনের ক্ষেত্রে একই নিয়ম প্রযোজ্য।

- **যৌনতা এবং নগ্নতা**

সংবাদ চ্যানেলগুলি পুরুষ বা মহিলার শরীর এর নগ্নতা মর্ফ না করে দেখাতে পারবে না ।চ্যানেলগুলি যৌন ক্রিয়া কলাপ, যৌন বিকৃতির অথবা ধর্ষণ ও যৌন নির্যাতন কিংবা পর্নোগ্রাফি এবং যৌন ইঙ্গিত মূলক ভাষার ব্যবহার করতে পারবে না। কিন্তু চ্যানেলগুলি অযথা গোড়া বা নীতিবাদী হওয়ার অধিকার রাখে না এবং এই নিয়ন্ত্রণের মূল লক্ষ্য বিকৃতির প্রচার যাতে না হয়।

- **গোপনীয়তা**

মানুষের ব্যক্তিগত জীবনে যেন চ্যানেলগুলি হস্তক্ষেপ না করে যদি না জনস্বার্থ বিষয়ক প্রয়োজনের উদ্রেক হয়। চ্যানেলগুলি ব্যক্তিগত জায়গা , নথি ,টেলিফোনে কথোপকথন ইত্যাদিতে গুজব রটানোর জন্য নাক গলাতে পারে না এবং একমাত্র জনস্বার্থেই হস্তক্ষেপ করবে কিন্তু অনেক সময় খবর জোগাড় করতে কিছু বাঁধা নিয়ম ভাঙতে হয়। কিন্তু সেগুলো সম্পূর্ণ জনস্বার্থে করা উচিত। ছোটদের ক্ষেত্রে যে কোন সম্প্রচারের সাথে তাদের অভিভাবকের সম্মতি নেওয়া উচিত। কিন্তু গোপনীয়তা ব্যবহার করে কেউ প্রবেশাধিকার বা সাক্ষাৎকার নেওয়ার অধিকার কেড়ে নিতে পারে না। বিশেষত,সেইসব মানুষের যারা বিখ্যাত বা জনপ্রতিনিধিত্ব করেন।

- **জাতীয় সুরক্ষা বিপন্ন করা**

কোন মানচিত্র অথবা শব্দবন্ধ প্রবোধ করার সময় ভারতের সুরক্ষা পরিকল্পনা ইত্যাদি দেখাতে গিয়ে যেনো ভারতীয় আইন এবং ভারতীয় সরকার অনুমোদিত মানচিত্র এবং শব্দবন্ধ ব্যবহৃত হয়। সংবাদ চ্যানেলগুলি বিচ্ছিন্নতাবাদী দল বা স্বার্থের সম্প্রচার করবে না কিংবা তাদের এমন তথ্য প্রকাশ করবে না যেটি জীবন অথবা জাতীয় সুরক্ষা বিপন্ন করে। কিন্তু যদি জনস্বার্থে জাতীয় সুরক্ষার ফাঁকফোকর গুলো দেখানো হয় তাহলে সেগুলি বিপন্ন করার সঙ্গে যেন গুলিয়ে না ফেলা হয়।

- **কুসংস্কার এবং তন্ত্র সাধনা দেখানো থেকে বিরত থাকতে হবে**

সংবাদ চ্যানেলগুলি এমন কিছু দেখাবে না যেগুলি কুসংস্কার অথবা তন্ত্র সাধনা কে গৌরবান্বিত করে। এই ধরনের জিনিসপত্র সম্পর্কিত কোন খবর সম্প্রচারের সময় চ্যানেল গুলি বিধিবদ্ধ সতর্কীকরণ প্রচার করবে ,যাতে দর্শকরা ভুলভ্রান্তির বশবর্তি না হয় এবং এ ধরনের কার্যকলাপ থেকে বিরত থাকে। তাই খবরের চ্যানেল গুলি অতিপ্রাকৃত ঘটনা বলি যেন সত্য হিসাবে না মেনে নেন। এবং ভূত বা অশরীরী আত্মার কিংবা ব্যক্তিগত অথবা সামাজিক বিকৃতি এবং এই ধরনের বিনোদনমূলক কাজকর্মকেও যেন সত্য বলে গণ্য করা না হয়। যুক্তিবাদী মনকে এ

ধরনের প্রদর্শন আঘাত হানতে পারে, তাই সতর্কিকরণের প্রচার এই ধরনের খবর সম্প্রচারের সময় বাধ্যতামূলক।

- **স্টিং অপারেশন**

নীতিগতভাবে ,সংবাদ চ্যানেলগুলি স্টিং অপারেশনের দ্বারস্থ তখনই হবে, যখন খবর পৌঁছে দেওয়ার আর কোনো উপায় তাদের কাছে বাকি নেই। চ্যানেলগুলি যৌনতা পাওয়া অশ্লীলতার সাহায্য নেবে না। কোন স্টিং অপারেশনের ক্ষেত্রে মাদক দ্রব্য বা হিংসাত্মক কার্যকলাপের ব্যবহার বৈষম্য বা হুমকি স্টিং অপারেশন এর ক্ষেত্রে উপযুক্ত কখনোই ধরা যাবেনা।স্ট্রিং অপারেশন সব সময় এই সব নিয়ন্ত্রণ এর দ্বারা চালিত হবে এবং সংবাদ চ্যানেলগুলি সর্বদাই জনস্বার্থে কাজ কর্ম করবে ।স্ট্রিং অপারেশনের লক্ষ্য হবে মিথ্যাচার ও অনৈতিক কাজ কর্মের প্রমাণ জোগাড় করা এবং কখনোই যেন ইচ্ছাকৃত ভাবে ছবির অদল বদল না করা হয় বা মদতপুষ্ট সম্পাদনার ব্যবহার না করা হয় এবং এমন কোন কাজ না করা হয় যাতে সত্যের অবমাননা ঘটে বা আংশিকভাবে সত্য দেখানো হয়।

- **সংশোধনী**

প্রতিটি সংবাদ চ্যানেলই কোন উল্লেখযোগ্য ভুলের ক্ষেত্রটি সংশোধন করবে এবং স্বীকার করবে যে ভুল হয়েছে, যত দ্রুত সম্ভব এই কাজটি করা হবে এবং এমনভাবে করা হবে যাতে প্রচুর সংখ্যক দর্শক সেটি দেখতে পান ।দর্শকের প্রতিক্রিয়া প্রতিদিন সংবাদ চ্যানেল তাদের ওয়েবসাইটে এমন ব্যবস্থা রাখবে যাতে তাদের দর্শকেরা তাদের প্রতিক্রিয়া জানতে পারবে এবং দর্শকদের অভিযোগ গুলিতে উত্তর দেওয়ার ব্যবস্থা রাখতে হবে। এছাড়া যদি কোন অভিযোগ সত্যি বলে প্রমাণিত হয় তাহলে চ্যানেলকে on air স্বীকার করতে হবে এবং নিজেদের প্রতিক্রিয়া জানাতে হবে ।এছাড়াও যদি কোন রিপোর্ট এ বৈষম্যের আভাস থাকে তাহলে চ্যানেলকে তার যথাযথ উত্তর দিতে হবে ।

- **উপসংহার**

সাধারণ মানুষের স্বাধীনতার যে যে জায়গায় গণমাধ্যম হস্তক্ষেপ করতে পারে সেই প্রতিটি জায়গায় ভারতের নিয়ন্ত্রণের মধ্যে রাখা হয়েছে অনেক নিয়মাবলী এবং সত্যের মধ্যে দিয়ে সংবাদমাধ্যমকে ভারতে চলতে হয় কিন্তু দুঃখজনকভাবে, আমাদের সংবাদ মাধ্যম প্রায়শই এই নিয়মগুলো খণ্ডন করে যাতে আরো চমকপ্রদ খবর দর্শকের সামনে আনতে পারে তাই ভারতের প্রেস কাউন্সিল এর নিয়মাবলী গুলিকে আরো শক্তিশালী করার প্রয়োজন। যদিও একটি গণতন্ত্রের স্বাধীন সংবাদ মাধ্যম খুবই প্রয়োজন তবুও আইনের কাজ হল সব রকম শক্তিকে নিয়ন্ত্রিত করা। তাই যখন ব্যক্তির স্বাধীনতা কিংবা গোপনীয়তাতে গণমাধ্যমের হস্তক্ষেপ ঘটে তখন নিয়ন্ত্রণের দায়িত্বে থাকা সংস্থাগুলিকে হস্তক্ষেপ করতে হয় এবং যখনই আইনি হস্তক্ষেপের দরকার পড়ে তখন উপযুক্ত হস্তক্ষেপ প্রয়োজন। একটি গণতন্ত্রের মেরুদন্ড গণমাধ্যম, প্রতিটি সরকারি সংস্থার ক্রিয়া-কলাপ এর উপর নজর রাখে এবং জনগণের কাছে তাদের খবর পৌঁছে দেয় ।আইনি ব্যবস্থার সুষ্ঠু কার্যকলাপের ক্ষেত্রেও তারা সাহায্য করে কিন্তু অনেক সময় গণ মাধ্যম তাদের নির্ধারিত কাজকর্মের বাইরে চলে যায় । মানুষের জীবনের আসল বিষয় গুলি তারা অবহেলা করে এবং সামাজিক দায়িত্ব ভুলে যায় তখনই সংবাদ মাধ্যমের নিয়ন্ত্রণ এর প্রশ্ন ওঠে। দায়িত্বশীল গণমাধ্যমগুলো প্রশাসনের ডান হাত, অনেক রকম কেলেঙ্কারি সংবাদ মাধ্যমের জন্য ধরা পড়েছে এবং সরকারের মান উন্নত করতে সংবাদ মাধ্যম একটি বৃহত্তর ভূমিকা পালন করে কিন্তু সংবাদ মাধ্যমকে নিয়ন্ত্রণ করার প্রয়োজন সর্বদাই রয়েছে।

গ্রন্থ-পঞ্জি

(1) Sawant, P. B. J., " Media and the Law: Freedom of Speech or Unbridled Freedom," Halsbury Law Monthly, visited on 3 . 9 . 2009 .

(2) Introduction to the Second Hundredth Report of Law Commission of India, presented on August 31 , 2006 .

(3) Fetters on the Media, Frontline, June 1 2012 at p. 4 .

(4) Warren and Brandeis, " The Right to privacy", 4 Harvard Law Review, 193 (1890) .

(5) Encyclopedia of Privacy, Volume 1 & 2 , Edited by William G. Staples, Greenwood Press (2007) , pp. 311 - 315 .

(6) Id.

(7) Id.

(8) The Law commission of India lamented over the state of affairs because of media t r ial in criminal justice system in i ts 200 $^{t h}$ Report, see also The Madrid Principles on the Relationship Between Media and Judicial Independence (1994) .

(9) Introduction to the Two Hundredth Report of Law Commission of India, presented on August 31 , 2006 .

(10) Goolam E. Vahanvati, Attorney Journal, who represented SEBI in the case said. Fetters on the Media, Frontline, June 1 , 2012 at p. 6 .

(11) State v. Mohd. Afzal & others, 107 (2003) DLT 385 .

(12) Ibid, G. S. Singhvi " Trial by Media".

(13) Arushi Murder case; Nupur Talwar v. CBI & An. AIR 2012 SC 1927 .

(14) A group of 40 distinguished legal experts and media representatives convened by the International Commission of Jurists (ICJ), at i ts Center for the Independence and Lawyers (CIJL), and the Spanish Committee of UNICEF met in Madrid, Spain between 18 $^{t h}$ - 20 $^{t h}$ of January 1994 . The objectives of the meeting were:

(15) To examine the relationship between the media and judicial independence as guaranteed by the 1985 UN principles on the independence of Judiciary.

(16) To formulate principles addressing the relationship between freedom of expression and judicial independence. After long debate, the Commission drafted what are recognized as minimum standards of freedom of expression. These Ares-

(17) Freedom of expression (as defined in Article 19 of the Covenant), including the freedom of the media- constitutes one of the essential foundations of every society which claims to be democratic. I t is the function and r ight of the media to gather and convey information to the public and to comment on the administration of justice, including cases before, during and after tr ial without violating the presumption the presumption of innocence.

1. This principle can only be departed from in the circumstances envisaged in the International Covenant on civil and Political Rights, as interpreted by the Siracusa Principles, 1984 on the l imitations and derogation provisions in the International Covenant on Civil and Political Rights.
2. The r ight to comment on administration of justice shall not be subject to any special restrictions. The Commission emphasized the need of maintaining in balance between independence of Judiciary, f reedom of press and respect of the individual particularly, of minors and other persons in need of special protection.

(18) 1997 (8) SCC 386 .

(19) AIR 2005 SC 790 ; While granting anticipatory bail to an accused in a dowry death case pending in a Kolkata court, the Supreme Court recently castigated the media (which published an article based on the interview of the family of the deceased) for interfering with the administration of justice by publishing articles touching on merit of pending cases- N. R. Madhava Menon, " Media Reporting of Crime and Fair Trial Guarantee", Soli Sorabji, Constitutionalism, Human Rights and the Rule of Law p. 198 .

(20) 2006 (2) KLD (Cr 1 482 .)

(21) Andrew Belsey, Mathew Kieran, (ed.) " Journalism and Ethics, can they co- exist", Media ethics: A Philosophical Approach.

(22) IA 8185 / 2003 in suit no. 1543 / 2003 , dated 24 - 1 - 2005 .

(23) Committee on Petition of Rajya Sabha, 132 $^{n d}$ Report, (2008) .

(24) Bindu Jindal, and Richa Modgil, " Freedom of Press and Sting Operation- The Legal Dimensions" 51 Panjab University Law Review 224 - 234 (2010) .

(25) 2012 Cr. L. J . 4770 SC, see also Media Guideline Case, infra in Chapter 5 .

(26) Para 403 .

(27) Bindu Jindal, and Richa Modgil, " Freedom of Press and Sting Operation- The Legal Dimensions" 51 Panjab University Law Review 224 - 234 (2010) .

(28) Ibid, " Freedom of Press and Sting Operation- The Legal Dimensions".

(29) Radia controversy.

(30) Sawant, P. B, J., " Media and the Law: Freedom of Speech or Unbridled Freedom," Halsbury Law Monthly.

(31) www.theguardian.com/news/2018

(32) www.wsj.com/articles/india-wants-access-to-encrypted-whatsapp

(33) TOI, Whatsapp encryption,11sep,2018

(34) https://indianexpress.com

(35) (1950) S. C. R. 12 , AIR 1958 S. C. 578 .

(36) 1988 4 SCC 592 .

(37) Ray, G. N., " Media and Law", http:// presscouncil. nic. in/ speechpdf/ speech 6 . htm

(38) Press Council of India Act, 1978 .

(39) Ibid.

(40) Norm of Journalistic conduct 2010 , Principle no. 6 (i). I t explains that things concerning a person' s home, family, religion, health, sexuality personal l ife and private affaires are covered by the concept of PRIVACY excepting where any of these impinges upon the public or public interest.

(41) Added in the 2010 ed. of Norms of Journalistic conduct.

(42) Norms of Journalistic Conduct 2010 .

(43) Principle 6 (iv) of PJC, 2010 .

(44) Public interest' being distinct and separate from ' of interest of public'.

(45) Ibid.

(46) Principle 10 (i) .

(47) Retrieved from the official website of the News Broacasting Association, as updated on 01.04.08.

(48) I am against any restriction, Interview with Justice J. S. Verma, former CJI, Frontline, June 1 , 2012 at p. 12 .

পঞ্চম অধ্যায়
উপসংহার ও পরামর্শ

এই অধ্যায়ে প্রত্যেকটি অধ্যায়ের সারসংক্ষেপ, বিশ্লেষণ , পরামর্শ দান ও কি কি করনীয় তার একটি তালিকা আলোচনা হয়েছে।

একটি ব্যক্তি বা সমষ্টি থেকে নিজেকে আলাদা করে রেখে নিজেদের ব্যাপারে তথ্য নির্বাচন করে দেওয়ার ক্ষমতাকে বলে গোপনীয়তা। গোপনীয়তার সংজ্ঞা এবং কোন কোন জিনিস গোপনীয়তার অধীনে পড়ে সেগুলো সংস্কৃতি , স্থান, মানুষ, সমাজ হিসেবে পাল্টে যায়। অনেক সময় গোপনীয়তার সঙ্গে অপরিচিত থাকার অভিপ্রায়কে যুক্ত করা হয়, যার অর্থ 'লোক চক্ষুর অন্তরালে থাকার ইচ্ছে'। যখন বিষয়টি একটি মানুষের কাছে গোপন থাকে, তখন তার অর্থ, সেই বিষয়টির মধ্যে এমন কিছু রয়েছে যা মানুষটির কাছে বিশেষ কিংবা সংবেদনশীল। কি পরিমাণ ব্যক্তিগত তথ্য জনগণের সামনে আসবে তা নির্ভর করে মানুষ কিভাবে সেই তথ্যকে প্রকাশ করবে তার ওপরে। যেটি মানুষ ও সময় অনুযায়ী বদলে যায়।

অতএব, প্রত্যেকটি সভ্য সমাজে প্রত্যেকটি নাগরিকের একটি অভ্যন্তরীণ অঞ্চল চিহ্নিত করা হয় কারণ মানব জীবনের কিছু দিক রয়েছে যেখানে প্রতেকের গোপনীয়তা প্রয়োজন ।যেমন যৌন সম্পর্ক ,শিশুর জন্ম ,মাতৃত্ব, আধ্যাত্মিক ও সাহিত্যকর্ম ইত্যাদি। যদি উল্লেখিত ক্ষেত্রগুলোতে ন্যূনতম গোপনীয়তার পরিমাণ না থাকে তাহলে সভ্যতার মূল স্বার্থ ধ্বংস হবে এবং একটি বর্বরতায় পরিণত হবে ।

সুতরাং সভ্যতার অস্তিত্ব এর জন্য গোপনীয়তার অধিকার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । স্বাধীনতা একটি নিয়ন্ত্রিত পরিবেশের মধ্যে থাকা উচিত যেখানে তথ্য প্রকাশ ও তথ্য আটকে রাখার মধ্যে ভারসাম্য থাকবে ।

গণতান্ত্রিক সমাজের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান এর জন্য এই ভারসাম্যের গুরুত্ব অপরিসীম। যদি এই ভারসাম্য বজায় রাখা যায় তাহলে সমাজের ভারসাম্য হীনতা ও অরাজকতার হ্রাস হবে। ব্যক্তির এবং সমাজের অধিকারের মধ্যে ভারসাম্য রাখাই হল গোপনীয়তার প্রকৃতি, যা সময়, স্থান, সামাজিক পরিবর্তন সব কিছুর ক্ষেত্রে সব সময় একই থাকবে। তাই গোপনীয়তার প্রকৃতি অনেক গুরুত্বপূর্ণ, যেটি ধীরে ধীরে গোপনীয়তার ভিত্তিকে সুদৃঢ় করে আর এই ভিত্তিকে Warren-Brandeis “Inviolated Personality” হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। ভারতের গোপনীয়তা আইন ল অফ কনফিডেন্স এর উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠেনি বরং প্রাচীন সময় থেকেই কাস্টমারি রাইট হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। ভারতে গোপনীয়তার অধিকার বিকাশ হয় একটি অতি পুরনো মামলায় Nuth Mull বনাম Zuka Oollah Beg এবং kurim oollah Beg, 1855 সালে উত্তর পশ্চিম প্রদেশগুলির সদর দিওয়ানি আদালত দ্বারা নির্বাচিত হয়েছিল। এই ক্ষেত্রে দেখা

যায় যে গোপনীয়তার অধিকার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অন্তত অর্ধশতক আগে ভারতে ব্যাপক ভাবে স্বীকৃত ছিল, ধারনাটি আসে 1890 সালে। আদালত কর্তৃক গৃহীত হয়েছিল যে একটি ঘর নির্মাণ এভাবে করা উচিত নয় যাতে অনান্য বাড়ির ছাদ থেকে নতুন বাড়ির ঘরের ভেতর টি দেখা যেতে পারে।তাহলে গোপনীয়তা লঙ্ঘিত হবে।এবার বলি গোপনীয়তার গুরুত্ব নিয়ে, অধ্যাপক এস কে শর্মা বলেছেন, গোপনীয়তার দুটি দিক আছে। একদিকে মানুষ তাদের দৈনন্দিন জীবনে অন্যদের সাথে যোগাযোগ করবে বা বিভিন্ন কাজে অংশগ্রহণ করবে আবার অন্যদিকে যখন সরকার জনসাধারণের সুবিধার জন্য পদক্ষেপ নেয় তখনও ব্যক্তিগত গোপনীয়তা বিপদের সম্মুখীন হয়। আসলে গোপনীয়তার প্রভাব স্থিতিশীল নয় কিন্তু প্রকৃতির গতিশীল এবং সামাজিক পরিবর্তনের প্রয়োজন এর সাথে পরিবর্তিত হয়। গোপনীয়তার ক্ষেত্রেও প্রকারভেদ আছে যেমন শারীরিক গোপনীয়তা ,তথ্য গোপনীয়তা , প্রাদেশিক গোপনীয়তা এবং যোগাযোগের গোপনীয়তা।

তথ্য এবং যোগাযোগ প্রযুক্তির বিকাশের ফলে সামাজিক প্রয়োজন গুলি পরিবর্তিত হয় যার ফলে গোপনীয়তার অধিকারের পরিবর্তন হয়। আবার গণমাধ্যম আধুনিক সামাজিক জীবনের আরেকটি অঙ্গ। যা অপ্রয়োজনীয়ভাবে মানুষের জীবনে হস্তক্ষেপ করে অননুমোদিত গণমাধ্যমের অনুপ্রবেশগুলি কখনো কখনো শুধু গোপনীয়তার অধিকার লংঘন করে না গুরুতর দুর্ঘটনা মানুষের জীবনকে দুর্বিষহ করে তোলে। এসব ক্ষেত্রে আইন দ্বারা অধিকার রক্ষা করা প্রয়োজন। অতএব, গোপনীয়তার কাস্টমারি রাইট অনেক আগে থেকেই ছিল।

দ্বিতীয় অধ্যায় এ তথ্য গোপনীয়তা আলোচনা করতে গেলে বলতেই হয় তথ্য শিল্পকে যুগান্তকারী পরিবর্তন এনেছে কম্পিউটার ।কম্পিউটার ভিত্তিক তথ্য প্রক্রিয়াকরণ বৃদ্ধি পেয়েছে স্বাস্থ্য শিক্ষা এবং অন্যান্য সব সেক্টরে ।কিন্তু সমৃদ্ধ হওয়ার সাথে সাথে কম্পিউটার বিপুল পরিমাণ সংরক্ষিত তথ্য শুধুমাত্র একটি মাউসের ভুল ক্লিকে হারানোর ভয় থাকে। তাই তথ্য গোপনীয়তা রক্ষণাবেক্ষণ জরুরি। গোপনীয় তথ্য দুই ধরনের হতে পারে ,সরকারি রেকর্ড এবং ব্যক্তিগত। সরকারী রেকর্ডে রাষ্ট্রের নিরাপত্তা ব্যবস্থা সম্পর্কিত তথ্য থাকে যা হারিয়ে গেলে ব্যক্তিগত রেকর্ড হারানোর চেয়েও সাংঘাতিক রূপ নেয়।

গোপনীয়তার সঙ্গে সুরক্ষার একটি সম্পর্ক রয়েছে যার মধ্যে তথ্যের সুরক্ষাও পড়ে। অনেক দেশের গোপনীয়তা সংক্রান্ত আইন এবং কিছু দেশের সংবিধান এই ব্যবস্থা রেখেছে যে, সাধারণ নাগরিক যেন সরকার, কর্পোরেশন এবং অন্যান্য ব্যক্তির দ্বারা বিচলিত না হয়, এবং যাতে নাগরিকদের গোপনীয়তার অযাচিত হস্তক্ষেপ না হয়। কিন্তু বেশিরভাগ দেশেই গোপনীয়তাকে খর্ব করার জন্য কিছু নিয়মাবলী আছে, যেমন- কর দানের নিয়ম, যেখানে মানুষকে তাদের রোজগারের তথ্য সরকারকে জানাতে হয়। কিছু দেশে আবার ব্যক্তির গোপনীয়তার সাথে বাকস্বাধীনতার

অধিকারের বিরোধ লেগে যেতে পারে কারণ সেই দেশ গুলির নিয়ম অনুযায়ী কিছু তথ্যের প্রকাশ বাধ্যতামূলক। কিন্তু আবার সেই একই তথ্য অন্য দেশে গোপন তথ্য হিসেবে গণ্য হতে পারে।

অনেক সময় অর্থের বিনিময়ে মানুষ নিজেদের গোপন তথ্য প্রকাশ করে, অনেক সময় স্বেচ্ছায়, কোন মূল্য ছাড়াই মানুষ গোপন তথ্য দান করতে পারে, অনেক সময় কোন প্রতিযোগিতায়, জুয়া খেলায় অংশগ্রহণ করার সময় মানুষ ব্যক্তিগত তথ্য প্রদান করে। কিন্তু স্বেচ্ছায় দেওয়া তথ্য যদি কেউ চুরি করে তাহলে তা অপব্যবহার হিসেবেই গণ্য করা হয়।

গোপনীয়তা কিন্তু সব সংস্কৃতিতে এক নয় এবং অনেক সংস্কৃতিতে আধুনিযুগের আগেও এর কোন অস্তিত্ব ছিল না, যদিও আদিম যুগ থেকে সব সভ্যতাই মানুষের ব্যক্তিগত তথ্য গোপন রাখার অধিকারকে কিছুটা হলেও মান্যতা দিয়েছে।

ভারতীয় সংবিধানের ২১ নং ধারায় গোপনীয়তার অধিকারকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে, যদিও সরাসরি ভাবে নয়। তবে গোপনীয়তার অধিকার চরম নয় এবং হস্তক্ষেপ হতে পারে, বিশেষ করে স্বাস্থ্যজনিত কোন কারনে।

একথা অনস্বীকার্য যে গোপনীয়তার ক্ষেত্রে যে নিয়মনীতি গুলি তৈরি হয়েছে সেগুলি এখনো শৈশবেই রয়ে গেছে। সরকারের এবং তথ্যপ্রযুক্তি শিল্প মিলিত হয়ে গোপনীয়তার হস্তক্ষেপে নানা সমস্যার মোকাবিলা করা উচিত। আমাদের প্রশাসনের উচিত গোপনীয়তা রক্ষা করা কিন্তু তার বদলে অনেক সময় এমন সব আইন প্রণয়ন হচ্ছে যার ফলে একজন ব্যক্তির গোপনীয়তা কে সরকারি কাজে দোহাই দিয়ে বিপন্ন করা হচ্ছে। রাষ্ট্রসঙ্ঘের 'Declaration of Human Rights' একটি মানবাধিকার হিসেবে গণ্য হয়েছে. এছাড়াও, আরও বহু আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক চুক্তিতে ও গোপনীয়তার অধিকার কে মান্যতা দেওয়া হয়েছে। যেমন International covenant on civil and political rights।গোপনীয়তা মনুষ্যতের সম্মান এবং বক্তব্যের স্বাধীনতাকে স্বীকৃতি দেয়, প্রতিটি দেশের সংবিধান ন্যূনতম ক্ষেত্রে, একজন মানুষের গৃহের পবিত্রতা এবং যোগাযোগের গোপনীয়তাকে সম্মান জানায়। সম্প্রতি কিছু সংবিধানে, তথ্য নিয়ে আলাদা অধিকার প্রণীত হয়েছে। যেমন সাউথ আফ্রিকা এবং হাঙ্গেরিতে। অন্য দেশে যেমন আমেরিকা, আয়ারল্যান্ড ও ভারত, যেখানে এই অধিকারগুলি সরাসরি উল্লিখিত হয়নি সেখানে আইনি ব্যবস্থা গোপনীয়তার অধিকারকে সুরক্ষিত করেছে।

1970 সালে সাল থেকে অনেক দেশেই গোপনীয়তার সুরক্ষার জন্য নিয়মাবলী ও আইন ব্যবস্থা তৈরিতে সক্রিয় হয়েছে। বেশিরভাগ আইন গুলি(ORGANISATION FOR ECONOMIC COOPERATION AND DEVELOPMENT AND THE COUNCIL OF EUROPE এর মডেলের উপর আধারিত। 1995 এ ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন তথ্যের ক্ষেত্রে তাদের নাগরিকদের সুরক্ষা দেওয়ার জন্য একটি বিশেষ আইন প্রণয়ন করেন।EU এ বিষয়ে একটি কড়া নিয়মাবলী তৈরি করেছে এবং আমেরিকার সাথে চুক্তিতে পৌঁছেছে, কিন্তু ভারতে এখনো এ বিষয়ে খুব একটা বেশি কাজ হয়নি। আশা করা হচ্ছে তথ্যের সুরক্ষার ক্ষেত্রে ভারতও কঠিন আইন নিয়ে আসবে কিন্তু শুধু আইন প্রণয়ন করলেই হবে না, কারণ ভারতে আইনি ব্যবস্থা খুব একটা গতিশীল নয়। তাই আইন প্রণয়ন করলে তা ব্যবহার করার গতি ও শক্তি দুটোই প্রয়োজনীয়।

ভারতে Cyber Infringement আদালত তৈরি করা খুব প্রয়োজন, যেগুলি শুধুমাত্র তথ্যের সুরক্ষার ক্ষেত্রে কাজ করবে।

আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো ক্লাউড কম্পিউটিং (cloud computing), যেখানে তথ্য একটি সংস্থার নিজস্ব মেমোরিতে ধরা থাকে এবং তথ্যের সুরক্ষার ক্ষেত্রে আরেকটি বিশেষ তাৎপর্য বহন করে কারণ অনেক ব্যবসায়ী ও সরকারি তথ্য এখানে থাকে। যদিও অনেকে মনে করেন যে এই ক্লাউড কম্পিউটিং হার্ডডিস্ক থেকে বেশি সুরক্ষিত কিন্তু হ্যাকিংয়ের চান্স এখানেও থেকে যায়। তাই অনেক সংস্থাই ক্লাউড সার্ভিস এর ঝুঁকি নিচ্ছে না। ভারতে ক্লাউড কমপিউটিং একেবারে নতুন বিষয় এবং কোনো নিয়মাবলী ও এ বিষয়ে নেই। তবুও অনেক সংস্থা ব্যক্তির সুবিধার্থে ক্লাউড কম্পিউটিংয়ে ঝুঁকছেন। তাই এই নিয়ে আইন তৈরি করা দরকার।

Credit Information Companies (regulation) act, 2005 এর মধ্যে অনেক গোপনীয়তা সংক্রান্ত আইন রয়েছে যাতে তথ্য সুরক্ষার অধিকার রাখা হয়েছে কিন্তু শুধুমাত্র ক্রেডিট রিপোর্টিং এর ক্ষেত্রেই নয় শুধুমাত্র এডিটিং এর ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত তথ্য সুরক্ষার জন্য ভারতে এখনো পর্যন্ত আইন প্রণীত হয় নি

কিন্তু ITAA 2008 এর কিছু নিয়ম এক্ষেত্রে বলবৎ হতে পারে। পাবলিক সেক্টরের তথ্য জোগাড়ের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ আইন হলো রাইট টু ইনফরমেশন, 2005 ,যা ব্যাবহার করে সরকারি ক্ষেত্রে অনেক তথ্যই পাওয়া যায়।
টেলি মার্কেটিংয়ের ক্ষেত্রে Telecom unsolicited commercial communications regulations 2007 তৈরি করা হয়েছে , এগুলি উল্লেখযোগ্য হলেও ভারতে ব্যক্তিগত সুরক্ষার ক্ষেত্রে তেমন কোনো ব্যবস্থা নেই। তথ্য পাওয়ার ক্ষেত্রে

কিন্তু সেন্ট্রাল ইনফরমেশন কমিশন, state ইনফরমেশন কমিশন ও ইনফরমেশন নেটওয়ার্কের অফিসাররা আছেন যারা এ কাজটি সুগম করে দিচ্ছেন।রাইট টু ইনফরমেশন,2005 এ যদি বাকি তথ্য সুরক্ষার নিয়ম গুলি অন্তর্ভুক্ত করা হতো তাহলে ভারতে তথ্য সুরক্ষা আরো বলবৎ হত। হিউম্যান রাইটস ট্রাইব্যুনালও এ বিষয়ে খুব একটা আশাব্যঞ্জক নয়। তাই বলা যেতে পারে যে ভারতীয় তথ্য সুরক্ষা উন্নত হয়নি কিন্তু কিছু কিছু ক্ষেত্রে ভালো কাজ হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়ে আলোচনায়, বিশ শতকে এবং একুশ শতকের প্রথম দিকে গোপনীয়তা একটি রাজনৈতিক বিষয় হিসেবে প্রাধান্য পেয়েছে। 1905 সালের পর থেকে গোপনীয়তার মামলা গুলির নানারকম আইনের সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে কখনো সাংবিধানিক আইন প্রণয়ন করে কখনো সাধারন আইন ব্যবহার করে 1960 সালে ক্যালিফোর্নিয়ার অধ্যাপক WILLIAM PROSSER চারটি পরস্পর সম্পর্কিত বিষয়ের সংজ্ঞা দেন যা সবরকম আদালতই মেনে নেয়- INTRUSION, FALLSLIGHT, APPROPRIATION & PUBLICATION OF PRIVATE MATTERS।

আড়িপাতা, টেলিফোন ট্যাপিং এবং ইলেকট্রনিক্স এর অপব্যবহার ,অন্যান্য বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতির মাধ্যমে নজরদারি করা, আধুনিক যন্ত্রপাতি যেমন বাজুকা Microphone, মিনিয়েচার ক্যামেরা, কম্পিউটার, সেল ফোন, ইন্টারনেট অপব্যবহারের ফলে নতুন সমস্যা দেখা দিচ্ছে।

একটি সংবাদপত্রের প্রবন্ধ অনুযায়ী পেড নিউজ পৃথিবীর সর্ব বৃহত্তম গণতন্ত্রের জন্য বিপদের কারণ। যেমন, উপহার পাইয়ে দেওয়া, দেশে এবং বিদেশে ভ্রমণ এবং নানান নগদ অর্থনৈতিক সুবিধা পাইয়ে দেওয়া। সরাসরি টাকা দেওয়া ছাড়া পিসিআই 'প্রেস কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়া' আরেক ধরনের কথা জানিয়েছে যা হলো মিডিয়া কোম্পানি বা কো-অপারেট কোম্পানি, যা ব্যক্তিগত চুক্তির মধ্যে প্রবেশ করে এতে কর্পোরেট কোম্পানি কে মিডিয়া কোম্পানি শেয়ার পাইয়ে দেয়। যার বদলে ইতিবাচক এবং বিজ্ঞাপনের স্পেস পায়।PCI & EDITORS GUILD OF INDIA & THE ASSOCIATION OF DEMOCRATIC REFORMS, PAID NEWS এর প্রসারে বিচলিত। PCI জানিয়েছে এরকম অপরাধে অপরাধী চ্যানেলগুলি লাইসেন্স কেড়ে নিতে হবে।

STING OPERATION একটি নতুন ধারা সৃষ্টি করেছে, যেখানে সাংবাদিকরা অনৈতিক এবং বেআইনি কাজ কর্ম নিয়ে তদন্ত করে ব্যক্তিবিশেষ ব্যবসায়ী এবং সরকারি সংস্থাগুলির বিরুদ্ধে। স্টিং অপারেশন করে চ্যানেল গুলি নিজেদের মধ্যে লড়াই করছে রেটিং বাড়ানোর জন্য। ভুতপূর্ব প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং এবং অর্থমন্ত্রী পি চিদাম্বরমের কাছে রিলায়েন্স কোম্পানির দুই ভাইয়ের দ্বন্দ্বের সময় মিডিয়ার অপব্যবহার এর উদাহরণ অনেক অভিযোগ এনেছিল। তাই সব ক্ষেত্রে সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা নিয়ন্ত্রণ প্রয়োজন।

2010 সালে গঠিত সাংবাদিক নিয়মাবলী হলো রিপোর্টিং ছাপার আগে খুঁটিয়ে দেখে নেওয়া, মানহানি মূলক লেখার বিরুদ্ধে সতর্কতা, সরকারি কর্মীদের কাজকর্ম সমালোচনামূলক লেখার বিষয় গোপনীয়তার অধিকার, আইন ব্যবস্থার সমালোচনা বিষয়ে সর্তকতা অশ্লীলতার ব্যবহার থেকে বিরত থাকা , জাত ধর্ম নিয়ে লেখার আগে সাবধানতা ,পরিচয় প্রকা সাক্ষাৎকারের সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে, তথ্যভিত্তিক নিরপেক্ষ রিপোর্টিং করা জরুরী এবং মহিলা ও শিশুদের বল প্রয়োগ প্রদর্শণ, যৌনতা কুসংস্কার ও তন্ত্র সাধনা দেখানো থেকে বিরত করা এসব ক্ষেত্রে সচেতন হতে হবে। সাধারণ মানুষের স্বাধীনতা যে জায়গায় গণমাধ্যম হস্তক্ষেপ করতে পারে সেই প্রতিটি জায়গায় ভারতের নিয়ন্ত্রণের মধ্যে রাখা হয়েছে। অনেক নিয়মাবলী এবং এরমধ্যে সংবাদমাধ্যমকে ভারতে চলতে হয় কিন্তু দুঃখজনকভাবে তারা নিয়মাবলী লংঘন করে, তাই ভারতের প্রেস কাউন্সিল এর নিয়মাবলী গুলিকে আরো শক্তিশালী করার প্রয়োজন। তাই ভারতের বিভিন্ন আইনি ব্যবস্থার মাধ্যমে ব্যক্তিগত গোপনীয়তার অধিকার রক্ষার জন্য এবং সুরক্ষিত করার জন্য বর্তমান সমস্যার মোকাবেলা করতে হবে। তাই জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে গোপনীয়তার অধিকার এর সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন সমস্যার ক্ষেত্রে পরামর্শ প্রদান করা হল।

পরামর্শ দাণঃ

১) ব্যক্তিগত তথ্যের ব্যাবহারকারিদের অবগত হওয়া প্রয়োজন যে কিভাবে ব্যক্তিগত তথ্য সংগৃহীত হচ্ছে এবং কিভাবে এর ব্যবহার করা যেতে পারে। আইন প্রণয়ন এই কারণেই প্রয়োজন যা ব্যক্তির ব্যক্তিগত তথ্যের মাত্রা অতিরিক্ত ব্যবহারের ক্ষেত্রে প্রচারকে প্রতিরোধ করবে। এক্ষেত্রে অনলাইন পাবলিকেশন এর উপর ন্যায় সঙ্গত বিধিনিষেধ থাকবে যা ব্যক্তিগত তথ্য সংগ্রহ করতে গোপনীয়তার স্বার্থ সংরক্ষণ করবে। স্বার্থ ও তথ্য সুরক্ষার সাথে সমন্বয় আইনি প্রক্রিয়া দ্বারা সুরক্ষিত থাকা প্রয়োজন যা ব্যক্তিগত কনফিডেন্সসুরক্ষিত থাকা প্রয়োজন যা সাইবার স্পেসে ব্যক্তিগত কনফিডেনসিয়াল তথ্যের বিনিময় ও তথ্যের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করবে।

২) অনলাইন প্রিভেসি ও গোপনীয়তার সুরক্ষিত করতে ইন্টারনেটে বাকস্বাধীনতা ও মতামত প্রকাশের ক্ষেত্রটি সঠিকভাবে পালন করা উচিত এবং উন্নত অত্যাধুনিক প্রযুক্তিবিদ্যা ও আইন সংশোধনের মাধ্যমে তা প্রস্তুত করা প্রয়োজন।ইন্টারনেট ও যোগাযোগ ব্যবস্থার জন্য বিধিসঙ্গত নিষেধাজ্ঞা থাকা উচিত ।জাতীয় সার্বভৌমত্ব সংরক্ষণ ও দেশের নিরাপত্তার স্বার্থে যৌক্তিকতার নীতির ক্ষেত্রে ইন্টারনেটের সেন্সরশিপ প্রয়োজন।

৩) একটি বিস্তৃত আইন প্রণয়নের প্রয়োজন যা কার্যকরী ব্যবস্থা বা এনফর্সমেন্ট মেকানিজম হিসেবে কাজ করবে। যার ফলে লঙ্ঘনকারীদের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা প্রতিষ্ঠা করা যাবে ও ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের সমাধান

প্রদান করা যাবে।সরকারি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের প্রয়োগকারী ক্ষমতার পাশাপাশি আইন প্রণয়ন দরকার যা ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিকে private right of action প্রদান করবে।

৪) তথ্যের সুরক্ষার ক্ষেত্রে সাইবার স্পেসের আইনটিতে ভারতীয় অবস্থান আরও স্পষ্ট হওয়া উচিত। কোনো লংঘন মূলক কাজের ক্ষেত্রটিকে দায়বদ্ধ করার জন্য ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডার এর প্রকৃত জ্ঞান থাকা দরকার। এ ক্ষেত্রে ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডার এর ক্ষেত্রে তার সুবিধাজনক হবে যখন তারা অপরাধের অভিযোগ পাওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনা করে এজেন্ট মনোনীত করবে। যার ফলে নিশ্চিত হওয়া যাবে ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডারের ইন্টারনেট অব্যবহারের ক্ষেত্রে গুলিতে খুব কমই জ্ঞান আছে।অন্যান্য দেশের মতো ভারতীয় আইনেও লেনদেনের ক্ষেত্রে আর্থিক দৃষ্টিভঙ্গি অন্তর্ভুক্ত করতে হবে এবং আই.এস.পির থার্ড পার্টির সঙ্গে সম্পর্ক সুনির্দিষ্ট করতে হবে যা লঙ্ঘনকারীকে সনাক্ত করতে সাহায্য করবে।

৫) ভারতের একটি ব্যাপক জাতীয় নীতি প্রণয়ন প্রয়োজন যা তাদের ব্যক্তিগত তথ্য সংগ্রহ ও বন্টনের ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণ রাখবে। এই তত্ব ব্যক্তিদের তথ্য স্থানান্তর, ব্যক্তির ব্যক্তিগত তথ্যের ব্যবহার ও তার সংশোধন ও নিজস্ব ব্যক্তিগত তথ্য নিরাপদে সংরক্ষিত থাকবে। এবং এ ক্ষেত্রে তথ্য জানানোর ও স্থানান্তরের অধিকার থাকবে। ব্যক্তিগত ইনফরমেশন এর ক্ষেত্রে ও ব্যক্তিগত তথ্যের ব্যবহারের ক্ষেত্রে আইন প্রণেতারা সীমাবদ্ধতা

কি কি করণীয়?

- সংবিধানে সংশোধন, একটি নতুন সংশোধনীর দ্বারা গোপনীয়তার অধিকার সংবিধানের অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে।
- ভারতের একটি জাতীয় নীতি তৈরি করা উচিত, যার দ্বারা নাগরিকরা ব্যক্তিগত তথ্য সংগ্রহ প্রদানে একটি সঠিক পথ খুঁজে পায়, কখন তথ্য দেওয়া হবে আর দেওয়া হবে না সেক্ষেত্রে যেন নিয়ম থাকে।
- ইন্টারনেটে বাকস্বাধীনতাকে নিয়ন্ত্রণ করা উচিত এবং প্রযুক্তিগত উন্নতির মাধ্যমে অনলাইন গোপনীয়তাকে আরও শক্তিশালী করা উচিত।
- সাধারণ মানুষকেও সাবধান থাকা উচিত। ব্যক্তিগত তথ্য ইন্টারনেটে দেওয়া উচিত নয়। অবাঞ্ছিত মেইল ইত্যাদি খোলা উচিত নয়।
- অপ্রাপ্তবয়স্ক ছেলে মেয়েরা যখন ইন্টারনেট ব্যবহার করছে তখন তাদের সর্তকতা জারি করা উচিত ।
- একটি শক্তিশালী আইন তৈরি করা উচিত, যেটি গোপনীয়তার সুরক্ষার জন্য উপযুক্ত হবে।

- তথ্য সুরক্ষা এবং গোপনীয়তার অধিকার একটি সভ্য দেশে দুটি গুরুত্বপূর্ণ অধিকার স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রেও সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ। তাই স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে এঈ ধরনের আইন তৈরি করা উচিত । যেমন আমেরিকার HIPPA ACT.
- ইন্টারনেটের জগতে ভারত কে আরও শক্তিশালী পদক্ষেপ নেওয়া উচিত তথ্য সুরক্ষার জন্য।

সব শেষে, এখন আইনি ব্যবস্থার কাছেই আমাদের তাকাতে হবে এবং সুপ্রিমকোর্টকে গোপনীয়তার অধিকারের ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা নিতে হবে। উল্লেখযোগ্যভাবে বিষয়টি ইতিমধ্যেই আদালতের সামনে রয়েছে এবং গোপনীয়তার একটি পরিকাঠামো বানাতে খুব একটা অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। ভারতীয় সংসদ কে এগিয়ে আসতে হবে তথ্য সুরক্ষা এবং গোপনীয়তার স্বার্থে, আরো কঠিন আইন প্রণয়ন করতে হবে তবেই গোপনীয়তা রক্ষার অধিকার ফলপ্রসূ হবে।

BIBLIOGRAPHY

BOOKS

1. G. Mishra, "Right to Privacy", Preeti Publications (Delhi) April (1994)
2. Rakesh Chandra, "Right to privacy in india with reference to information Technology Era", YS Books International Publications, New Delhi, (2017)
3. Kailash Rai "Constitutional Law of India", Central Law Publications, (2001)
4. Prof. M. P. Jain, "Constitutional Law of India", wadhwa and Company Nagpur(2007)
5. Alan F. Westin, Privacy and Freedom, 8, Atheneum New York 1970 Sixth Printing;
6. Basu, Durga Das; Commentary on the Constitution of India, Vol. 5, Lexis Nexis, Gurgaon, Haryana, 2015
7. Wacks, Raymond; 'Privacy'- A Very Short Introduction, Oxford University Press, New york, 2010
8. Ravinder Kumar & Gaurav Goyal, " The Right to Privacy in India Concept and Evolution", A Penguin Random House Company,
9. V.R.Krishna Iyer, Justice and Beyond.
10. Kiran Deshta, Right to Privacy Under Indian Law, Deep Publications,2012

INTERVIEWS

1. JOURNALIST OF THE INDIAN EXPRESS NEWSPAPER, SAIKAT BASU 3.3.2019
2. JOURNALIST OF TIMES OF INDIA, SHAULI CHAKRABORTY ON 11.5.2019

E-PAPER

1. https://www.theguardian.com/news/2018/mar/17/cambridge-analytica
2. https://www.wsj.com/articles/india-wants-access-to-encrypted-whatsapp-messages=11547551428

PRINT MATERIAL

1. Bhairav Acharya, the four parts of privacy in india, economic 7political weekly, vol 1. No 22 may 30, 2015
2. The times of india, whatsapp encryption,aug23,2018,15.34IST

JUDGEMENT

1. Writ Petition (civil)no. 494 of 2012 / Aadhaar- supreme court of india
2. Writ Petition(criminal)no.121 of 2018

ARTICLES FROM JOURNAL AND PERIODICALS

1. David G. Hill, Data Protection: Governance, Risk Management and Compliance, Anerbach Publications, U.S.A., 2009, p.2.
2. Daniel J. Solove and Paul M. Schwartz, Privacy and the Media, Aspen Publishers, New York, 2008, p.2.
3. A. H. Robertson, op.cit., p.135.
4. Hyman Gross, Privacy – Its Legal Protection, Oceana Publications, New York, Revised Edn., 1976, p.21.
5. Philip Alexander, Information Security: A Manager's Guide to thwarting Data Thieves and Hackers, Praeger Security International, London, 1st Indian Edn., 2008, p.133
6. David G. Hill, op.cit., pp.121-122.
7. James Michael, op.cit., p.26.
8. Graham Greenleaf, Nigel Waters, Roger Clarke and David Vaile on behalf of the Baker & Mckenzie Cyberspace Law and Policy Centre at UNSW, "Announcement : Asia-Pacific Privacy Charter Initiative", www.cyberlawcentre.org/appcc/announce.htm, visited on 11.3.2015.
9. 86 G. Greenleaf & N. Waters, The Asia-Pacific Privacy Charter, Working Draft 1.0, (2003) Priv L Res 1, Baker & Mckenzie Cyberspace Law and Policy Centre, 3 September, 2003, www.worldii.org/int/other/PrivLRes/2003/1.html, visited on 9.3.2015.

10. Sheetal Asrani-Dann, “The Right to Privacy in the Era of Smart Governance : Concerns raised by the Introduction of Biometric-Enabled National ID Cards in India”, Journal of the Indian Law Institute, Vol.47(3), July-September 2005, pp.53-94 at p.69.
11. Raymond Wacks, “PRIVACY, A VERY Short Introduction”30, Oxford University Press, U.K. 2010
12. Professor Ken Gormley, ‘ONE HUNDRED YEARS OF PRIVACY” “WISCONSIN LAW REVIEW,1992(1335) available at Cyber law, Harvard.edu/privacy/Gormley-100% 20 years% 20 of % 20 privacy. Htm, accessed on 22.3.2016
13. Professor Ken Gormley, ‘ONE HUNDRED YEARS OF PRIVACY” “WISCONSIN LAW REVIEW,1992(1335) available at Cyber law, Harvard.edu/privacy/Gormley-100% 20 years% 20 of % (20 privacy. Htm, accessed on 22.3.2016
14. Mass Media and the Law, 187 at p.195, quoted by S. K. Sharma, Id at pp.78-79.
15. Bhairav Achariya, “ Privacy law in india: A muddled field-I”available at http:/www.thehoot.org/story-popup/privacy-law-in-india-a-muddled-field-i-8722. Accessed on 21.3.2016
16. F. S. Nariman, “THE RIGHT TO BE LET ALONE”,1977, VOL.17, The Indian Advocate,p.79
17. Bhairav Achariya, “ Privacy law in india: A muddled field-I”available at http:/www.thehoot.org/story-popup/privacy-law-in-india-a-muddled-field-i-8722. Accessed on 21.3.2016
18. Bhairav Achariya, “THE FOUR PARTS OF PRIVACY IN INDIA”. Economic & political weekly, vol.1 no. 22 may30,2015,p.32
19. Bhairav Achariya, “THE FOUR PARTS OF PRIVACY IN INDIA”. Economic & political weekly, vol.1 no. 22 may30,2015,p.32
20. S. Warren and L. Brandeis ,” THE RIGHT TO PRIVACY”, 4 Harvard L. Rev. 193(1890)
21. Sawant, P. B. J., “ Media and the Law: Freedom of Speech or Unbridled Freedom,”
22. Halsbury Law Monthly, visited on 3 . 9 . 2009 .
23. D. D. Basu, Law of the Press, (Prentice Hall of India, New Delhi, 2 n d ed., 1980) , p. 5 .
24. F etters on the Media, Frontline, June 1 2012 at p. 4 .

25. Warren and Brandeis, " The Right to privacy", 4 Harvard Law Review, 193 (1890) .
26. Encyclopedia of Privacy, Volume 1 & 2 , Edited by William G. Staples, Greenwood Press (2007) , pp. 311 - 315 .
27. The Law commission of India lamented over the state of affairs because of media
28. trial in criminal justice system in i ts 200 th Report, see also The Madrid Principles on the Relationship Between Media and Judicial Independence (1994) .
29. Introduction to the Two Hundredth Report of Law Commission of India, presented on August 31 , 2006 .
30. Goolam E. Vahanvati, Attorney Journal, who represented SEBI in the case said
31. Fetters on the Media, Frontline, June 1 , 2012 at p. 6 .
32. State v. Mohd. Afzal & others, 107 (2003) DLT 385 .
33. Ibid, G. S. Singhvi " Trial by Media".
34. AIR 1961 SC 633 .
35. By former Speaker of Lok Sabha.
36. 1997 (8) SCC 386 .
37. AIR 2005 SC 790 ; While granting anticipatory bail to an accused in a dowry death case pending in a Kolkata court, the Supreme Court recently castigated the media (which published an article based on the interview of the family of the deceased) for interfering with the administration of justice by publishing articles touching on merit of pending cases- N. R. Madhava Menon, " Media Reporting of Crime and Fair Trial Guarantee", Soli Sorabji, Constitutionalism, Human Rights and the Rule of Law p. 198 .
38. 2006 (2) KLD (Cr 1 482 .)
39. Andrew Belsey, Mathew Kieran, (ed.) " Journalism and Ethics, can they co- exist",
40. Media ethics: A Philosophical Approach.
41. IA 8185 / 2003 in suit no. 1543 / 2003 , dated 24 - 1 - 2005 .
42. Saibal v. B. K. Sen, AIR 1961 SC 633 .
43. Committee on Petition of Rajya Sabha, 132 nd Report, (2008) .
44. Bindu Jindal, and Richa Modgil, " Freedom of Press and Sting Operation- The Legal Dimensions" 51 Panjab University Law Review 224 - 234 (2010) .

45. 2012 Cr. L. J . 4770 SC, see also Media Guideline Case, infra in Chapter 5 .
46. Bindu Jindal, and Richa Modgil, " Freedom of Press and Sting Operation- The Legal Dimensions" 51 Panjab University Law Review 224 - 234 (2010) .
47. (Ajay Dash, Sting Operation and Law, (Discovery, New Delhi, 2007) at p 1 .
48. Ibid, " Freedom of Press and Sting Operation- The Legal Dimensions".
49. Radia controversy. 145 Sawant, P. B, J., " Media and the Law: Freedom of Speech or Unbridled Freedom,"
50. Ray, G. N., " Media and Law", http:// presscouncil. nic. in/ speechpdf/ speech 6 . htm
51. Press Council of India Act, 1978 .
52. Arushi Murder case; Nupur Talwar v. CBI & An. AIR 2012 SC 1927 .
53. Hon' ble Mr. Justice G. S. Singhvi " Trial by Media: A Need to Regulate Freedom of Press Bharti Law Review Oct- Dec 2012 , p. 1 - 10